NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন
EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

সপ্তাহ জুড়ে শেষের পাতায়
রবি সাহিত্য সংস্কৃতি | সোম স্বাস্থ্য বীমা | মঙ্গল শিক্ষা প্রযুক্তি চাকরি | বুধ ভ্রমণের টুকিটাকি | বৃহস্পতি খেলার জগৎ | শুক্র সিনেমা অনুষঙ্গ | শনি অর্থের আকাশ

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৩ ‘এসআইআর আটকাবেন বলেছিলেন, নিজেই ফর্ম নিলেন মাননীয়া’

এসআইআর আতঙ্কে মৃতদের পরিবারের পাশে অভিষেক ৩

কলকাতা ৯ নভেম্বর ২০২৫ ২২ কার্তিক ১৪৩২ রবিবার উনবিংশ বর্ষ ১৪৮ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 09.11.2025, Vol.19, Issue No. 148, 8 Pages, Price 3.00

‘বিহারের শিশু স্টার্ট-আপের স্বপ্ন দেখে, গুন্ডারাজের নয়’

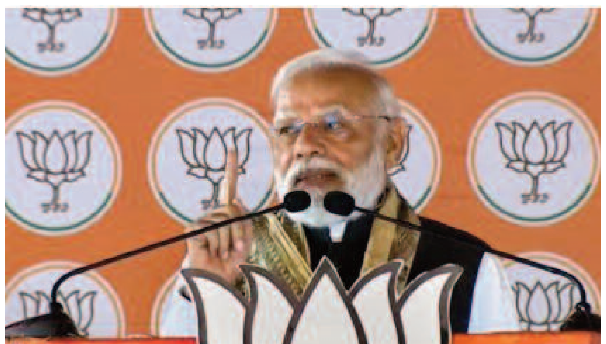

পাটনা, ৮ নভেম্বর: বিহারে দ্বিতীয় দফার ভোটে আগে রাষ্ট্রীয় জনতা দল -কে ফের আক্রমণ শানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আরজেডির নেতৃত্বাধীন ‘মহাগঠনবন্ধন’ পাটনায় ক্ষমতায় ফিরলে আবার কাট্টাধারী (দেশি পিস্তলধারী) রংদারদের (দুষ্কৃতী) জঙ্গলরাজে পরিণত হবে বিহার। শনিবার বিধানসভা ভোটের প্রচারে সীতামড়িতে গিয়ে এমনই সতর্কবাণী শোনালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেই সঙ্গে আরজেডি এবং কংগ্রেসের ‘পরিবারতন্ত্র’কেও নিশানা করলেন তিনি।

মোদী বলেন, ‘বিহারের শিশুরা স্টার্ট-আপের স্বপ্ন দেখে। গুন্ডারাজের নয়।’ তাঁর অভিযোগ, তেজস্বী যাদব নেতৃত্বাধীন আরজেডি বিহারের শিশুদের মনে বিষ ঢালছে। তারা চায় শিশুরা তোলাবাজে পরিণত হোক। একইসঙ্গে লালু প্রসাদ যাদবের আমলের ‘জঙ্গলরাজ’-এর প্রসঙ্গও তুলে ধরেছেন মোদী।

শনিবার বিহারের জনসভা থেকে মোদী বলেন, ‘বিহারের শিশুদের জন্য আরজেডি কী করতে চায়, তা তাদের নির্বাচনী প্রচারে স্পষ্টভাবে দেখা গিয়েছে। জঙ্গলরাজের সঙ্গে জড়িতদের স্লোগান শুনুন। আপনারা অবাক হয়ে যাবেন। আরজেডি নিষ্পাপ শিশুদের বলতে বাধ্য করছে, তারা তোলাবাজ, দুষ্কৃতী হতে চায়। বিহারের শিশুরা কি তোলাবাজ হতে চায়? নাকি চিকিৎসক হতে চায়?’ প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, ‘আজকের বিহারে যারা গুন্ডারাজ, গ্যাংস্টারের কথা বলেন, তাঁদের কোনও স্থান নেই। বিহারের শিশুরা এখন স্টার্ট-আপের স্বপ্ন দেখে।’

কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বিহারের কাটিহারে কংগ্রেসের জনসভায় মোদীর অভিযোগের জবাব দেন কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াঙ্কা গান্ধি বঢরা। বলেন, ‘কাট্টার মতো শব্দের প্রয়োগ প্রধানমন্ত্রী পদের গরিমার সঙ্গে শোভা পায় না। মোদী তাঁর পদের মর্যাদা বজায় রাখছেন না।’

মোদীর ওই মন্তব্যের জবাব দিতে গিয়ে প্রিয়াঙ্কা বলেন, ‘এনডিএ সরকার যুবকদের কর্মসংস্থান দিতে ব্যর্থ হয়েছে। তারা এখন দুই কর্পোরেট বন্ধুর হাতে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলি তুলে দিতে সক্রিয়।’ প্রধানমন্ত্রী মোদী শনিবার লালুপ্রসাদ-তেজস্বীর আরজেডি এবং সনিয়া-রাহুলের কংগ্রেসে ‘পরিবারতন্ত্র’ এবং ‘দুর্নীতি’কেও নিশানা করেছেন। ইউপিএ জমানার ‘জমির বিনিময়ে চাকরি’ এবং ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলার দিকে ইঙ্গিত করে তাঁর মন্তব্য, ‘এই সব নেতা এখন জামিনে মুক্ত রয়েছেন। ওঁরা ওঁদের পরিবারের লোকেদের মন্ত্রী, সাংসদ, বিধায়ক করবেন, আর আপনাদের পরিবারের ছেলেদের রংদার বানাবেন। বিহার আর তা মেনে নেবে না।’

উল্লেখ্য, এর আগেও মোদী বিহারে দাঁড়িয়ে আরজেডি এবং তেজস্বীকে একাধিক তোপ দেগেছেন। কটাক্ষ করেছেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধিকেও। বিহারে ২০ বছর ধরে ক্ষমতায় নীতীশ কুমার। এর বেশিরভাগ সময় এনডিএ-র শরিক হিসাবে। অথচ বিহারের ভোটপ্রচারে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নীতীশ শাসনের উন্নয়ন, সাফল্যের চেয়ে বেশি করে তুলে ধরেন ২০ বছরের পুরনো ‘জঙ্গলরাজ’ প্রসঙ্গ। মোদী জানান, ‘পাঁচটি ‘ক’-কে কেন্দ্র করে এই ‘জঙ্গলরাজ’ প্রতিষ্ঠিত। কাট্টা (দেশি বন্দুক), ক্রুরতা, কটুতা, কুশাসন, এবং দুর্নীতি।

বারাণসী থেকে চার বন্দে ভারত উদ্বোধন মোদীর

বারাণসী, ৮ নভেম্বর: নিজের লোকসভা কেন্দ্র বারাণসী থেকে চারটি বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শনিবার সকালে তিনি বারাণসী-খাজুরাহো, লখনউ-সাহারানপুর, ফিরোজপুর-দিল্লি এবং এরনাকুলাম-বেঙ্গালুরু বন্দে ভারতের উদ্বোধন করেন।

শনিবার সবুজ পতাকা নেড়ে বারাণসী-খাজুরাহো বন্দে ভারতের উদ্বোধন করেন মোদী। ভার্চুয়াল মাধ্যমে বাকি তিনটি বন্দে ভারতের উদ্বোধন করেন। বারাণসী স্টেশনে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান থেকে মোদী বলেন, ‘বেশির ভাগ দেশেই উন্নতির ক্ষেত্রে পরিকাঠামোগত উন্নয়ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। একটি শহরের উন্নয়ন তখনই শুরু হয়, যখন সেখানে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা থাকে।’ প্রধানমন্ত্রী জানান, দ্রুত গতির বন্দে ভারত দেশের বিখ্যাত ধর্মীয় স্থান এবং বাণিজ্যিক কেন্দ্রগুলিকে জুড়বে এবং এর ফলে উপকৃত হবেন অনেকে।

বারাণসী-খাজুরাহো বন্দে ভারত বারাণসী থেকে প্রয়াগরাজ, চিত্রকূট হয়ে মধ্যপ্রদেশের খাজুরাহো যাবে। সময় লাগবে ২ ঘণ্টা ৪০ মিনিট। লখনউ-সাহারানপুর বন্দে ভারত লখনউ থেকে সীতাপুর, শাহজাহানপুর, বরেলী, মোরাদাবাদ, বিজনৌর হয়ে ৭ ঘণ্টা ৪৫ মিনিটে সাহারানপুর পৌঁছোবে। ফিরোজপুর-দিল্লি বন্দে ভারত পঞ্জাবের ফিরোজপুর থেকে ভাটিন্ডা, পাটিয়ালা হয়ে ৬ ঘণ্টা ৪০ মিনিটে দিল্লি পৌঁছোবে। আর এরনাকুলাম-বেঙ্গালুরু বন্দে ভারত যাত্রাপথ শেষ করতে সময় নেবে ৮ ঘণ্টা ৪০ মিনিট। নতুন চারটি ট্রেন যুক্ত হওয়ার পর বর্তমানে ভারতে পরিষেবা দেবে ১৬০টিরও বেশি বন্দে ভারত।

১ ডিসেম্বর শুরু সংসদের শীতকালীন অধিবেশন

তাৎপর্যপূর্ণভাবে এবারের শীতকালীন অধিবেশন মাত্র ১৯ দিনের রাখা হয়েছে। যা মোদী জমানার অন্যতম ক্ষুদ্র পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন।

নয়াদিল্লি, ৮ নভেম্বর: সংসদে শীতকালীন অধিবেশনের দিন ঘোষণা করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেণ রিজিজু। সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে জানান, সরকারের যে তারিখ প্রস্তাব করেছিল, তাতে সম্মতি দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। ১ ডিসেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে শীতকালীন অধিবেশন। চলবে ১৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রিজিজুর আশা, আসন্ন শীতকালীন অধিবেশন হবে গঠনমূলক। আদতে তা গণতন্ত্রকেই আরও মজবুত করবে। শনিবার এক্স হ্যান্ডলে সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেণ রিজিজু জানান, আগামী ১ ডিসেম্বর শুরু হবে সংসদের শীতকালীন অধিবেশন। চলবে ১৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ইতিমধ্যেই সরকারের প্রস্তাবে সায় দিয়েছেন। তাৎপর্যপূর্ণভাবে এবারের শীতকালীন অধিবেশন মাত্র ১৯ দিনের রাখা হয়েছে। যা মোদী জমানার অন্যতম ক্ষুদ্র পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন। আসলে সাম্প্রতিক অতীতে সংসদের কোনও অধিবেশনেই শাসক-বিরোধী ঐক্যমত হয়ে সুষ্ঠুভাবে সংসদে চালায়নি। যার ফলে সংসদে কাজের কাজ তেমন হয়নি। অহেতুক মানুষের করের অর্থের অপচয় হয়েছে।

২১ জুলাই সংসদে শুরু হয়েছিল বাদল অধিবেশন। প্রায় এক মাস ধরে চলা সেই অধিবেশনে লোকসভায় পাশ হয় ১২টি বিল। রাজ্যসভায় পাশ হয় ১৫টি বিল। বিরোধীদের হট্টগোলে বেশ কয়েক বার ব্যাহত হয় অধিবেশন। বাদল অধিবেশনেই মোদী সরকার অনলাইন গেমিং বিল, ২০২৫ পাশ করিয়েছে। আয়কর বিল ২০২৫, কর আইন (সংশোধনী) বিল ২০২৫, জাতীয় ক্রীড়া প্রশাসন বিল ২০২৫-সহ একাধিক বিল পেশ বা পাশ করিয়েছে। ওই অধিবেশনে এই বিলগুলিকে কেন্দ্র বিতর্কও হয়েছে ঢের।

নগদ বাজেয়াপ্ত

■ মানবপাচারের অভিযোগের তদন্তে নেমে কলকাতার বেশ কয়েকটি রেস্তরাঁ, পানশালায় তল্লাশি চালায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। সেই অভিযানে কোটি টাকারও বেশি নগদ, দামি গাড়ি বাজেয়াপ্ত করেছে কেন্দ্রীয় সংস্থা। বেশ কিছু ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট চিহ্নিত করেছেন তদন্তকারীরা।

বিএলওর অনিয়মে কঠোর নির্দেশ ইসির

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনী প্রক্রিয়া ঘিরে নতুন নির্দেশিকা জারি করল নির্বাচন কমিশন। অভিযোগ উঠেছিল, বাড়ি বাড়ি গিয়ে ফর্ম বিতরণের পরিবর্তে অনেক বিএলও চায়ের দোকান বা স্থানীয় ক্লাব থেকে ফর্ম বিলি করছেন। সেই অভিযোগের পরেই অসন্তোষ প্রকাশ করেছে কমিশন।

উল্লেখ্য, মুর্শিদাবাদ, মালদা, নদিয়া-সহ বিভিন্ন জেলা থেকে এই অভিযোগ জমা পড়েছে কমিশনের দপ্তরে। বিরোধী দলগুলি এই নিয়ে রীতিমতো সরব। বিজেপি থেকে শুরু করে বামফ্রন্ট ও কংগ্রেস পর্যন্ত একযোগে দাবি তুলেছে যে, এই ধরনের অনিয়ম ভোটার তালিকা সংশোধনের প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতাকে প্রশ্নের মুখে ফেলছে। বিরোধী নেতা শুভেন্দু অধিকারী নিজে কমিশনে গিয়ে অভিযোগের বিবরণ জমা দিয়েছেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশ্যে এসেছে বেশ কয়েকটি ছবি এবং ভিডিও, যেখানে বিএলও-দের অপ্রচলিত উপায়ে ফর্ম বিতরণ করতে দেখা গিয়েছে।

নির্বাচনী বিধি মেনে বিএলওদের যেন প্রত্যেক ভোটারের বাড়িতে গিয়ে ফর্ম বিলি ও সংগ্রহের কাজ করতে হয়, তা নিশ্চিত করতে রাজ্যের প্রতিটি জেলাশাসক তথা নির্বাচনী আধিকারিককে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কমিশনের নির্দেশে স্পষ্ট বলা হয়েছে, বিহার মডেল অনুসরণ করতে হবে, অর্থাৎ ফর্ম বিতরণ ও সংগ্রহ দুই-ই বাড়ি গিয়ে করতে হবে সংশ্লিষ্ট বিএলওকে।

এই কাজের সঠিক তদারকির জন্য জেলা স্তরে কন্ট্রোল রুম গঠনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, প্রতি ১০টি বুথের জন্য একজন করে বিএলও সুপারভাইজার নিয়োগ করতে বলা হয়েছে। কোনও বিএলও যদি দায়িত্বে গাফিলতি করেন, তবে তাঁর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানানো হয়েছে।

কমিশনের নির্দেশ না মেনে ফর্ম বিলি করার অভিযোগে ইতিমধ্যেই আটজন বিএলওকে শোকজ করা হয়েছে। এছাড়া, বিএলও সংক্রান্ত কোনও অভিযোগ থাকলে তা জানাতে আজ থেকেই চালু হয়েছে বিশেষ হেল্পলাইন নম্বর, ০৩৩-২২৩১০৮৫০।

ফর্ম পূরণ শুরু, চালু অনলাইন সংশোধন

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের ভোটার তালিকা সংশোধন প্রক্রিয়ায় এবার অনলাইনে আবেদন করার সুবিধা দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। শুক্রবার থেকে শুরু হয়েছে অনলাইন এনুমারেশন ফর্ম (এসআইআর) পূরণের কাজ। কমিশনের ওয়েবসাইট বা ইসিআইনেট অ্যাপে গিয়েই ফর্ম পূরণ করা যাবে।

৪ নভেম্বর থেকেই বুথ-লেভেল অফিসার (বিএলও) দের মাধ্যমে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ফর্ম বিতরণ শুরু হয়েছে। নির্দেশ অনুযায়ী, ১০ নভেম্বরের মধ্যে সেই কাজ শেষ করতে হবে। তবে যাঁরা বাড়িতে ফর্ম পাননি বা বর্তমানে রাজ্যের বাইরে আছেন, তাঁদের জন্যই চালু হয়েছে অনলাইন আবেদনের ব্যবস্থা।

নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বাইরে কাজ করেন এমন শ্রমিক, ছাত্রছাত্রী, বা অন্য রাজ্যে চাকরিরত ভোটারদের জন্য এই ব্যবস্থা বিশেষভাবে কার্যকর। যাঁদের হাতে এখনও বিএলও-এর দেওয়া ফর্ম পৌঁছায়নি, তাঁরা কমিশনের পোর্টালে গিয়ে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। অনলাইন প্রক্রিয়ায় যেমন ফর্ম পূরণ করতে হবে, তেমনি শেষে ফর্মটি নির্দিষ্ট নিয়মে আপলোড করতে হবে। পুরো প্রক্রিয়ার ধাপগুলি কমিশনের ওয়েবসাইটেই দেওয়া রয়েছে; https-//voters.eci.gov.in/enumeration form new অথবা ইসিআইনেট অ্যাপে ফর্মটি পাওয়া যাবে।

যদি মোবাইল নম্বর লিঙ্ক না থাকে, এক্ষেত্রে কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী, প্রথমে ‘ফর্ম ৮’ পূরণ করতে হবে। তাতে আধার ও ভোটার কার্ডের নম্বর দিতে হবে এবং নির্দিষ্ট মোবাইল নম্বরে পাওয়া ওটিপি ব্যবহার করে জমা দিতে হবে।

প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হলে কমিশনের পক্ষ থেকে একটি অ্যাকনলেজমেন্ট নম্বর ও ফর্মের পিডিএফ পাওয়া যাবে। সেই নম্বর ব্যবহার করে পরবর্তী সময়ে আবেদনটির অবস্থা জানা যাবে। আবেদন অনুমোদিত হলে তবেই মূল এনুমারেশন ফর্ম অনলাইনে পূরণ করা যাবে।

কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, ৪ নভেম্বর থেকে শুরু হওয়া বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) কর্মসূচিতে রাজ্যজুড়ে ইতিমধ্যেই সাড়ে তিন কোটিরও বেশি ফর্ম বিতরণ করা হয়েছে।

মোট ২৯৪টি বিধানসভা কেন্দ্রে ৮০,৬৮১ জন বিএলও কাজ করছেন। শুক্রবার রাত ৮টা পর্যন্ত পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, ৩.০৪ কোটিরও বেশি ফর্ম রাজ্যজুড়ে ভোটারদের হাতে পৌঁছে গিয়েছে।

নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, বন্দি ও যৌনপল্লির বাসিন্দারাও এই প্রক্রিয়া থেকে বঞ্চিত হবেন না। তাঁদের ক্ষেত্রেও আলাদা পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

নন্দনকাননে দেবীবরণ

নিজস্ব প্রতিবেদন: ইডেন গার্ডেন্সে অনুষ্ঠিত হল এক স্মরণীয় সন্ধ্যা, ‘নন্দনকাননে দেবীবরণ’। বিশ্বজয়ী ক্রিকেটার রিচা ঘোষকে ঘিরে আয়োজন করা হয়েছিল সিএবি-র জমকালো সংবর্ধনা অনুষ্ঠান। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, প্রতিমন্ত্রী মনোজ তিওয়ারি, সিএবি সভাপতি তথা প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, ভারতের প্রাক্তন ফাস্ট বোলার ঝুলন গোস্বামী-সহ একাধিক প্রাক্তন ক্রিকেটার উপস্থিত ছিলেন এই মহোৎসবে।

এদিন ইডেন গার্ডেন্স হয়ে উঠেছিল উৎসবের মঞ্চ, ক্রিকেটপ্রেমী ও ক্রীড়াবিদদের ভিড়ে মুখরিত ছিল সমগ্র স্টেডিয়াম। সংবর্ধনার শুরুতে সিএবির তরফে রিচাকে উত্তরীয় ও ফুল-মিষ্টি দিয়ে বরণ করা হয়। এরপরই তাঁকে তুলে দেওয়া হয় সোনার ব্যাট ও বল, যা তাঁর অনবদ্য পারফরম্যান্সের প্রতীক। সঙ্গে প্রদান করা হয় ৩৪ লক্ষ টাকার পুরস্কার। এই সংখ্যাটি বেছে নেওয়ার বিশেষ তাৎপর্যও রয়েছে। ফাইনালে রিচার বিধ্বংসী ৩৪ রানের ইনিংসই ভারতের বিশ্বজয়ের অন্যতম ভিত্তি হয়ে উঠেছিল। এই কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ মুখ্যমন্ত্রী নিজ হাতে তাঁকে সেই সোনার ব্যাট ও অর্থ পুরস্কার প্রদান করেন। তবে অনুষ্ঠানের সবচেয়ে বড় চমক আসে এরপরই। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে রিচাকে সম্মানিত করা হয় রাজ্যের অন্যতম সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান ‘বঙ্গভূষণ’ উপাধিতে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজ হাতে তাঁকে উত্তরীয়, সোনার চেন ও সম্মাননাপত্র প্রদান করেন। এর পাশাপাশি রাজ্য পুলিশের সাম্মানিক ডিএসপি পদে নিয়োগের ঘোষণাও করা হয়, যা এই তরুণ প্রতিভার কৃতিত্বকে আরও এক ধাপ উঁচুতে নিয়ে গেল।

অনুষ্ঠানের এক বিশেষ মুহূর্তে সিএবি সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে তুলে দেন ফ্রিডম ট্রফির রেপ্লিকা। পরবর্তীতে সেই রেপ্লিকাটি মুখ্যমন্ত্রী উপহার দেন রিচাকে, বাংলার ক্রীড়াক্ষেত্রে তাঁর অবদানের নিদর্শন হিসেবে। সংবর্ধনা মঞ্চে বক্তৃতা দিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘রিচার মতো প্রতিভা পেয়ে বাংলা গর্বিত। ওর সাফল্য শুধু বাংলার নয়, সমগ্র ভারতের গর্ব।’ সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ও প্রশংসায় ভরিয়ে দেন তরুণ ক্রিকেটারকে। রিচার চোখে-মুখে ফুটে উঠেছিল আবেগ ও কৃতজ্ঞতা। তিনি জানান, ‘এই সম্মান আমার জীবনের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি। বাংলার মানুষের ভালোবাসা আমাকে আরও প্রেরণা জোগাবে।’

এদিনের ইডেন গার্ডেন্স যেন এক উৎসবমুখর নন্দনকানন, যেখানে দেবীবরণের আবহে সোনার মেয়ে রিচা ঘোষকে ঘিরে একত্র হয়েছিল গোটা বাংলা। তাঁর সাফল্যে গর্বিত পুরো রাজ্য, আর তাঁর ভবিষ্যতের পথ আরও উজ্জ্বল হোক, সেই আশাই রাখলেন উপস্থিত সকলে।

এসএসসির ফল দেখতে নতুন ওয়েবসাইট কমিশনের

নিজস্ব প্রতিবেদন: শুক্রবার সন্ধ্যেয় ফল এসএসসি-র প্রকাশ হতেই ক্র্যাশ করেছে সার্ভার। ফলে ফলাফল দেখতে পারেননি না চাকরিপ্রার্থীরা। সেই সমস্যা মেটাতে দ্রুত পদক্ষেপ করে স্কুল সার্ভিস কমিশন। চাকরিপ্রার্থীদের সুবিধার্থে নতুন ওয়েবসাইট তৈরি করল স্কুল সার্ভিস কমিশন। wbsschelpdesk.com-এই নতুন ওয়েবসাইটে গিয়ে প্রাপ্ত নম্বর দেখতে পারবেন তাঁরা। পদ্ধতি একই থাকছে বলে জানা গিয়েছে।

এদিকে জানা গিয়েছে, মূল ওয়েবসাইট www.westbengalssc.com ও www.wbsschelpdesk.com- দুটি ওয়েবসাইটই খোলা যাচ্ছে না। মূল ওয়েবসাইট খুললেই দেখা যাচ্ছে, ‘সাইট ক্যানট বি রিচ’। আর দ্বিতীয় ওয়েবসাইটটিতে দেখা যাচ্ছে, ‘টু মেনি রিকোয়েস্ট।’ অর্থাৎ অনেক প্রার্থী একসঙ্গে সাইটটি খোলার জন্য চেষ্টা করাতেই এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।

প্রসঙ্গত, পরীক্ষার আড়াই মাসের মধ্যে শুক্রবার রাতে একাদশ-দ্বাদশ শিক্ষক নিয়োগের ফলাফল করে স্কুল সার্ভিস কমিশন। যদিও রাতেই সার্ভার ক্র্যাশ করায় পরীক্ষার্থীরা ফল দেখতে গিয়ে বিপাকে পড়েন। অল্প সময়ের জন্য ওয়েবসাইটি খুলছে বলে জানিয়েছেন চাকরিপ্রার্থীরা। গোটা ঘটনায় দুশ্চিতায় পড়েন তাঁরা। এরপরই তাঁদের জন্য নতুন ওয়েবসাইট খুলল কমিশন।

এবার একাদশ-দ্বাদশ শিক্ষক নিয়োগে মোট ১২ হাজার ৫১৪ শূন্যপদের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে এসএসসি। আবেদন করেন ২ লক্ষ ৪৬ হাজার ৫৪৩ জন। মোট ৬০ নম্বরে পরীক্ষা হয়। ফলপ্রকাশ হয়েছে। এবার মেধাতালিকার ভিত্তিতে ইন্টারভিউয়ে ডাকা হবে চাকরিপ্রার্থীদের।এসএসসির এক আধিকারিক জানান, একাদশ-দ্বাদশের ৩৬টি বিষয়ের উত্তরপত্র আপলোড করা হবে ওয়েবসাইটে।

এসএসসির প্রধান কার্যালয়ে উত্তীর্ণ চাকরিপ্রার্থীদের ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন হবে। ইন্টারভিউ নেওয়া হবে এসএসসির আঞ্চলিক অফিসগুলিতে। ইন্টারভিউ পর্ব শেষ হওয়ার পর সুপারিশপত্র পাঠানো হবে মধ্যশিক্ষা পর্ষদে। একাদশ-দ্বাদশের শিক্ষক নিয়োগ সম্পন্ন হলে নবম-দশম শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগের ফল প্রকাশ করা হতে পারে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ০৭/১১/২০২৫, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ১০৫৯৩ নং এফিডেভিট বলে Afrin Sultana W/o. Atiar Rahaman ও Moumita Banik D/o. Arun Kumar Banik সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৬/১১/২০২৫, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৪৯২২ নং এফিডেভিট বলে Suparna Kundu W/o. Biswanath Kundu ও Swaparna Kundu (Ghosh) W/o. B. N. Kundu সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৬/১১/২০২৫, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৪৯২১ নং এফিডেভিট বলে Sanjoy Manna S/o. Janmenjoy Manna ও Sanjay Manna S/o. J. Manna সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৭/১১/২০২৫, S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে ১১ নং এফিডেভিট বলে আমি Sheuli Ghosh ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার স্বামী Parthapratim Ghosh ও P. P. Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

জমি বিক্রয়

আমি কাজল চৌধুরী, পিতা- কালিপদ চৌধুরী, সাং ও পোঃ-দেবগ্রাম, থানা- কালীগঞ্জ, জেলা- নদীয়া, আমার নামীয় নদীয়া জেলার অধীন কালীগঞ্জ থানার অন্তর্গত ৬০ নং দেবগ্রাম মৌজায় ৪৪৭০ নং দাগে ০.০২ শতক নিজস্ব জমি আমি বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক। প্রকৃত ক্রেতা সত্বর যোগাযোগ করুন- ৯৯৩২১১৯৮২৬ নম্বরে।

আমমোক্তার নামা

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, শ্রী সুনীল কুমার ঘোষ পিতা ৺বিশ্বনাথ ঘোষ সাকিম মানুষপুর, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১২৩, বিগত ইং ০৯/১১/২০০৯ তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-00283/2009 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে শ্রী ভবানী প্রসাদ দাস পিতা শ্রী রাধাকান্ত দাস সাকিম দক্ষিণ নলডাঙ্গা, চুঁচুড়া, হুগলী মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও উক্ত আমমোক্তারনামা বলে বিগত ইং ১৩/১১/২০০৯ তারিখে ডি.এস.আর.-1, হুগলী, চুঁচুড়া,অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-08375/2009 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে ১) শ্রী গুরুদেব সিং গিল ও ২) শ্রীমতী রেবা কাউর স্বামী শ্রী গুরুদেব সিং গিল-কে সম্পত্তি বিক্রয় করেন। ক্রেতাদ্বয়ের মৃত্যুর পর তাহাদের ওয়ারিশানগন ১) দর্শন সিং গিল ও ২) মিতা কৌর বিগত ইং ২২/০৯/২০২১ তারিখে A.R.A. II, কোলকাতা, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-03381/2021 নং দানপত্র দলিল মূলে দেবযানী কাউর সকলের পিতা ৺গুরুদেব সিং গিল মহাশয়াকে নিজ নিজ সম্পত্তি দানপত্র করেন। প্রকাশ থাকে যে, উক্ত দেবযানী কাউর বিগত ইং ০৭/০৮/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-10473/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে আমার মক্কেল শ্রীমতী মিনা দেবী স্বামী শ্রী বিহারি প্রসাদ সাকিম সাউথ নলডাঙ্গা, নলডাঙ্গা, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১২৩, মহাশয়াকে তপশীল— জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা নলডাঙ্গা, ৬ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ৬০২/১ নং খতিয়ানে, আর.এস. ৫০৯ তথা, হাল এল.আর. ৫৬৬ নং দাগে কলাবাগান জমি ০২ কাঠা ০৯ ছটাক ৩৮ বর্গফুট আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, শ্রীমতী মিনা দেবী স্বামী শ্রী বিহারি প্রসাদ তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর-ও মগরা-চুঁচুড়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি-প্রবীর কুমার রায় এ্যাডভোকেট,
আলিপুর জজ কোর্ট

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **মহঃ সামিম** পিতা মহঃ কামরুদ্দিন, সাকিম পূর্ব বালিহাট্টা, পাণ্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯, মহাশয় বিগত ইং ২৯/০৮/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর, পাণ্ডুয়া, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-5019/2025 নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে আমাকে **(সেখ মফিজুল ইসলাম**, পিতা আব্দুল রহিম ওরফে সেখ আব্দুল রহিম, সাকিম ভায়রা কুতুবমহল, বেলুন, পাণ্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯), ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে আমি নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ০৮/০৯/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর, পাণ্ডুয়া, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-5111/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **সেখ সাহিল** পিতা সেখ সওকত আলি, ভায়রা কুতুবমহল, বেলুন, পাণ্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯ মহাশয়কে ৫.৩৭ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি।

তপশীল - জেলা হুগলী, থানা পাণ্ডুয়া, মৌজা ভায়রা, ১০২ নং জে.এল. ভুক্ত, ১)হাল এল.আর. ২০৩৭ নং খতিয়ানে, সাবেক তথা হাল এল.আর. ৮৩৬ নং দাগে শুনা বর্তমানে ভিটি জমি ষোল আনায় ২২ শতকের মধ্যে ০.২৪৪০ অংশে ০৫ শতক এবং ২)হাল এল.আর. ১৮৯৫ নং খতিয়ানে, সাবেক তথা হাল এল.আর. ৮৩৬ নং দাগে শুনা বর্তমানে ভিটি জমি ষোল আনায় ২২ শতকের মধ্যে ০.৩৭ শতক, একুনে দুইটি খতিয়ানে, একটি দাগে মোট ৫.৩৭ শতক সম্পত্তি অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **সেখ সাহিল** পিতা সেখ সওকত আলি, তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পাণ্ডুয়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে। ইতি-

সেখ মফিজুল ইসলাম (আমমোক্তার)

আমমোক্তার নামা

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে শ্রী বিশ্বজিৎ মল্লিক পিতা ৺অশোক কুমার মল্লিক সাকিম ১এ/১সি, গোপাল চন্দ্র বোস লেন, সিঁথি, কলকাতা-৭০০০৫০, জেলা উঃ ২৪ পরগণা, তাহার পিতার নিকট হইতে দানপত্র দলিল মূলে প্রাপ্ত সম্পত্তি বিগত ইং ১৮/০৩/২০২৪ তারিখে A.R.A.-II,কোলকাতা অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-03627/2024 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে শ্রী সুশান্ত কুমার মুখার্জ্জী পিতা ৺মুনিলাল মুখার্জ্জী সাকিম 48W, ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড, সিঁথি, কোলকাতা-৭০০০৫০, জেলা উঃ ২৪পরগণা, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও উক্ত আমমোক্তারনামা বলে। বিগত ইং ৩০/১০/২০২৪ তারিখে A.R.A.-II, কোলকাতা অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-12846/2024 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে ও পরবর্তীকালে বিগত ইং ০৬/০৩/২০২৫ তারিখে A.R.A.-II, কোলকাতা অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-02530/2025 নং 'ডিড অফ ডিক্লারেশান' বলে আমার মক্কেলদ্বয় ১) শ্রী সৌরভ মুখার্জ্জী পিতা ৺সুধীন কুমার মুখার্জ্জী সাকিম দেবীপার্ক, চুঁচুড়া, হুগলী ও ২)শ্রী দেব কুমার দাস পিতা ৺পান্নালাল দাস সাকিম শ্রীমানিপাড়া লেন, বরানগর, উঃ ২৪পুরগণা-৭০০০৩৬, মহাশয়দ্বয়কে তপশীল- জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা হুগলী, ১৯ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ৪৬, ৩৩৫ ও | ৪৯৯৯ নং খতিয়ানে, হাল এল.আর. ৪২৩, ৪২৪ ও ৪২৬ নং দাগে বাস্তু সম্পত্তি ০.০৪৫ একর সম্পত্তি অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, ১)শ্রী সৌরভ মুখার্জ্জী পিতা ৺সুধীন কুমার মুখার্জ্জী ও ২)শ্রী দেব কুমার দাস পিতা ৺পান্নালাল দাস, তাঁহাদের উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে | আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি-প্রবীর কুমার রায় এ্যাডভোকেট,
আলিপুর জজ কোর্ট

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা অবগতির জন্য জানানো যায় যে, আমার মক্কেল শ্রীমতী ছবি নন্দী, স্বামী – শ্রী মহাদেব নন্দী, সাকিম – রসিকানন্দপুর, পোষ্ট – জয়ন্তপুর, থানা ও এ, ডি, এস, আর অফিস চন্দ্রকোনা, জেলা – পশ্চিম মেদিনীপুর। গত ইংরাজি ২০/০৯/২০২৪ এবং ১৬/০১/২০২৫ তারিখে চন্দ্রকোনার A.D.S.R – II, অফিসের ৬৩৭৭/২০২৪, ৬৩৮২/২০২৪ এবং ১৩৫/২০২৫ নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে ২) শ্রী মদন গোপাল দাস, পিতা – স্বর্গীয় হরিপদ দাস, হাল সাকিম – 17/1/3 Circular 2nd Bye Lane, Shibpur, Howrah উক্ত ২ নং বিক্রেতার পক্ষে District Sub – Registrar office of the D.S.R – I, Howrah অফিসের ০৫০১০৪৫৮৮/২০২৪ নং রেজিস্ট্রীকৃত আমমোক্তারনামা দলিল মূলে নিযুক্তীয় আমমোক্তার শ্রীমতী মোনালিসা যোশী, স্বামী – শ্রী কমল কুমার যোশী, হাল সাকিম – 17/1/3 Circular 2nd Bye Lane, Shibpur, Howrah, ৩) শ্রী জয় দাস, পিতা – স্বর্গীয় হরিপদ দাস, হাল সাকিম – কেদারনাথ মুখার্জী লেন, আসানসোল, বর্ধমান, উক্ত ৩ নং বিক্রেতার পক্ষে Additional District Sub – Registrar of Asansol, অফিসের ৫৪৫/২০১০ নং রেজিস্ট্রীকৃত আমমোক্তারনামা দলিল মূলে নিযুক্তীয় আমমোক্তার শ্রী অভিজিৎ দাস, পিতা – শ্রী মদন গোপাল দাস, হাল সাকিম – কেদারনাথ মুখার্জী লেন, আসানসোল, বর্ধমান, ৬) শ্রীমতী জ্যোৎস্না চৌধুরী, স্বামী – শ্রী শিশির চৌধুরী, হাল সাকিম – Sunview Park, Mohisila Colony, Asansole (South), District – Burdwan, ৭) শ্রী বিশ্বনাথ সিনহা, পিতা – স্বর্গীয় চন্ডীচরন সিনহা, হাল সাকিম – 41K.N Mukherjee Lane, Asansole, District – Burdwan, ৮) শ্রী ইন্দ্রনাথ সিনহা, পিতা – স্বর্গীয় চন্ডীচরন সিনহা, হাল সাকিম – 41K.N Mukherjee Lane, Asansole, District – Burdwan, উক্ত ৬ নং, ৭ নং ও ৮ নং বিক্রেতাগনের পক্ষে Additional District Sub – Registrar of Asansol, অফিসের ৬০২/২০১০ নং রেজিস্ট্রীকৃত আমমোক্তারনামা দলিল মূলে নিযুক্তীয় আমমোক্তার শ্রী অরুনাংশু সিনহা, পিতা – স্বর্গীয় চন্ডীচরন সিনহা, হাল সাকিম – B/5/10 Borachak, Sitapur, Asansole, District – Burdwan, ২) শ্রী কৌস্তব দাস, পিতা – স্বর্গীয় সুব্রত দাস, হাল সাকিম – ৩৬ কেদারনাথ মুখার্জী লেন, আসানসোল, বর্ধমান, উক্ত ২ নং বিক্রেতার পক্ষে Additional District Sub – Registrar of Asansol, অফিসের ২৩০৫০৯০৯৭/২০২৪ নং রেজিস্ট্রীকৃত আমমোক্তারনামা দলিল মূলে নিযুক্তীয় আমমোক্তার শ্রীমত্যা বকুল দাস, স্বামী – স্বর্গীয় সুব্রত দাস,এর দ্বারা দলিল মূলে জেলা – পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা – চন্দ্রকোনা, জীরাটমুন্ডমালা মৌজায় জে.এল. নং – ১০৫, হাল ১২৫৬, ১২৫৭, ১২৬০, ১২৬১, ১২৬২, ১২৬৫ নং, খতিয়ান ভুক্ত সাবেক ও হাল ৩০০ এবং ৩০৯ নং দাগে সর্ব্বমোট ১৬.৭৯২ শতক পরিমান জমিন ক্রয় করিয়াছেন। উক্ত জমিনে কাহারো কোন প্রকার আপত্তি থাকলে উপযুক্ত তথ্য প্রমান লইয়া বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হইতে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে চন্দ্রকোনা B.L&L.R.O – II, অফিসে অভিযোগ জানাবেন অন্যথায় আমার মক্কেল তাহার নিজ নামে উক্ত দলিল বলে নাম পত্তন করাইবেন।

Krishnendu Bikash Dutta
Advocate, Ghatal Civil and Criminal Court
Ghatal, Paschim Medinipur.

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **সন্ধ্যা কুমার** পিতা ৺হেমন্ত কুমার ঘোষ ওরফে হেমন্ত ঘোষ, স্বামী মনীন্দ্র নাথ কুমার, সাকিম ৭১/৯, তেঁতুলতলা লেন, মানকুন্ডু, ভদ্রেশ্বর, হুগলী-৭১২১৩৯, মহাশয়া বিগত ইং ২৩/০৩/২০২২ তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-3962/2022 নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে আমাদেরকে **(১)বাসুদেব ঘোষ, ২)বুদ্ধদেব ঘোষ**, উভয়ের পিতা ৺হেমন্ত কুমার ঘোষ ওরফে হেমন্ত ঘোষ, উভয়ের সাকিম ৬৫/৪১, তেঁতুলতলা লেন, গ্রীন পার্ক, মানকুন্ডু, ভদ্রেশ্বর, হুগলী-৭১২১৩৯), ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে আমরা যৌথ ভাবে নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ১৯/০৯/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর, পাণ্ডুয়া, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-5328/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে নাবালক **সেখ জাবেদ হোসেন**, পিতা সেখ জাকির হোসেন, ইহার পক্ষে গার্জেন মাতা রহিমা খাতুন, স্বামী সেখ জাকির হোসেন, সাকিম দমদমা, আয়মা নবাবপুর, পাণ্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯ মহাশয়কে ৫৯ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি।

তপশীল - জেলা হুগলী, থানা পাণ্ডুয়া, মৌজা প্রসাদপুর, ৮৫ নং জে.এল. ভুক্ত, হাল এল.আর. ৯৮২ নং খতিয়ানে, ১)সাবেক তথা হাল এল.আর. ২১০৫ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ০৭ শতক, ২)সাবেক তথা হাল এল.আর. ২১৩৯ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ২২ শতক এবং ৩)সাবেক তথা হাল এল.আর. ২১৪৪ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ৩০ শতক, একুনে একটি খতিয়ানে, তিনটি দাগে মোট ৫৯ শতক সম্পত্তি অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা নাবালক **সেখ জাবেদ হোসেন**, পিতা সেখ জাকির হোসেন, ইহার পক্ষে গার্জেন মাতা রহিমা খাতুন, স্বামী সেখ জাকির হোসেন, তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পাণ্ডুয়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে। ইতি-

১)বাসুদেব ঘোষ, ২)বুদ্ধদেব ঘোষ,
আমমোক্তারদ্বয়

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমি বিকাশ কর্মকার, পিতা- সুরেশ কর্মকার, 92 নং কৃষ্ণনগর মৌজায় L.R- 19570 নং দাগে L.R- 48222, 48368 নং খতিয়ান হইতে কৃষ্ণনগর A.D.S.R অফিসে ইং- 13/08/2021 তারিখে I-6915 নং রেজিস্ট্রিকৃত আমমোক্তার নামা বলে প্রাপ্ত হইয়া ইং 04/03/2022 তারিখে কৃষ্ণনগর A.D.S.R অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-3385 দলিলে 2.48 শতক, এবং ইং- 31/05/2022 তারিখে I-7462 দলিলে 2.48 শতক জমি বিক্রয় করিয়াছি এবং মিউটেশন এর আবেদন করিব। উক্ত খতিয়ান ও আমমোক্তার নামাই কোনরূপ অভিযোগ থাকিলে কৃষ্ণনগর B.L.&.L.R.O অফিসে 30 দিনের মধ্য যোগাযোগ করিবেন।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

In the Court of Ld. 1st Civil Judge (Sr. Div.) Hooghly, Chinsurah.
TS No: 453/2015

শ্রী অনুকূল দাস
পিতা - স্বর্গীয় পিয়ারী মোহন দাস, সাং – পোলবা পূর্ব্বপাড়া, পোঃ ও থানা -পোলবা, জেলা - হুগলী। ....**দরখাস্তকারী**

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, উপরিউক্ত দরখাস্তকারী **শ্রী অনুকূল দাস**, পিতা - স্বর্গীয় পিয়ারী মোহন দাস, সাং – পোলবা পূর্ব্বপাড়া, পোঃ ও থানা -পোলবা, জেলা - হুগলী - শ্রীমতী রানু দাস, স্বামী - স্বর্গীয় ভদ্রেশ্বর দাস, সাং- কুঁচপালা, থানা - দাদপুর, জেলা - হুগলী, **শ্রীমতী চন্দনা পাল**, স্বামী - তাপস পাল, মাতা স্বর্গীয় রেখা পাল, সাং - কামাটি, থানা – পাণ্ডুয়া, জেলা - হুগলী, **সন্ধ্যা সিং**, পিতা - স্বর্গীয় হারু সিং, সাং- কুঁচপালা, থানা - দাদপুর, জেলা - হুগলী, **শ্রীমতী জ্যোৎস্না কোলে**, স্বামী নেপাল কোলে, সাং - গ্রাম ও পোঃ ব্যান্ডেল মানষপুর, থানা - চুঁচুড়া, জেলা - হুগলী, **শ্রীমতী অপর্ণা মন্ডল**, স্বামী - শ্রী বসন মন্ডল, সাং - একাবকা, পোঃ অজুর্না-বর্ধমান, থানা - কালনা, জেলা - পূর্ব বর্ধমান, পিন - ৭১২১৪৬, শ্রীমতী সুপর্ণা দাস, স্বামী - তাপস দাস, সাং- গ্রাম- বেগুনী, থানা-কালনা, জেলা - পূর্ব বর্ধমান, পিন - ৭১৩৪২২ এদের বিরুদ্ধে প্রথম সিভিল জজ সিনিয়ার ডিভিশন হুগলী আদালতে ২০১৫ সালের ৪৫৩ নং দেওয়ানী মোকর্দ্দমা পার্টিশান, ইনজাংশান এবং ডিক্লরেশান চাহিয়া দাখিল করিয়াছেন। আপনাদের আরও জানানো যাইতেছে যে, অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর হইতে ৩০ দিনের মধ্যে অত্র আদালতে উপস্থিত হইয়া স্বয়ং বা ভারপ্রাপ্ত উকিলবাবুর দ্বারা উক্ত নম্বর মোকর্দ্দমায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হইতেছে, না হইলে আপনাদের বিরুদ্ধে উক্ত মোকর্দ্দমায় একতরফা শুনানী হইবে।

দরখাস্তকারীর পক্ষে
কুনাল বোলেল (উকিলবাবু)

আদালতের অনুমত্যানুসারে
পার্থসারথি পাল (সেরেস্তাদার)
২৩/৭/২৫

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **১)সেখ ফিরোজ আলি, ২)সেখ রজব আলি**, উভয়ের পিতা সেখ মুক্তার ওরফে সেখ মুক্তার আলি, উভয়ের সাকিম কাঁটাগড় (উত্তর), বেলুন, পাণ্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯, মহাশয়দ্বয় বিগত ইং ৩০/০৮/২০১৭ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চন্দননগর, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV-00273/2017 নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে **কাজী মুজাক্কার রহমান**, পিতা মরহুম কাজী মুবারক আলি, সাকিম খুড়িগাছি (কাজী বায়েনপাড়া), সারদাপল্লী, ভদ্রেশ্বর, হুগলী-৭১২১২৪, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে **কাজী মুজাক্কার রহমান** নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ১২/০৯/২০১৭ তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-8929/2017 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **কাজী আবু শহিদুল্লা**, পিতা কাজী আবু তাহের আলি, সাকিম খুড়িগাছি (কাজীপাড়া), সারদাপল্লী, ভদ্রেশ্বর, হুগলী-৭১২১২৪, মহাশয়কে ১২.৪৩ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করেন। প্রকাশ থাকে যে, উক্ত **কাজী আবু শহিদুল্লা** তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন না করিয়াই বিগত ইং ২১/০৮/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., পাণ্ডুয়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-4912/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে আমাকে (**আশরফ আলি** পিতা মহঃ খলিল, সাকিম নর্থ গোয়লাপাড়া মোমিনপাড়া, এঙ্গ্যাস, ভদ্রেশ্বর, হুগলী-৭১২২২১,) ২.৬৮ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন। **তপশীল** - জেলা হুগলী, থানা পাণ্ডুয়া, মৌজা গোপালনগর, ৮১ নং জে.এল. ভুক্ত, হাল এল.আর. ৪৪৮৭ ও ৪৪৮৮ নং খতিয়ানে, সাবেক তথা হাল এল.আর. ৩৬১৩ নং দাগে ভিটি জমি ষোল আনায় ৫২ শতক তন্মধ্যে ১.৬২ কাঠা বা ২.৬৮ শতক আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি অত্র দলিলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা আমি **আশরফ আলি** পিতা মহঃ খলিল, আমার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পাণ্ডুয়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছি/করিতেছি, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি- **আশরফ আলি** (ক্রেতা)

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩০২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। **মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।**

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৯ ই নভেম্বর। ২২ শে কার্তিক। রবি বার। চতুর্থী তিথি। জন্মে মিথুন রাশি। অষ্টোত্তরী চন্দ্র র এবং বিংশোত্তোরী ও রাহু মহাদশা কাল। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : যাকে কথা দিয়েছিলেন কথা রাখতে না পাড়ার কারণে, আজ ভুল বোঝাবুঝি হবে। প্রেমিকের কথা কিছুতেই বিশ্বাস করতে চাইবে না প্রেমিকা। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে, আজ মুখ বন্ধ রাখাই ভালো। আইন ব্যাবসায়ী এবং সিভিল ইঞ্জিনিয়াররা আজ গ্রাহকদের উপর, অত্যধিক বিশ্বাস রাখলে ভুল বোঝাবুঝির শিকার হবেন। ফোনে উত্তর দিতে গিয়া মেজাজ হারাবেন একটু সতর্ক থাকুন, অজানা অচেনা ফোন আজ না ধরাই ভালো। লাল চন্দনের তিলক ব্যবহার করুন।

বৃষ রাশি : প্রতিবেশী স্বজন পরিজন সহ আজ পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। কোনো নতুন দ্রব্য কেনাকাটায় পরিবারে আনন্দ বিরোধী। হতাশা থেকে মুক্তি পাবে ছাত্র ছাত্রীরা। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে সুখ বৃদ্ধি। প্রবীণ নাগরিকেরা কোনো আর্থিক সুবিধা সুখবর আজ পেতে পারেন। সম্পত্তি নিয়ে আজ বিশেষ সুখবর মিলবে। হর হর মহাদেব।

মিথুন রাশি : যাকে বন্ধু ভেবে এতদিন বিশ্বাস করে এসেছিলেন তার কোনো কথায় মনে কষ্ট পাবেন না। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে এক শত্রু বন্ধুর মুখোশ পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সতর্ক থাকুন। শশুর বাড়িতে যা আলোচনা হলে তা আপনার গুপ্ত শত্রুর কাছে পৌঁছে গেছে। সতর্ক থাকুন। ব্যবসা বাণিজ্যে নতুন ইনভেসমেন্ট করার আগে আর একবার ভাবনা চিন্তা করুন। প্রতিবেশীর সাথে আজ মানিয়ে চলাই ভালো। নিকট জনের দূর ব্যাবহারে মনো কষ্টের ইঙ্গিত।

কর্কট রাশি : আজ শুভ। তবে জন্ম কুণ্ডলীতে শনি কেতু বা চন্দ্র কেতু পিতৃ দোষ বা মাতৃ দোষে ভালো করে গঙ্গা পুজো দিই। শুভ সৌভাগ্য আসবে আজ দিন তা একপ্রকার শুভই কাটবে। ব্যাবসায়ীদের পক্ষে ভালো। বিদ্যার্থীদের পক্ষেও ভালো। হর হর মহাদেব। আজ শুভ।

সিংহ রাশি : পরিবারে শান্তি বজায় থাকবে। আজ নানা দিক থেকে বান্ধব প্রতিবেশীরা খোঁজ খবর নেবে। সম্মান বৃদ্ধির যোগ। উচ্ছ বিদায় যারা গবেষণা করছেন তাদের হারিয়ে যাওয়া কোনো মূলবান নথি প্রপ্তির সম্ভাবনা। আজ শ্বেত চন্দন তিলক কপালে ব্যবহার করুন।

কন্যা রাশি : যে কাজটা এতদিন বাধা পড়ছিলো আজ অনায়সে সেই কাজটা হয়ে পড়বে। লেখক, শিল্পী, কলাকুশলি আপনাদের জন্য দিনটা শুভ। বেতন ভুক কর্মচারী বিশেষত কম্পিউটার বা মেকানিক্যাল বিষয় কাজ করেন তাদের জন্য নতুন কোনো চুক্তি হয়ে পড়বে। প্রেমিক যুগলের মধ্যে আজ শুভ সম্পর্ক তৈরী হবে। একে অন্যকে বোঝার চেষ্টা করবেন। মন্ত্র দুর্গা নাম।

তুলা রাশি : সম্পর্কে মধুরতা আন্তে মিষ্ট বাক্য প্রয়োগ করুন। আজ দুপুরের দিকে ছোট্ট একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে দাম্পত্য জীবনে পরিবারে অশান্তি বাতাবরণ তৈরী হবে। কোনো ফোন কলে বেশিক্ষন কথা বলার কারণে অশান্তির ছায়া। যারা নতুন কর্মের চেষ্টা করছেন ছোট্ট ঘটনার ভুলে আজ হয়রানির শিকার হতে হবে। যে প্রতিবেশী দু দিন আগেও সুসম্পর্ক রেখেছিলো আজ তার ব্যাবহারে মনো কষ্ট পাবেন। জয় বাবা লোকনাথ।

বৃশ্চিক রাশি : আজ একটি সুখবর পাবেন। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। যে জিনিসটা কিনবো ভাবছিলেন আজ কেনাকাটা করতে পারেন। পুরাতন বান্ধব যিনি আপনার মনে কষ্ট দিয়েছেন আজ তার ফোন আনন্দ পাবেন। জয় শ্রীজগন্নাথ।

ধনু রাশি : নতুন ভাবে চাকরির আবেদন যারা করছেন আজ সুখবরে মন ভোরে উঠবে। প্রেমিক প্রেমিকা দুজনের সম্পর্কে মধুরতা। দাম্পত্য বিবাহিত জীবনে আজ সুখ বৃষ্টি হবে। জন্ম কুণ্ডলীতে বা লগ্ন ছকে যদি মঙ্গলের দশা না থেকে তবে দূর ভ্রমণের যোগ তৈরী হবে। ব্যাবসায়ী এবং সেলস পার্সনের জন্য আজ অত্যন্ত শুভ দিন। মন্ত্র ভগবান শিব।

মকর রাশি : কোন ছলনাময়ী নারী র কারনে বিবাদ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ সংবাদ। নতুন চাকরি প্রার্থী ভুল বোঝা বুঝি হলেও শুভ সংবাদ থাকবে। পরিবারে মামা, কাকা, জ্যাঠা এদের দ্বারা কোনো শুভ সংবাদ পাওয়া যাবে। মন্ত্র--শং।

কুম্ভ রাশি : আজ সতর্ক। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র থেকে মোকাবিলা করার উপায়ে ভাবা উচিত। আজ দুই বন্ধুর মধ্যে একজন শত্রুর সামনে আসবেন। সতর্ক থাকা ভালো। বাড়িতে মিস্তিরি লাগার কথা থাকলে দু দিন অপেক্ষা করুন। নয়তো ক্ষতির সম্ভাবনা। সেকেন্ডারির ছাত্র ছাত্রীরা সতর্ক থাকুন। বিদ্যায় মনোযোগ বাড়াতে হবে। মন্ত্র ঐং।

মীন রাশি : পরিবার স্বজন সহ বিবাহের কথা পাকা সম্ভবনা। পরিবারে যে পুজোটা রয়েছে তাতে অংশগ্রহণ করুন। হলুদ রঙের কাপড় পোশাক পড়ুন। জ্যোতিষ মতে বৃহস্পতি উচ্চকায় হবে। পরিবারে এবং দাম্পত্য জীবনে সুখ বৃদ্ধি হবে। বান্ধব প্রতিবেশীদের থেকে সম্মান প্রাপ্তি।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

টাকা পাওয়ার পরও বাংলার বাড়ি প্রকল্পের কাজ করেননি উপভোক্তারা, নজরদারি নবান্নের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: প্রথম দফায় ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা পাওয়ার পরও কেন বাংলার বাড়ি প্রকল্পের কাজ শুরু করেননি বহু উপভোক্তা; তা নিয়ে কড়া নজরদারি শুরু করেছে নবান্ন। মুখ্যসচিব মনোজ পন্থের নির্দেশে জেলার প্রশাসনকে বলা হয়েছে, যাঁরা টাকা পেয়েও কাজ শুরু করেননি, তাঁদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে কারণ জানতে হবে। সেই বিস্তারিত রিপোর্ট পাঠাতে হবে নবান্নে।

সূত্রের খবর, চার জেলার পারফরম্যান্সে বিশেষ অসন্তুষ্ট মুখ্যসচিব। নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, বাড়ি নির্মাণের অগ্রগতি নিয়ে প্রতি সপ্তাহে রিপোর্ট জমা দিতে হবে। এখনও পর্যন্ত রাজ্যে প্রায় ৩ লক্ষ ৭০ হাজার বাড়ি নির্মাণের কাজ অসম্পূর্ণ রয়েছে।

পরিসংখ্যান অনুযায়ী, অসম্পূর্ণ বাড়ির মধ্যে উত্তর ২৪ পরগনায় ৪৭ হাজার, দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ৪৬ হাজার, মুর্শিদাবাদে ৩৯ হাজার এবং কোচবিহারে ২৯ হাজার বাড়ি রয়েছে। ডিসেম্বর থেকে বাংলার বাড়ি প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ের অর্থ বিতরণের পরিকল্পনা নিয়েছে রাজ্য সরকার। তবে তার আগে প্রথম পর্যায়ের কাজ সম্পূর্ণ করা এখন প্রশাসনের অগ্রাধিকার।

নবান্ন সূত্রে জানানো হয়েছে, রাজ্যের প্রায় ৬৯ শতাংশ উপভোক্তা ইতিমধ্যেই বাড়ি নির্মাণের কাজ শেষ করেছেন। বাকি উপভোক্তাদের ক্ষেত্রে দ্রুত পদক্ষেপের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে জেলা প্রশাসনকে।

উল্লেখ্য, ২০১৪ সালে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 'বাংলার বাড়ি' প্রকল্পের সূচনা করেন। গ্রামীণ দরিদ্র ও গৃহহীন পরিবারের জন্য বিনামূল্যে আবাসনের ব্যবস্থা করাই এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় অর্থ বরাদ্দ বন্ধ করার পর রাজ্য সরকার নিজস্ব তহবিল থেকে এই প্রকল্পের মাধ্যমে অর্থ প্রদান শুরু করে।

এসআইআর প্রক্রিয়ায় সব ভোটারের নাম থাকবে
বন্দি ও যৌনপল্লির বাসিন্দারাও পাবেন ভোটাধিকার!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যে ভোটার তালিকার স্পেশ্যাল ইনটেনসিভ রিভিশন কার্যক্রম শুরু হয়েছে। নির্বাচন কমিশন বারবার নিশ্চিত করেছে যে এই প্রক্রিয়ায় কোনও বৈধ ভোটারের নাম বাদ দেওয়া হবে না। তবে সম্প্রতি প্রশ্ন উঠেছে যে বিচারাধীন বন্দি, সাজাপ্রাপ্ত আসামি বা যৌনপল্লির বাসিন্দাদের নাম কি তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হবে?

নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, সকল বৈধ ভোটারকে তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকারকেও এই বিষয়ে নির্দিষ্ট নির্দেশিকা পাঠানো হয়েছে। একইভাবে, ছিটমহল থেকে আসা নাগরিক, বন্যা বা প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ভোটাররা এবং অন্যান্য প্রান্তিক সম্প্রদায়ের ভোটাররাও নিরাপদে তালিকায় নাম তুলতে পারবেন।

কমিশনের নিয়ম অনুযায়ী, বুথ-লেভেল অফিসার (বিএলও) নির্দিষ্ট ভোটারের ঠিকানায় গিয়ে এন্যুমারেশন ফর্ম পৌঁছে দেবেন। যদি ভোটার জেলবন্দি বা আবাসিক হোমের বাসিন্দা হন, তাহলে বিএলও পরিবারের প্রধান বা হোম কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে ফর্ম পূরণ করানোর ব্যবস্থা করবেন। পরিযায়ী শ্রমিকদের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম কার্যকর হবে। যৌনপল্লির বাসিন্দাদের জন্যও ফর্ম সেই ঠিকানায় গিয়ে প্রতিবেশী বা আত্মীয়ের মাধ্যমে পূরণ করা হবে।

উচ্চপদস্থ নির্বাচন কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, যদি বন্দি ভোটার নিজে ফর্ম পূরণ করতে চান বা ভোট দিতে চান, তাহলে জেল কর্তৃপক্ষকে সমস্ত ব্যবস্থা করতে হবে। যোগ্য বন্দি ভোটারদের ভোটাধিকার প্রয়োগে বাধা দেওয়া হবে না। একইভাবে আবাসিক হোম বা নিষিদ্ধপল্লির ভোটারদের জন্যও কমিশন একই পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

নির্বাচন কমিশনের লক্ষ্য, নো ভোটার টু বি লেফট বিহাইন্ড; কোনও বৈধ ভোটার যেন তালিকায় বাদ না যায়। এই নীতি অনুসারে এসআইআর প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হচ্ছে। রাজ্যের ভোটারদের জন্য এই উদ্যোগ তাদের ভোটাধিকারের নিশ্চয়তা দেয় এবং নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করে।

বন্ধ বিদ্যাসাগর সেতু

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: আজ সকাল ৪টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে বিদ্যাসাগর সেতু। কলকাতা পুলিশ জানিয়েছে, হুগলি রিভার ব্রিজ কমিশনার্সের তত্ত্বাবধানে সেতুর মেরামত ও সংস্কারের কাজ চলবে। জননিরাপত্তার স্বার্থে এই সময় যান চলাচল সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ থাকবে সেতু ও র‍্যাম্পে। পশ্চিমমুখী যানবাহনকে এজেসি বোস রোড থেকে টার্ফভিউ মোড় হয়ে হেস্টিংস ক্রসিং ঘুরে হাওড়া ব্রিজে যেতে হবে। খিদিরপুর দিক থেকেও গাড়িগুলিকে স্ট্র্যান্ড রোড হয়ে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে। বিকল্প রুটে যানবাহন পরিচালনার প্রস্তুতি নিয়েছে কলকাতা ট্র্যাফিক পুলিশ এবং নাগরিকদের অপ্রয়োজনীয় যাতায়াত এড়াতে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ-বঙ্কিমচন্দ্ররের লড়াই নয়! সাংস্কৃতিক আবেগে তৃণমূল-বিজেপির মুখোমুখি সংঘর্ষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বাংলার দুই মহানায়কের প্রতি শ্রদ্ধা নিয়েই এবার তীব্র রাজনৈতিক সংঘাত। একদিকে বিজেপির অভিযোগ; মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রতি অমর্যাদা করেছে। অন্যদিকে তৃণমূলের পাল্টা দাবি; রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দেশপ্রেম নিয়ে বিজেপি এমন কটাক্ষ করেছে, যা বাঙালির আত্মাকে অপমান করার সামিল। শনিবার সকালে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে কবিগুরুর প্রতিমূর্তিতে মাল্যদান ও শ্রদ্ধা নিবেদন করেন রাজ্যের মন্ত্রী ডঃ শশী পাঁজা, বিধায়ক বিবেক গুপ্ত ও তৃণমূলের কর্মী সমর্থকরা। শশী পাঁজার বক্তব্য, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শুধুই একজন কবি নন; তিনি বাংলার বিবেক, ভারতের আত্মা। বিজেপি তাঁকে দেশপ্রেম শেখাতে চায়, এ যেন ইতিহাস বিকৃত করার মতো ধৃষ্টতা। তাঁর দাবি, যিনি ভারতের জাতীয় সংগীত রচনা করেছেন, তাঁকে দেশপ্রেমের শংসাপত্র দিতে পারে না এমন এক দল, যারা দেশপ্রেমের প্রকৃত অর্থই বোঝে না।

অন্যদিকে বিজেপির অভিযোগ, মমতা সরকারের 'অকৃতজ্ঞতা'র জেরে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিমূর্তিতে মাল্যদান পর্যন্ত করা হয়নি। বিজেপির বক্তব্য, যে ঋষির কলমে ভারতের জাগরণের গান 'বন্দে মাতরম্' জন্ম নিয়েছিল, তাঁর প্রতি এই অবমাননা বাঙালির সংস্কৃতি ও আত্মমর্যাদার উপর আঘাত।

প্রতিবাদে হাতে তিরঙ্গা নিয়ে পথে নামে বিজেপি কর্মীরা। তাদের স্লোগান; দেশদ্রোহী মমতা সরকারের লজ্জা হোক! বিজেপি নেতাদের মতে, 'বন্দে মাতরম্' কোনও সাধারণ শব্দ নয়, এটি ভারতের আত্মবিশ্বাস ও জাতীয় গৌরবের প্রতীক। একই দিনে দুই পক্ষের এমন সাংস্কৃতিক লড়াইয়ে স্পষ্ট, রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্কিমচন্দ্র; দু'জনকেই রাজনৈতিক প্রতীক হিসেবে তুলে ধরছে বঙ্গ রাজনীতি।

খড়দার রাস উৎসবের বিশেষ আকর্ষণ খিচুড়ি লুঠ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: খড়দা অঞ্চল বৈষ্ণবদের অন্যতম তীর্থস্থান হিসেবে পরিচিত। খড়দার শ্যামসুন্দর মন্দিরের রাস উৎসবের যথেষ্ট খ্যাতি রয়েছে। তবে খড়দার রাস উৎসবের বিশেষ আকর্ষণ 'বিরাট ভোগ' অর্থাৎ খিচুড়ি লুঠ। রাস উৎসবের শেষ দিনে মন্দিরের বিগ্রহকে নিবেদন করা একটি বিশেষ খিচুড়ি ভক্তদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। একটি বিরাট চৌবাচ্চার মধ্যে রাখা হয় খিচুড়ি ভোগ। অগণিত ভক্ত সমবেত হয়ে হুড়োহুড়ি করে সেই চৌবাচ্চা থেকে খিচুড়ি লুঠ করে নিয়ে যান। আর এই 'বিরাট ভোগ' অর্থাৎ খিচুড়ি লুঠের মধ্য দিয়ে শনিবার শেষ হল চারদিন ব্যাপী খড়দার এই রাস উৎসব।

হাওড়ার বাঁকড়া বাদামতলায় কাপড়ের গোডাউনে আগুন, দু'ঘণ্টার চেষ্টায় নিয়ন্ত্রণ দমকলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: হাওড়ার বাঁকড়া বাদামতলায় শনিবার সকালে এক কাপড়ের গোডাউনে বিধ্বংসী আগুন লাগে। হঠাৎ ঘন ধোঁয়া ও আগুনের লেলিহান শিখা দেখা যেতেই আতঙ্ক ছড়ায় এলাকায়। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় দমকলের তিনটি ইঞ্জিন। প্রায় দু'ঘণ্টার প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয় দমকলকর্মীরা।

দমকল সূত্রে জানা গিয়েছে, আগুন লাগার সঠিক কারণ এখনও স্পষ্ট নয়, তবে প্রাথমিকভাবে শর্ট সার্কিট থেকেই এই অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত বলে অনুমান। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, সকালে হঠাৎ ধোঁয়া দেখতে পেয়েই তাঁরা চিৎকার শুরু করেন। এরপরই গোডাউনের ভেতর থেকে দাউ দাউ করে আগুন বেরোতে দেখা যায়।

শেষ মেট্রো ১ ঘণ্টা এগিয়ে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আজ রবিবার (৯ নভেম্বর) গ্রিন লাইনে শেষ মেট্রোর সময়সূচি এক ঘণ্টা এগিয়ে দেওয়া হয়েছে। ওই দিন হাওড়া ময়দান থেকে শেষ মেট্রো ছাড়বে রাত ৮টা ৪৫ মিনিটে এবং সল্টলেক সেক্টর ফাইভ থেকে রাত ৮টা ৪৭ মিনিটে। সোমবার (১০ নভেম্বর) থেকে স্বাভাবিক সময়সূচি চালু থাকবে।

শুরু উত্তর-পশ্চিমের শীতল হাওয়া, নিম্নগামী মহানগরের তাপমাত্রা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নভেম্বরের শুরু থেকেই আবহাওয়া যেন দ্রুত বদলাতে শুরু করেছে উত্তর পশ্চিমের শীতল হাওয়ার সঙ্গে। আর এই উত্তর-পশ্চিমের এই হাওয়া ধীরে ধীরে বওয়ার সঙ্গেই তাপমাত্রা স্বাভাবিক বা স্বাভাবিকের নিচে ঘোরাফেরা করছে বিগত কয়েকদিন ধরেই। এদিকে আবহাওয়া দপ্তর বলছে আপাতত আর কোনও সিস্টেম নেই বঙ্গোপসাগরে। বাংলা জুড়েই পশ্চিমী হওয়ার দাপট। তার জেরে আগামী দুই থেকে তিনদিনের মধ্যে তাপমাত্রা আরও তিন থেকে চার ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত কমে যেতে পারে। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, কোথাও বিক্ষিপ্ত বা সামান্য বৃষ্টির সম্ভাবনাও নেই। হাওয়া অফিস জানিয়েছে, আগামী দু'দিনে উত্তরবঙ্গে বা দক্ষিণবঙ্গে তাপমাত্রার খুব একটা হেরফের হবে না।

শুধু তাই নয়, আগামী কয়েকদিন কলকাতার তাপমাত্রার ক্ষেত্রেও বড়সড় পারাপতন দেখা যেতে পারে বলে পূর্বাভাস আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের খবর। আর এই পারাপতন হতে পারে প্রায় ৩ থেকে ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত হতে পারে। আগামী কয়েকদিন শহরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে ঘোরাফেরা করতে পারে। পশ্চিমের জেলাগুলিতে ১৫-১৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা তার নিচে নেমে যেতে পারে।

এদিকে এই মুহূর্তে শ্রীনিকেতনের তাপমাত্রা ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশপাশে ঘোরাফেরা করছে। আসানসোলের পারা সেখানে ১৬ ডিগ্রির আশপাশে ঘোরাফেরা করছে। পুরুলিয়াতে ১৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। মালদায় তাপমাত্রা ২০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের এদিকে-ওদিকে ঘোরাফেরা করছে। পাশাপাশি খুব সকালে কমবেশি সব জেলাতেই হালকা কুয়াশার দাপট দেখা যাচ্ছে। পশ্চিমের দিকের জেলাগুলিতে কুয়াশার দাপট তুলনামূলকভাবে একটু বেশি। উপকূল সংলগ্ন জেলাগুলিতেও একই ছবি।

অন্যদিকে উত্তরবঙ্গে দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ের পার্বত্য এলাকায় হালকা বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা থাকছে। সকালে হালকা কুয়াশার দেখা মিলতে পারে উত্তরবঙ্গের বেশিরভাগ জেলাতেই। পার্বত্য এলাকায় তুলনামূলকভাবে কুয়াশার পরিমাণ অনেকটাই বেশি থাকবে। আগামী দুই থেকে তিন দিনে তাপমাত্রা ৩-৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা কমে যেতে পারে। মোটের উপর আপাতত শুষ্ক আবহাওয়াই থাকবে।

এদিকে কলকাতায় শনিবার রাতের তাপমাত্রা অনেকটাই কমল। ২১ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশপাশে থাকবে তাপমাত্রা। আগামী সপ্তাহে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩০-এর নীচে এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২০ ডিগ্রির নিচে নামতে পারে বলে অনুমান আবহাওয়াবিদদের। রাতে ও সকালে হালকা শীতের অনুভূতি বাড়তে পারে। আপাতত শুষ্ক আবহাওয়া এবং বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর, শনিবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২১.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিক তাপমাত্রার থেকে ০.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি। শুক্রবার দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩০.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিক তাপমাত্রার থেকে ০.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস কম। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বা আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৫৫ থেকে ৮৪ শতাংশ। আগামী ২৪ ঘণ্টায় শহরের তাপমাত্রা থাকবে ২২ ডিগ্রি থেকে ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে।

একদিন
আমার শহর

কলকাতা, ৯ নভেম্বর ২০২৫, ২২ কার্তিক ১৪৩২, রবিবার

গার্ডেনরিচে দুঃসাহসিক চুরি

■ কলকাতার গার্ডেনরিচে দুঃসাহসিক চুরি। পাহাড়পুর রোডে একটি তিনতলা বাড়িতে শুক্রবার ভোররাতে দরজা ভেঙে ভেতরে ঢোকে দুষ্কৃতীরা। তারপর এক বৃদ্ধার মুখে ঘুমের ওষুধ স্প্রে করে। তারপরই লুঠপাট চালানো হয়। সোনা, রুপোর গয়না ও নগদ ৪০ হাজার টাকা লুঠ করে নিয়ে গিয়েছে চোরেরা। মেটিয়াবুরুজ থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। তদন্তকারীরা জানান, উল্টো দিকের দোকান এবং রাস্তায় সিসিটিভি রয়েছে। তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এদিকে ওই বৃদ্ধা জানান, তিনি সাড়াশধ পেলেও উঠতে পারেননি। তাঁর শরীর ভারী লাগছিল। এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে খবর, মেটিয়াবুরুজ থানার পাহাড়পুর রোড এলাকায় তিনতলা বাড়ি। ওই বাড়িতে দুই বৃদ্ধা থাকেন। বৃদ্ধা অশোকা চট্টোপাধ্যায়ের ঘরে হানা দিয়েছিল দুষ্কৃতীরা। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই বৃদ্ধা ভাইফোঁটার জন্য এক আত্মীয়ের বাড়ি গিয়েছিলেন। সেখানেই তিনি থেকে যান। এদিকে পাহাড়পুর রোডের ওই বাড়িতে তাঁর সম্পর্কে জা আরতি চট্টোপাধ্যায় থাকছিলেন। অন্যান্য দিনের মতো রাতে নির্দিষ্ট সময়ে একতলায় নিজের ঘরে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন আরতি। রাতে দুষ্কৃতীরা ওই বাড়িতে হানা দেয় বলে অভিযোগ। সম্ভবত বৃদ্ধার ঘরে ঢুকে কিছু রাসায়নিক স্প্রে করা হয়েছিল। ফলে ঘুম আরও গভীর হয় বলে অনুমান। এদিকে দোতলায় বৃদ্ধা অশোকার ঘরে ঢুকে লুঠপাট চালানো হয় বলে অভিযোগ। আলমারি ও দেরাজ খুলে চুরি করা হয় নগদ ৮০ হাজার টাকা নগদ, সোনার গয়না। সঙ্গে ঠাকুরের রুপোর মুকুট চুরি গিয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় মেটিয়াবুরুজ থানার পুলিশ। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে বৃদ্ধাকে। তিনি জানিয়েছেন, রাতে তিনি একটি ঘোরের মধ্যে ছিলেন। সাড়াশধ পেলেও শরীর ভারী হয়ে যাওয়ায় তিনি উঠতে পর্যন্ত পারেননি। পুলিশ ওই ঘর থেকে নমুনা সংগ্রহ করেছে। ওই রাস্তায় সিসিটিভি আছে। ওই বাড়ির উলটোদিকে থাকা দোকানেও সিসিটিভি রয়েছে। সেসব ফুটেজ সংগ্রহ করে খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ঘটনায় বৃদ্ধা ও তাঁর আত্মীয়দের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়েছে।

স্বর্ণ ব্যবসায়ী খুনে ধৃত ২

■ দত্তাবাদে স্বর্ণ ব্যবসায়ী খুনের বারো দিনের মাথায় অবশেষে পুলিশের জালে ২। পুলিশ সূত্রে খবর, রাজগঞ্জের 'বিতর্কিত' বিডিওর গাড়িচালক এবং তাঁর বন্ধু গ্রেপ্তার। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতেরা হল রাজু ঢালি এবং তুফান থাপা। রাজু ঢালি রাজারহাটের বাসিন্দা। তিনি ওই বিডিওর গাড়িচালক। অপর ধৃত তুফান। সবার কাছে এই তুফান বিডিওর বন্ধু বলেই পরিচিত। পাশাপাশি তদন্তকারীরা জানান, তাঁদের হাতে এসেছে ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ। তাতে নীলবাতি গাড়ি করে দেহ লোপাটের ছবি ধরা পড়েছে বলেই জানা গিয়েছে। এরপরই বিধাননগর মহকুমা আদালতে পেশ করা হলে ধৃতদের ১২ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। নিহত স্বর্ণ ব্যবসায়ী স্বপন কামিলা। তিনি আদতে পশ্চিম মেদিনীপুরের নীলদা পোস্টঅফিস এলাকার দিলামাটিয়ার বাসিন্দা। দত্তাবাদে সোনার গয়নার দোকান রয়েছে তাঁর। পরিবারের লোকজনের অভিযোগ, গত ২৮ অক্টোবর দোকান থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁকে। বিধাননগর দক্ষিণ থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করা হয়। তারপরই নিউটাউনের যাত্রাগাছির বাগজোলা খালপাড় এলাকার ঝোপ থেকে তাঁর দেহ উদ্ধার হয়। ছবি দেখে পরিবার দেহ শনাক্ত করে। পরিবারের দাবি, অপহরণ করে খুন করা হয়েছে স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে। এই ঘটনায় নাম জড়ায় রাজগঞ্জের বিডিও প্রশান্ত বর্মনের। অভিযোগ, অপহরণ এবং খুনে পুরোপুরি যুক্ত বিডিও। পরিবারের দাবি, গত প্রায় ১০-১৫ বছর ধরে দত্তাবাদে দোকান ভাড়া করে ব্যবসা করেন স্বর্ণব্যবসায়ী। দিনকয়েক আগে নাকি এই বিডিওর বাড়ি থেকে বেশ কিছু গয়নাগাটি চুরি যায়। ওই গয়নাগাটি স্বর্ণ ব্যবসায়ীর দোকানে বিক্রি করা হয় বলেই দাবি করেন বিডিও।

'এসআইআর আটকাবেন বলেছিলেন, এখন নিজের হাতেই ফর্ম নিলেন মাননীয়া'

ফের একবার মুখ্যমন্ত্রীকে একহাত নিলেন শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বসত এলাকার নিরাপত্তা নিয়েই এবার কড়া সুরে অভিযোগ তুললেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শনিবার বিজেপির রাজ্য দপ্তরে সাংবাদিক বৈঠকে তিনি দাবি করেন, কালীঘাটে মুখ্যমন্ত্রীর পাড়ায় বুথ লেভেল অফিসার বা বিএলও-কে ঢুকতে বাধা দেওয়া হয়েছে। পরে সেই অফিসার বাধ্য হয়ে সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীর কাছেই এসআইআর ফর্ম পৌঁছে দেন, যা পরদিন তৃণমূলের মুখপত্রে প্রকাশিত হয় বলেও অভিযোগ তাঁর।

শুভেন্দুর কথায়, তৃণমূল কংগ্রেস প্রথমেই এসআইআর প্রক্রিয়াকে স্বীকৃতি দিলেও এখন সাধারণ মানুষকে ভুল পথে পরিচালিত করছে, বিশেষত হিন্দু শরণার্থীদের ভয় দেখাচ্ছে। তিনি বলেন, ৩১ অক্টোবর সর্বদল বৈঠকে তৃণমূল এসআইআর সমর্থন করেছিল এবং প্রয়োজনীয় নথিতে স্বাক্ষরও করেছিল, অথচ পরবর্তীতে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। তাঁর অভিযোগ, ২৭ ফেব্রুয়ারি থেকে তৃণমূল সরকারিভাবে বিএলও ও অন্যান্য কর্মীদের ভয় দেখাচ্ছে, বদলি করছে এবং নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা নিয়েও প্রশ্ন তুলছে।

বিরোধী দলনেতা আরও দাবি করেন, রাজ্য সরকার হিন্দু শরণার্থীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দিচ্ছে, যদিও কেন্দ্র ইতিমধ্যেই তাঁদের থাকার ব্যবস্থা করেছে। তিনি জানান, এই বিষয়ে একটি জনস্বার্থ মামলা আদালতে দায়ের করা হয়েছে। শুভেন্দুর কথায়, যেভাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একদিকে এসআইআর ফর্ম নিয়েছেন, আর অন্যদিকে মানুষকে তার বিরোধিতা করতে বলছেন, সেটাই তাঁর দ্বিচারিতা প্রমাণ করে। তৃণমূল কংগ্রেসের 'দ্বিচারিতা' নিয়ে ফের আর একবার সরব শুভেন্দু অধিকারী।

রাজ্যজুড়ে এসআইআর ফর্ম বিতরণকে ঘিরে প্রশাসনিক অচলাবস্থা ও বিভ্রান্তি তৈরির অভিযোগ তুলেই শুভেন্দুর কটাক্ষ, যিনি নেতাজি ইন্ডোরে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, 'বঙ্গে এসআইআর হবে না', সেই মুখ্যমন্ত্রীই নিজেই এসআইআর ফর্ম হাতে নিচ্ছেন!

শুভেন্দুর বক্তব্য, মাসের পর মাস ধরে তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা বিএলও-দের ভয় দেখিয়েছে, কর্মকর্তাদের হুমকি দিয়েছে, প্রচার করেছে; এসআইআর মানেই এনআরসি। এতে মুসলমান ও উদ্বাস্তু হিন্দু, দুই সম্প্রদায়ের মধ্যেই আতঙ্ক ছড়ানো হয়েছে। তিনি লিখেছেন, ওরা বলেছিল, সিএএ-র জন্য আবেদন করলে নাগরিকত্ব হারাতে হবে। সবটাই মিথ্যে প্রচার।

বিজেপি নেতার দাবি, এক সাহসী বিএলও, গৌতম বাবু, মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে গিয়ে এসআইআর ফর্ম তুলে দিয়েছেন। পুলিশ ও প্রহরীরা বাধা দিতে চেয়েছিল, কিন্তু তিনি বলেছেন; 'নির্বাচন কমিশনের নিয়ম, ভোটারকেই হাতে দিতে হবে।' এবং অবশেষে মুখ্যমন্ত্রী নিজেই ফর্ম গ্রহণ করেছেন।

শুভেন্দুর তীব্র মন্তব্য, যারা আগে বলেছিল এসআইআর আটকাবে, এখন তারাই ফর্ম হাতে সেলফি তুলছে। মুসলমানদের বলছে; এসআইআর মানেই এনআরসি, উদ্বাস্তু হিন্দুদের ভয় দেখাচ্ছে; সিএএ ধ্বংস করবে তোমাদের। এটা নেতৃত্ব নয়, প্রতারণা! মুখে এক, কাজে আরেক এই হল তৃণমূলের রাজনীতি।

এসআইআর আতঙ্কে মৃতদের পরিবারের পাশে অভিষেক

বিশেষ সহায়তা টিম গঠন তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) ঘিরে রাজ্যজুড়ে ক্রমেই বাড়ছে আতঙ্ক ও মৃত্যুর মিছিল। প্রশাসনিক প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে একাধিক অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় ক্ষোভ এবং শোকের আবহের মধ্যেই সরাসরি মাঠে নামার সিদ্ধান্ত নিল তৃণমূল কংগ্রেস। দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে গঠিত হয়েছে বিশেষ সহায়তা কমিটি। যার দায়িত্ব এসআইআর সংক্রান্ত উদ্বেগে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁদের সহায়তা করা।

দলীয় সূত্রে খবর, শনিবার থেকেই এই কমিটির সদস্যরা রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় পরিদর্শন শুরু করবেন। প্রথম পর্যায়ে তাঁরা যাবেন টিটাগড়, ডানকুনি, হুগলি, উলুবেড়িয়া এবং মৃত প্রদীপ করের পরিবারের কাছে। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেই পরবর্তী পদক্ষেপ নির্ধারণ করবে তৃণমূল নেতৃত্ব।

শনিবার বিকেল ৫টা নাগাদ প্রদীপ করের বাড়িতে যাবেন সামিরুল ইসলাম ও পার্থ ভৌমিক। বিকেল ৪টেয় টিটাগড়ে পৌঁছবেন শশী পাঁজা ও তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য। সন্ধ্যায় ডানকুনিতে যাবেন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ও সুদীপ রাহা। হুগলিতে দায়িত্বে থাকবেন জয়া দত্ত, আর উলুবেড়িয়ায় নেতৃত্ব দেবেন অরূপ চক্রবর্তী।

অভিষেকের ঘনিষ্ঠ মহলের বক্তব্য, এসআইআর নিয়ে যে আতঙ্ক তৈরি করা হয়েছে, তাতে বহু সাধারণ মানুষ ভয় ও মানসিক চাপে পড়ে প্রাণ হারাচ্ছেন। তৃণমূল তাঁদের পাশে রয়েছে এবং থাকবে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এই উদ্যোগের মাধ্যমে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্ট বার্তা দিতে চেয়েছেন; প্রশাসনিক বিভ্রান্তি বা ভয় ছড়িয়ে মানুষের জীবন বিপন্ন হলে, দল তা মেনে নেবে না। মানুষের পাশে থেকেই তৃণমূল সেই ভয় কাটাতে চায়। অন্যদিকে, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আরও মৃত্যুর খবর সামনে আসছে। জলপাইগুড়ি, চুঁচুড়া ও কাকদ্বীপ থেকে পাওয়া খবর অনুযায়ী, শুক্রবার পর্যন্ত চারজনের মৃত্যু হয়েছে, যার মধ্যে তিনজন পুরুষ ও এক মহিলা। কেউ হৃদরোগে, কেউ আত্মহত্যা করেছেন বলে জানা গিয়েছে। তৃণমূল দাবি করেছে, এই মৃত্যুগুলির নেপথ্যে রয়েছে এসআইআর আতঙ্ক। তবে বিজেপির পালটা অভিযোগ, প্রাকৃতিক মৃত্যু বা পারিবারিক অশান্তিতেও রাজনীতি টানছে তৃণমূল।

খড়দহের ঈশ্বরীপুর গ্রামে আকবর আলি নামে এক প্রৌঢ় ভোটার তালিকায় নিজের পরিবারের নাম না দেখে ভয় পেয়ে বিষ খেতে যান, পরে স্থানীয়রা তাঁকে বাঁচান। তৃণমূল সূত্রে খবর, এখনও পর্যন্ত রাজ্যে এসআইআর সংক্রান্ত ঘটনায় আত্মহত্যার সংখ্যা ১৭-তে পৌঁছেছে। এই আবহেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশেষ টিমের কাজ শুরু; আতঙ্ক নয়, আশ্বাস ছড়িয়ে মানুষের পাশে দাঁড়ানোই এখন দলের মূল লক্ষ্য।

প্রতাপ ঘোষ লেনে (জোড়াসাঁকো) ভোটারকে তাঁর ফর্ম বুঝিয়ে দিচ্ছেন বিএলও। ছবি: অদিতি সাহা

বেআইনি নির্মাণ আইনি হওয়ায় ক্ষুব্ধ মেয়র ফিরহাদ হাকিম

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতা পুরসভার ১০৯ নম্বর ওয়ার্ডের কালিকাপুরে একটি নির্মাণকে বেআইনি বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। সেই নির্মাণ ভাঙার নির্দেশও দিয়েছিল পুরসভা। কিন্তু তারপরে আর কিছু হয়নি। এই ঘটনায় মেয়র ফিরহাদ হাকিমকে বিতর্কিত নির্মাণ নিয়ে অভিযোগ জানালে ধৈর্যের বাধ ভাঙে ফিরহাদ হাকিমের। শুধু তাই নয়, তিনি বিল্ডিং বিভাগের শীর্ষ আধিকারিককে তিনি জানতে চান এমন কী করে হয়।

সূত্রে খবর ফোনে মেয়র ফিরহাদ হাকিমকে অভিযোগকারী জানান, কালিকাপুরে যে নির্মাণটিকে বেআইনি ঘোষণা করেছিল পুরসভা, সেটি আর বেআইনি নেই। আইনসম্মত হয়ে গিয়েছে। যা শুনে মেয়র বিল্ডিং বিভাগের এক আধিকারিককে বলেন, 'এটা কী করে সম্ভব। সাত দিন আগে আপনি একটি নির্মাণকে বেআইনি ঘোষণা করলেন। ভাঙার নির্দেশ দিলেন। আবার ১৫ দিন পরে সেই নির্মাণকেই আপনি বলছেন আইনসম্মত।' এরপরই বিস্ময়ের সঙ্গে তিনি বলেন, 'হচ্ছেটা কী? এতে তো পুরসভা সম্পর্কে মানুষের কাছে ভুল বার্তা যাচ্ছে।' উত্তরে সংশ্লিষ্ট আধিকারিক মেয়রকে বলেন, 'আদালত নির্দেশ দিয়েছে। পার্টি আদালতে গিয়েছিল।' যা শুনে মেয়র ওই শীর্ষ আধিকারিককে বলেন ,'এ তো স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে আপনার দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার উপরি খেয়ে আদালতে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছে। আপনার উচিত ছিল সব কিছুর আগে সংশ্লিষ্ট অফিসারকে শোকজ করে তাঁর কাছে কৈফিয়ত তলব করা। অথচ তা হয়নি।' এরপরেই মেয়র জানতে চান, আদালতে পুরসভার প্রতিনিধি ছিল কি না। তাঁরা কেন আদালতকে বোঝালেন না, কী কারণে পুরসভা ওই নির্মাণকে বেআইনি ঘোষণা করে ভাঙার নির্দেশ দিয়েছিল। পাশাপাশি মেয়র এও বলেন, 'পুরসভা আদালতকে বোঝাতে ব্যর্থ হয়েছে বলেই, আদালত এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে।' এই প্রসঙ্গে মেয়র এও জানান, বেআইনি নির্মাণের ক্ষেত্রে 'আদালত বলেছে' এই যুক্তি দিয়ে দায় এড়ালে চলবে না। পুরসভা কেন বেআইনি নির্মাণ বলছে, তা আদালতকে বোঝাতে হবে। আদালত যতক্ষণ পর্যন্ত পুরসভার যুক্তিতে সন্তুষ্ট না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত ধাপে ধাপে আইনি লড়াই চালাতে হবে।

কালিকাপুর বস্তিতে টাকা বিলি, আটক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার চার-পাঁচ জন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এসআইআর চলছে রাজ্য জুড়ে। তার মধ্যেই কলকাতা পুরসভার ১০৮ নম্বর ওয়ার্ডের অধীনে কালিকাপুর বস্তিতে টাকা বিলি করতে এসে ধরা পরল স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার চার-পাঁচ জন।

সূত্রে খবর, দিল্লির একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার নাম করে ওই চার-পাঁচজন কালিকাপুর বস্তিতে টাকা বিলি করছিল। পাশাপাশি এই টাকা বিলির জন্য আধার কার্ড, প্যান কার্ড নম্বর এবং ব্যাংক অ্যাকাউন্টের তথ্য সংগ্রহ করছিল। সেই সময় এলাকার বাসিন্দা কয়েকজন বিষয়টি জানতে পেরে তা কাউন্সিলর সুশান্ত ঘোষকে জানায়। পাশাপাশি খবর দেওয়া হয় আনন্দপুর থানাতেও। এরপরই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার নাম করে যে ৪ থেকে ৫ জন বস্তিতে গিয়েছিলেন, তাঁদেরকে আটক করে রুবি মোড়ের কাউন্সিলর ওয়ার্ড অফিসে নিয়ে আসা হয়। তাদেরকে জিজ্ঞাসা করতেই জানা যায়, দিল্লির একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা তাঁদের দায়িত্ব দিয়েছে ১০৮ নম্বর ওয়ার্ডের বস্তিতে বস্তিতে টাকা বিলি করতে। সূত্রে এও জানা গেছে, 'সিডস' নামে একটি সংস্থার বস্তির প্রতি ঘর পিছু আড়াই হাজার টাকা করে দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ওই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কোনও রেজিস্টার্ড নম্বর দেখাতে পারেনি টাকা বিলি করতে আসা ব্যক্তিরা।

প্রসঙ্গত, সম্প্রতিই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন যে ভোটের মুখে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার মাধ্যমে টাকা বিলি হতে পারে। সেইমতোই কি এই টাকা বিলি, প্রশ্ন উঠেছে সে ব্যাপারেও। পাশাপাশি এ প্রশ্নও উঠছে এভাবে কলকাতার প্রত্যন্ত এলাকাগুলিকে টার্গেট করা হচ্ছে কি না বা কারা রয়েছে এর পেছনে এই প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে বঙ্গ রাজনীতিতে।

১০৮ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর সুশান্ত ঘোষ জানান, 'আমার কাছে খবর আসে যে কিছু মহিলা স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছ থেকে ডকুমেন্ট নিয়ে ফর্ম ফিল আপ করাচ্ছে। কীসের ফর্ম ফিল জানতে লোক পাঠালাম, তখন জানতে পারলাম যে কোনও একটা এনজিও তাদের দুই-আড়াই হাজার টাকা দেবে, তাই আধার কার্ড, ব্যাংক ডিটেইলস নিচ্ছে। তাদের সঙ্গে সঙ্গে ডেকে পাঠাই। তারা বলে যে এরা এখানকার নয়, দিল্লির একটি এনজিও থেকে টাকা বিলি করতে পাঠানো হয়েছে। বন্যা ত্রাণের জন্য টাকা দিতে এই বস্তি বাছাই করা হয়েছে। আধার কার্ড এবং ব্যাংকের ডিটেইল নেওয়া হয়েছে। আমরা চেপে ধরতে দিল্লির সিডস নামে একটি এনজিও-র নাম বলে, যদিও তার রেজিস্ট্রেশন নম্বর দেখাতে পারেনি। আমার খুব সন্দেহজনক লাগে। আমি আনন্দপুর থানায় অভিযোগ জানিয়েছি।' এর পাশাপাশি সুশান্তবাবুর সংযোজন, 'যেভাবে সাইবার ক্রাইম বাড়ছে, তাতে এই তথ্যগুলি গরিব মানুষদের অ্যাকাউন্ট ফাঁকা করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। পুলিশ তদন্ত করে দেখুক। নাহলে দিল্লির সংস্থা কেন টাকা বিলি করতে আসবে। যারা ফর্ম বিলি করছিলেন, তাঁরা নদিয়ার বাসিন্দা। একজন আধিকারিক ছত্তীসগঢ়ের, একজন ঝাড়খণ্ডের বাসিন্দা। এই সাদা কাগজে কোনও এনজিও-র নাম লেখা নেই। ব্যাংকে টাকা ঢোকার আগেই সই করিয়ে নিচ্ছে। এই ফর্মে স্পষ্ট লেখা আছে যে আমি আমার ব্যাংকে টাকা পাওয়ার পর স্বাক্ষর করব। কিন্তু ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট নম্বর, আধার কার্ডের নম্বর নেওয়া হয়েছে। নিঃস্ব হয়ে যেত গরিব মানুষগুলো।'

এক স্থানীয় বাসিন্দা, আশারানি সাহা বলেন, ওরা এসে বলে আপনাদের কিছু জিনিস দেব। নাম বলুন। তারপর ব্লিচিং পাউডার ও দুটো বালতি দিল। তারপর জিজ্ঞাসা করল যে আমাদের আয় কত, ওষুধ কিনে খেতে পারি কি না। বলল যে কিছু টাকা দেবে, আধার কার্ডের নম্বর ও ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট নম্বর দিন। আসল আধার কার্ড দেখতে চাইল। ফোনে আগে মেসেজ আসবে, ওটিপি আসবে, তারপর টাকা পাবেন। আমরা সেই মতো আধার নম্বর দিই, সই করি।

বাসে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা রুখতে বসানো হচ্ছে স্বয়ংক্রিয় অগ্নিনির্বাপণ যন্ত্র

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: প্রায়ই সরকারি বাসে শোনা যাচ্ছে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা। কোনও হতাহতের ঘটনা ঘটেনি ঠিকই তবে মুহূর্তে ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে বাস। এই ঘটনায় কপালে ভাঁজ পরিবহণ দপ্তরের কর্তাদের। সেই কারণে সরকারি বাসে স্বয়ংক্রিয় অগ্নি নির্বাপণ যন্ত্র লাগানোর সিদ্ধান্তও নেওয়া হয় তড়িঘড়ি। পরিবহণ দপ্তরের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, যদি কোনও কারণে বাসে আগুন লেগেও যায়, তা হলেও এই যন্ত্র মানুষের হস্তক্ষেপ ছাড়াই আগুন শনাক্ত করবে এবং নিভিয়ে দেবে। ফলে ক্ষয়ক্ষতি অনেক কম হবে। হতাহতের আশঙ্কাও কমবে। তাই সরকারের তরফে নতুন যে কয়েকশো বাস কেনা হবে, সেই সমস্ত বাসে এই যন্ত্র লাগানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে। পরিবহণ দপ্তরের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, এক একটি এই যন্ত্রের দাম লাখ দেড়েক টাকা।

এদিকে পরিবহণ দপ্তর সূত্রে খবর, এ ব্যাপারে ডব্লুবিটিসি, এসবিএসটিসি এবং এনবিএসটিসি-র এমডি ও চেয়ারম্যানদের সঙ্গে বৈঠক করেন রাজ্যের পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী, পরিবহণ দপ্তরের সচিব সৌমিত্র মোহন। সেখানে বাসে যাত্রীদের নিরাপত্তার বিষয়টি নিয়ে দীর্ঘক্ষণ বৈঠক হয়। বৈঠকে বাসের রক্ষণাবক্ষেণের কাজে যুক্ত কর্মীদের বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কারণ, এই সব অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় রক্ষণাবেক্ষণের ত্রুটিই অধিকাংশ ক্ষেত্রে সামনে এসেছে। তাই বাস রক্ষণাবেক্ষণের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, আগুন লাগলে যাত্রীদের নিরাপদে বের করার জন্য ড্রাইভার এবং কন্ডাক্টরদেরও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে বলে ঠিক হয়েছে।

এর পাশাপাশি পরিবহণ দপ্তরের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, বাসে আগুন লাগার ঘটনা কমাতে ফাইবার বডির বদলে অ্যালুমিনিয়াম বডির বাস কেনার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। এর পাশাপাশি যাত্রীদের নিরাপত্তায় বাসগুলো ছাড়ার আগে তা যাতে ভালো করে চেক করা হয়, তা প্রত্যেক ডিপোতে জানানো হয়েছে। বাস রক্ষণাবেক্ষণ এবং যাত্রী নিরাপত্তা নিয়ে আগামী দিনে এসওপি তৈরি করবে রাজ্য সরকার। সেইমতোই বাসগুলো রক্ষণাবেক্ষণ হবে। বর্তমানে বেসরকারি যে সমস্ত সংস্থা বাস মেরামতের কাজ করে, তাদেরও প্রয়োজনে বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা হবে। তবে পরিবহণ দপ্তর সূত্রে এও জানানো হয়েছে যে, পুরনো যে কয়েকশো বাস রয়েছে, সেগুলোতে আর স্বয়ংক্রিয় অগ্নিনির্বাপণ যন্ত্র লাগানো হবে না। কারণ, অধিকাংশ বাসেরই বয়স সাত আট বছর পার করেছে। ফলে কিছুদিনের মধ্যে তা বাতিলও হবে। সেগুলোতে সাধারণ অগ্নিনির্বাপণ যন্ত্রও রয়েছে। তাই লক্ষাধিক টাকা খরচ করে স্বয়ংক্রিয় আগুন নেভানোর যন্ত্র বসানো হবে না।

সম্পাদকীয়

দুর্নীতির আখড়া কেএমসি, পিছনে কি আরও বড় কোনও মাথা?

এটা হিমশৈলের চূড়ামাত্র! এমনই মনে করছে কলকাতা পুলিশের দুর্নীতিদমন শাখার অফিসাররা। সংস্থার বড় কোনও মাতব্বর নয়, একটি বিভাগের একজন সাধারণ অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারের যে সম্পত্তির বহর প্রকাশ্যে এসেছে তাতে চোখ টেরিয়ে গিয়েছে সকলের। তথ্য বলছে, কলকাতা পুরসভার ওই কর্তা পার্থ চোঙদার গত পাঁচ বছরে বেতন পেয়েছেন প্রায় ৫৬ লক্ষ টাকা। কিন্তু তার জমি, বাড়ি, ফ্লাট, সোনা, ব্যাঙ্ক ব্যালান্স, সব মিলিয়ে অঙ্কটা পৌঁছে যাচ্ছে প্রায় ৬ কোটিতে! কোন ম্যাজিকে এটা হল? খোদ মেয়র অবশ্য বলছেন, পুর প্রশাসনের কাছে নাকি আগে থেকেই ওই কর্তার গতিবিধি নিয়ে খবর ছিল। তাঁরা নজর রাখছিল। শেষ পর্যন্ত তারাই পুলিশের হাতে ধরিয়ে দেন। এখন প্রশ্ন হল, পার্থকে তো ধরা গেল, বাকিরা? কারণ এতবড় দুর্নীতি তো আর একদিনে হতে পারে না। অথবা এতবড় ঘটনা একজনের কম্মও নয়। কেউ যদি ভেবে থাকে পার্থ একাই তার বিভাগে বসে একাজ করে গিয়েছে তাহলে তো পরিস্থিতি আরও ভয়ঙ্কর বলতে হবে। পার্থ যখন এসব চালিয়ে গিয়েছেন তখন তার ওপরওয়ালারা কী করছিলেন? সেটাও প্রশ্ন। দুটো হতে পারে, এক তারা নিজেদের ভূমিকা পালন করেননি, আর না হলে তারা সব জেনে চুপ করেছিলেন। ১৯৯৭ সালে কলকাতা পুরনিগমের সড়ক এবং মেকানিক্যালের অ্যাসফল্টাম বিভাগে যোগ দেন পার্থ। অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই ওই বিভাগে প্রভাব খাটিয়ে রয়ে যান তিনি। বাম ও তৃণমূল নেতাদের হাত তাঁর মাথায় ছিল। আসছে এমনই অভিযোগ। অ্যাসফল্টাম বিভাগে কোটি কোটি টাকার কাজ হয়। কলকাতা পুরনিগমের অন্দরমহলে ওটি শাঁসালো বিভাগ বলেই জানে সবাই। এখান থেকেই পার্থর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ ছিল। ২০২০ সালে অ্যাসফল্টাম বিভাগ নিয়ে তদন্তের নির্দেশ দেয় কেএমসি। তদন্তে পার্থর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে। তাঁকে সাসপেন্ড করা হয়। কিন্তু তারপরও কীভাবে তিনি পুরনিগমের পরিকল্পনা এবং উন্নয়ন বিভাগে যোগদান করলেন, সেটাও একটা ধাঁধা। এরকম অনেক ধাঁধাই রয়েছে কলকাতা পুরসভায়।

আজকের দিন

১৭৯৯: নেপোলিয়ন বোনাপার্ট এক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ফরাসি সরকারকে উৎখাত করেন এবং প্রথম কনসাল হন।

১৯৪৭ জুনাগড়ে একটি গণভোট অনুষ্ঠিত হয়, যার ফলে নবাব পাকিস্তানে পালিয়ে যাওয়ার পর রাজ্যটি ভারত ইউনিয়নে যোগদান করে।

১৯৮৯: পূর্ব জার্মানি বার্লিন প্রাচীর খুলে দেয়, যার ফলে কয়েক দশকের মধ্যে প্রথমবারের মতো নাগরিকরা পশ্চিমে ভ্রমণ করতে পারে। এই ঘটনাটিকে ব্যাপকভাবে শীতল যুদ্ধের সমাপ্তির প্রতীক হিসেবে দেখা হয় এবং প্রতি বছর বিশ্ব স্বাধীনতা দিবস হিসেবে পালিত হয়।

১৯৯৯: ডার্মস্ট্যাডটিয়াম নামক রাসায়নিক উপাদান আবিষ্কৃত হয়।

২০০০: উত্তর প্রদেশের পাহাড়ি অঞ্চল থেকে ভারতের উত্তরাখণ্ড রাজ্য তৈরি হয়, যা ভারতের ২৭তম রাজ্যে পরিণত হয়।

জন্মদিন

আজকের দিন

তেজস্বী যাদব

১৯৪৪ বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী চিত্রেশ দাসের জন্মদিন।
১৯৫১ বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় কল্যাণ চৌধুরীর জন্মদিন।
১৯৮৮ বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ তেজস্বী যাদবের জন্মদিন।

রবীন্দ্রমননে ভারততত্ত্বের রূপরেখা

ড. গৌতম মুখোপাধ্যায়

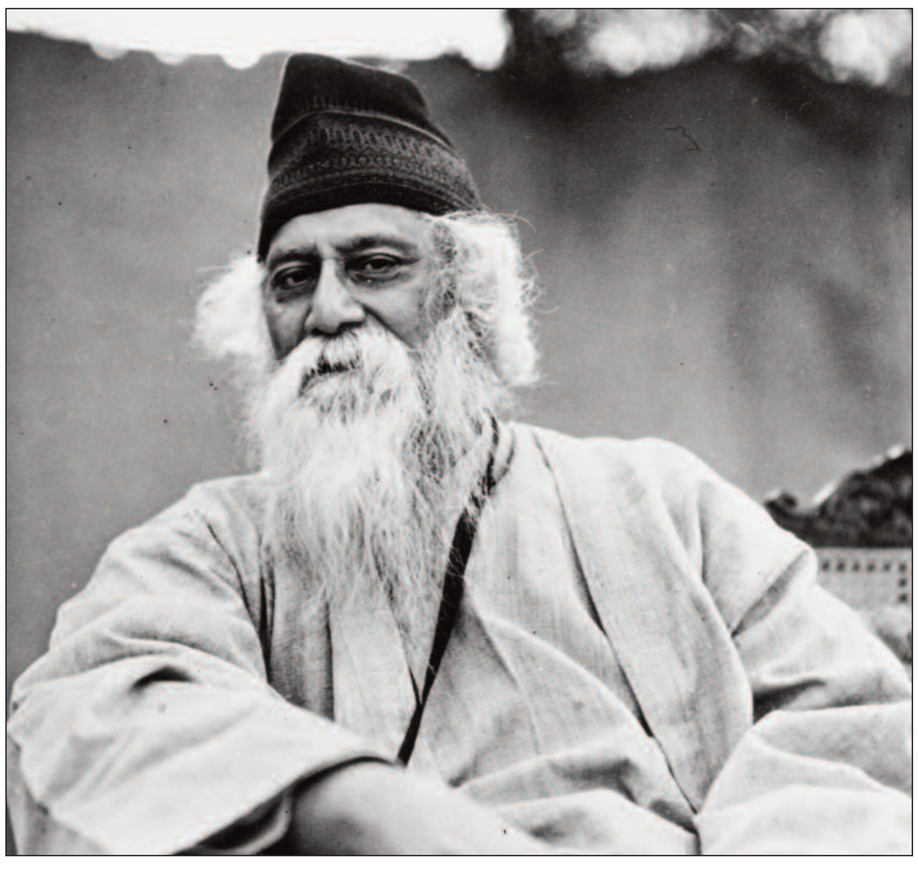

'আত্মশক্তি' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইউরোপীয় 'নেশন'-এর সীমাবদ্ধতার উল্লেখ করে লেখেন, ক্ষ্মমানবের ইতিহাসে প্রাকৃতিক সীমাই চূড়ান্ত নহে। ভূখণ্ডে, জাতিতে, ভাষায় নেশন গঠন করে না। ভূখণ্ডের উপর যুদ্ধক্ষেত্র ও কর্মক্ষেত্রের পত্তন হইতে পারে, কিন্তু নেশনের অন্তঃকরণটুকু ভূখণ্ডে গড়ে না। জনসম্প্রদায় বলিতে যে পবিত্র পদার্থকে বুঝি, মনুষ্যই তাহার শ্রেষ্ঠ উপকরণ।ক্ষ্ম প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা ও হাড় হিম করা উত্তেজনার সময় তিনি বিশ্বশান্তির জন্য প্রণিপাত করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ যখন মধ্যগগনে, তখন তাঁর দেহান্তর ঘটে। পৃথিবীর বুকে যুদ্ধজনিত ব্যাপক নরসংহার তাঁর অন্তরাত্মাকে ব্যথিত করেছিল। 'প্রলয়ের সৃষ্টি' প্রবন্ধে তাঁর বিবেক থেকে উৎসারিত হয়েছিল, ''পৃথিবীর প্রচণ্ডের মধ্যে, সংঘাতের মধ্যে, শান্তির যে অভ্যুদয় দেখি আদিযুগে, তাই দেখি মানুষের ইতিহাসেও। উদ্দাম নিষ্ঠুরতা আজ ভীষণাকার মৃত্যুকে জাগিয়ে তুলছে। সমুদ্রের তীরে তীরে দৈত্যরা জেগে উঠছে মানুষের সমাজে, মানুষের প্রাণ যেন তাদের খেলার জিনিস। মানুষের ইতিহাসে এই দানবিকতাই কি শেষ কথা? মানুষের মধ্যে এই যে অসুর, এই কি সত্য?''

ইউরোপীয় সভ্যতার পরদেশ দখলের দিগ্বিজয়কে তিনি 'দস্যুবৃত্তি' আখ্যা দিয়ে 'আরোগ্য' প্রবন্ধে লেখেন, ''যে সমাজ আত্মার পরিবর্তে বহির্বিষয়কে একান্ত প্রাধান্য দেয়, সে আপন লোভের সঞ্চয় দিয়ে অন্যকে আঘাত করে এবং সেই লোভের সঞ্চয়ই তার ফিরে আঘাতের বিষয় হয়। এই আঘাত-প্রত্যাঘাতের কোনওদিন কোথাও অন্ত দেখা যায় না।... মনে রাখতে হবে, একদিন এই মৈত্রী প্রচার করবার জন্য সেদিনকার বুদ্ধভক্ত ভারত প্রাণান্ত স্বীকার করেও দেশ-বিদেশে অভিযান করেছিল, পরস্পরকে আত্মসাৎ করবার জন্য নয়।'' আবার 'বারোয়ারি-মঙ্গল' প্রবন্ধে তিনি ভারতের দেশীয় ঐতিহ্যের সুমহান দিকটিকে এই মর্মে তুলে ধরেছেন

'প্রাচীন ভারতবর্ষ সুখ, স্বার্থ, এমন-কি, ঐশ্বর্যকে পর্যন্ত খর্ব করিয়া মঙ্গলকেই যে ভাবে সমাজের প্রতিষ্ঠাস্থল করিবার চেষ্টা করিয়াছিল এমন আর কোথাও হয় নাই। অন্য দেশে ধনমানের জন্য, প্রভুত্ব-অর্জনের জন্য, হানাহানি-কাড়াকাড়ি করিতে সমাজ প্রত্যেককেই উৎসাহ দিয়া থাকে। ভারতবর্ষ সেই উৎসাহকে সর্বপ্রকারে নিরস্ত করিয়াছে।' শুধুমাত্র তাই নয়, সমগ্র বিশ্বকে কুটুম্বিতার বাহুডোরে আবদ্ধ করার বাসনায় ছিল স্থিতধী। এমন ত্যাগ-তিতিক্ষার দ্বিতীয় নিদর্শন সারা বিশ্ব তন্ন তন্ন করে খুঁজলেও পাওয়া বড়ই দুষ্কর।

বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথের মানসভূমিকে প্রভাবিত করেছিল আত্মার সঙ্গে আত্মীয়তার সংযোগ সাধনের জন্য সনাতন ভারতের ঐশ্বরিক আবেদন, যার মূল বৃহদারণ্যক উপনিষদে আত্মার শান্তি মন্ত্রের মধ্যে প্রোথিত আছে- 'ওঁ অসতো মা সদগময়। তমসো মা জ্যোতির্গময়। মৃত্যোর্মামৃতং গময়।' অর্থাৎ আমাকে অসৎ থেকে সত্যের দিকে, অন্ধকার (অজ্ঞতা) থেকে আলোর দিকে এবং মৃত্যু থেকে অমৃতে নিয়ে যাও। এই মন্ত্রটি মূলত জ্ঞান এবং আলোর জন্য একটি প্রার্থনা, যেখানে 'অসৎ' বলতে বাস্তবতাকে এবং 'অন্ধকার' বলতে অজ্ঞতাকে বোঝানো হয়েছে। ভারতের অন্তরাত্মা এখানেই ইউরোপীয় সভ্যতার সঙ্গে আকাশ-জমিন ফারাক রচনা করেছে। বিশ্বচরাচরে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য এমন আকুতির আর দ্বিতীয় নজির নেই।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখনীতে দেশ ও দেশের সমাজ-সংস্কৃতির এক ঐতিহাসিক বীক্ষা আমাদের সামনে পরিস্ফুট হয়। তিনি 'ভারতবর্ষীয় সমাজ' প্রবন্ধে লেখেন, ''এ সমাজ আমাদিগকে সুখকে বড় করিয়া জানায় নাই। সকল কথাতেই, সকল কাজেই, সকল সম্পর্কেই, কেবল কল্যাণ, কেবল পুণ্য এবং ধর্মের মন্ত্র কানে দিয়াছে। সেই সমাজকেই আমাদের সর্বোচ্চ আশ্রয় বলিয়া তাহার প্রতিই আমাদের বিশেষ করিয়া দৃষ্টিক্ষেপ করা আবশ্যক।'' বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ যে ধর্মের কথা বলেছিলেন, তা কখনওই যাগযজ্ঞকেন্দ্রিক, মন্দিরনির্ভর হিন্দুধর্ম ছিল না। হিন্দুধর্মের মধ্যে যে শ্রেষ্ঠ মানব ধর্ম লুক্কায়িত ছিল, তিনি সেই দিকটির ওপরই জোর দিয়েছিলেন। আর এই কারণেই 'দীন দান' কবিতায় সাধুর উক্তিতে 'সে মন্দিরে দেব নাই', একথা বলিষ্ঠ ভাবে উচ্চারিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের সারা জীবনের তপস্যায় মানুষই ছিল মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। যখনই তিনি বিচ্যুতি দেখেছেন, তখনই তাঁর কলমে বিদ্রোহের সুর ধ্বনিত হয়েছে।

ঔপনিবেশিক রাজকীয় শাসন ও তস্করবৃত্তির মধ্যে তিনি কোনও প্রভেদ লক্ষ করেননি। তাঁর দৃষ্টিতে ভারতের সম্পদ দখল করাও যেমন এক ধরনের দস্যুবৃত্তি, আবার দস্যুদল যখন গৃহস্থের সম্পদ লুট করে নিয়ে যায়, সেটিও দস্যুবৃত্তি। 'নগরসংগীত' কবিতায় সেজন্য বিশ্বকবি লেখেন, ''আমি নির্মম, আমি নৃশংস, সবেতে বসাব নিজের অংশ/পরমুখ হতে করিয়া ভ্রংশ তুলিব আপন কবলে।/ মনেতে জানিব সকল পৃথ্বী আমারি চরণ-আসন-ভিত্তি/ রাজার রাজ্য, দস্যুবৃত্তি, কোনো ভেদ নাহি উভয়ে।'' ইংরেজদের আগমনের পূর্বে ভারতবর্ষীয় গ্রামসমাজ ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ। 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন, ক্ষ্মসমাজ বাহিরের সাহায্যের অপেক্ষা রাখে নাই এবং বাহিরের উপদ্রবে শ্রীভ্রষ্ট হয় নাই।ক্ষ্ম কিন্তু ধীরে ধীরে ঔপনিবেশিক লালসা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে ছলে-বলে- কৌশলে সমাজের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হয়ে দাঁড়ায়। আর ভারতীয়দের অনিবার্য পরিণতি হয় স্রোতের শ্যাওলার মতো- শুধুই ভাসমান। কবির ভাষায়

'ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর,
পর কৈনু আপন, আপন কৈনু পর।'

এরফলে আমাদের সাধ পূরণ হ'ল না। অসাধ্য সাধনের মনোবাঞ্ছা পূরণ করতে গিয়ে আমরা পরকে আপন তো করতেই পারিনি, উপরন্তু আমাদের নিকটাত্মীয়রা আমাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। সাংস্কৃতিক দৈন্যতার এই পরিবেশে অবশ্য সমাজের ভিতর থেকেই সনাতন সভ্যতার পক্ষে সওয়াল-জবাবের ভাষ্য রচিত হয়েছিল। অবশ্য এটা নতুন নয়, ভারতীয় সংস্কৃতি বারবার এই প্রতিকূলতার সম্মুখীন হলেও শেষমেশ জয়যুক্ত হয়েছে।

'বিচিত্র প্রবন্ধ'-এর অন্তর্গত 'মা ভৈঃ' নিবন্ধে রবীন্দ্রনাথ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিষয়মুখীনতার বিবরণ দিয়েছেন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে। পাশ্চাত্যের দখলদারি অভিমুখকে তিনি 'ক্ষত্রিয়ের রাস্তা' হিসাবে বর্ণনা করেছেন এবং প্রাচ্যের কৃচ্ছ্রসাধনের পন্থাকে 'ব্রাহ্মণের রাস্তা' বলে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি এই নিবন্ধে লেখেন, ''প্রাণটা দিব' এ কথা বলা যেমন শক্ত- 'সুখটা চাই না' এ কথা বলা তাহা অপেক্ষা কম শক্ত নয়। পৃথিবীতে যদি মনুষ্যত্বের গৌরবে মাথা তুলিয়া চলিতে চাই তবে এই দুয়ের একটা কথা যেন বলিতে পারি। হয় বীর্যের সঙ্গে বলিতে হইবে 'চাই', নয় বীর্যেরই সঙ্গে বলিতে হইবে 'চাই না'। 'চাই' বলিয়া কাঁদিব, অথচ লইবার শক্তি নাই; 'চাই না' বলিয়া পড়িয়া থাকিব, কারণ চাহিদার উদ্যম নাই- এমন ধিক্কার বহন করিয়াও যাহারা বাঁচে যম তাহাদিগকে নিজগুণে দয়া করিয়া না সরাইয়া লইলে তাহাদের মরণের আর উপায় নাই।'

১৩০৮ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে তিনি 'ভারতবর্ষীয় সমাজ'-এ উল্লেখ করেন, ''কিন্তু আমাদের পূর্বপুরুষের মানসী শক্তি যেভাবে কাজ করিয়াছে, আমাদের মনে যদি তাহার কোনো নিদর্শন না পাই, আমরা যদি কেবল তাঁহাদের অবিকল অনুকরণ করিয়া চলি, তবে বুঝিব আমাদের মধ্যে আমাদের পূর্বপুরুষ আর সজীব নাই। শণের দাড়ি-পরা যাত্রার নারদ যেমন দেবর্ষি নারদ, আমরাও তেমনি আর্য। আমরা একটা বড়ো রকমের যাত্রার দল- গ্রাম্যভাষায় এবং কৃত্রিম সাজ-সরঞ্জামে পূর্বপুরুষ সাজিয়া অভিনয় করিতেছি।'' ভারতের গরিমার মূল কারণ হিসাবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'চিত্তপ্রবাহ' ও সামাজিক স্বাবলম্বনের উচ্চ আদর্শের প্রতি দিকনির্দেশ করেছিলেন। তিনি তাঁর 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধে সুদীর্ঘকালের ভারতীয় সমাজ সংস্কৃতির আবহমান পথচলার পশ্চাতে আত্মশক্তির অবদানকে স্মরণ করেন। বিজাতীয় সংস্কৃতির প্রাদুর্ভাব সত্ত্বেও ভারতীয় সংস্কৃতি স্বমহিমায় দীপ্যমান ছিল। সেই কারণেই তিনি এই প্রবন্ধে উল্লেখ করেন, 'সমাজ বাহিরের সাহায্যের অপেক্ষা রাখে নাই এবং বাহিরের উপদ্রবে শ্রীভ্রষ্ট হয় নাই।'' রবীন্দ্রনাথ যে আত্মশক্তিতে উদ্দীপিত ভারতের জয়গানে উচ্চকিত ছিলেন, বাঙালির সেই চিত্তধারা আজ বিক্ষিপ্ত।

দেশ স্বাধীন হলেও ঔপনিবেশিক হ্যাংওভার অদ্যাবধি সবেগে ক্রিয়াশীল। যে সামাজিক স্বাধীনতা ছিল ভারতের অন্তঃর্নিহিত শক্তির শোণিতপ্রবাহ, পাশ্চাত্যের ভোগবাদী-বিলাসবহুলতার যূপকাষ্ঠে আজ তা বলিপ্রদত্ত। আত্মার সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্কের যে ঘনিষ্ঠ বন্ধনে ভারতীয় সমাজ যূথবদ্ধ ছিল, সেই উজ্জ্বল অতীতই একমাত্র কাঙ্ক্ষিত। তাই একে অপরকে জানার মধ্য দিয়েই পারস্পরিক পরিচয়ের নিবিড়তা ও বজ্র আঁটুনির মর্মবাণীই হোক আগামী প্রজন্মের শপথ। বিশ্বকবির সরবরাহকৃত পথচলার রসদই আমাদের পাথেয় হোক। সনাতন ভারতের যাপন চর্চার নানাবিধ খুঁটিনাটি বিষয়ের বিশ্লেষণধর্মী পর্যালোচনার মাধ্যমে প্রাচ্য সভ্যতার প্রকৃতি নিরুপনে তিনি অগ্রপথিকের ভূমিকায় আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর বিভিন্ন রচনায় ভারতের ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি যেভাবে আলোকিত হয়েছে, তার তুলনা পাওয়া ভার। ঐতিহ্যের বন্ধনই সনাতনের সুদীর্ঘ ঐতিহাসিক পরিক্রমায় এক দীর্ঘস্থায়ী বৈশিষ্ট্যের দ্যোতনা সৃষ্টি করেছে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই বিষয়ে আমাদের জ্ঞানচক্ষু খুলে দিয়েছেন। সনাতন যে সোনাসদৃশ, আর আমদানিকৃত নকল রীতি যে রীতিমতো যন্ত্রণামেদুর, তা রবীন্দ্রনাথের লেখনীতে সুপরিস্ফুট।

'লেডি উইথ দ্য ল্যাম্প'ই হলেন ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল

প্রদীপ মারিক

নার্সিং হল এমন একটু শব্দ যার মধ্যেই বর্ণ, ধর্ম, সামাজিক বা অর্থনৈতিক অবস্থা নির্বিশেষে সকল ব্যক্তির জন্য পরিষেবা প্রদানে অঙ্গীকার। ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের জন্মদিন উপলক্ষে আন্তর্জাতিক নার্স দিবস পালিত হয়। এই দিনেই বিশ্ববাসী লক্ষ লক্ষ নার্সদের সেবার প্রতি শ্রদ্ধা জানায়, যারা ডাক্তার সহায়তা এবং রোগীদেই সেবা করার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে আসছেন। বিশ্বে মহামারীর সময় তাদের অক্লান্ত প্রচেষ্টাকে স্বীকৃতি দিতেই হয়, কারণ তারা আমাদের সামনের সারির যোদ্ধা। প্রতি বছর ১২ মে, ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের জন্মবার্ষিকীতে বিশ্বজুড়ে আন্তর্জাতিক নার্স দিবস পালিত হয়। প্রতি বছর আন্তর্জাতিক নার্সেস দিবস এর সম্পদ এবং প্রমাণ তৈরি এবং বিতরণের মাধ্যমে এই গুরুত্বপূর্ণ দিনটিকে স্মরণ করে। ২০২৪ সালের আন্তর্জাতিক নার্সেস দিবসের থিম ছিল, 'যত্নের অর্থনৈতিক শক্তি' -এর সাফল্যের উপর ভিত্তি করে। ২০২৫ সালের থিমটি নার্সদের স্বাস্থ্য এবং সুস্থতার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। এই থিমটি অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে, স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতি করতে এবং বিশ্বব্যাপী সকল সম্প্রদায়ের জন্য আরও ভালো ফলাফল নিশ্চিত করতে একটি সুস্থ নার্সিং কর্মীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার উপর জোর দেয়। আন্তর্জাতিক নার্স কাউন্সিল ১৯৬৫ সাল থেকে এই দিবসটি উদযাপন করে আসছে। ১৯৫৩ সালে মার্কিন স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও কল্যাণ বিভাগের একজন কর্মকর্তা ডরোথি সাদারল্যান্ড রাষ্ট্রপতি ডোয়াইট ডি. আইজেনহাওয়ারকে 'নার্স দিবস' ঘোষণা করার প্রস্তাব দেন, কিন্তু তিনি তা অনুমোদন করেননি। ১৯৭৪ সালের জানুয়ারিতে, ১২ মে তারিখটি আধুনিক নার্সিংয়ের প্রতিষ্ঠাতা ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের জন্মবার্ষিকী হিসেবে উদযাপনের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছিল। প্রতি বছর, আইসিএন আন্তর্জাতিক নার্সেস ডে কিট প্রস্তুত এবং বিতরণ করে। কিটটিতে সর্বত্র নার্সদের ব্যবহারের জন্য শিক্ষামূলক এবং জনসাধারণের তথ্যমূলক উপকরণ রয়েছে। ১৯৯৮ সাল থেকে, ৮ মে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বার্ষিক জাতীয় ছাত্র নার্সেস দিবস হিসেবে মনোনীত করা হয়েছিল। আন্তর্জাতিক নার্স দিবসে সেবার ব্রতী নার্স দের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের দিন। সাল, ২০২০ বিশ্ব করোনভাইরাস মহামারীর সঙ্গে লড়াই করেছে, এই লড়াইয়ে নার্সদের অবদানকে উপেক্ষা করা যায় না। ডাক্তার এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যসেবা কর্মীদের মত, নার্সরা ক্রমাগত রোগীদের যত্ন প্রদান করছেন মৃত্যু ভয় দূর করে। এই দিনটি উদযাপন শুরু হয়েছিল ১৯৭৪ সালে। বিখ্যাত নার্স ফ্লোরেন্স নাইটিংগেলের জন্মদিন আন্তর্জাতিক নার্স দিবস হিসেবে পালিত হয়। ফ্লোরেন্স ছিলেন একজন নার্সের পাশাপাশি একজন সমাজ সংস্কারক। ক্রিমিয়ান যুদ্ধের সময় নার্স ফ্লোরেন্স যেভাবে সেবা করেছিলেন তা সত্যিই প্রশংসনীয় ছিল। তিনি দ্য লেডি উইথ দ্য ল্যাম্প নামেও পরিচিত ছিলেন তিনি আহত সৈনদের পাশে দাড়িয়েছিলেন এবং তাদের সেবা করেছিলেন। ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল নার্সিংকে নারীদের পেশায় পরিণত করেছিলেন। প্রতিদিন, নার্সরা হাসপাতাল, ক্লিনিক এবং বিভিন্ন সামাজিক পরিবেশে নীরব শক্তি, অবিচল হাত এবং করুণায় ভরা হৃদয় নিয়ে পা রাখেন। তাদের কাজ সবসময় শিরোনাম নাও হতে পারে, কিন্তু এটি রোগীর যত্নের মূল বিষয়। প্রতি বছর ১২ মে আন্তর্জাতিক নার্স দিবস পালন করা হয়, যা জীবনের সবচেয়ে কঠিন মুহূর্তগুলিতে রোগীদের নিরাময়, সান্ত্বনা এবং পাশে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে নার্সদের অমূল্য ভূমিকার একটি সময়োপযোগী স্মারক। এই দিনটি কেবল একটি উদযাপনের চেয়েও বেশি কিছু, এটি নিরাময়কারী হাত এবং নিঃস্বার্থ সেবার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি। ২০২৫ সালের আন্তর্জাতিক নার্স দিবসের তাৎপর্য, নার্সদের ক্রমবর্ধমান ভূমিকা এবং কীভাবে হাসপাতালগুলি স্বাস্থ্যসেবার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকা ব্যক্তিদের সমর্থন এবং সম্মান করে চলেছে তা অন্বেষণ করা খুবই প্রয়োজন। নার্স দের অবদান এই সমাজে কতটা কার্যকরী তা সহজেই অনুমেয়। কয়েক দশক ধরে, এই দিনটি কেবল একটি ঐতিহাসিক শ্রদ্ধাঞ্জলিই নয়, এই দিবসএখন সচেতনতা বৃদ্ধি, উন্নত কর্মপরিবেশের পক্ষে সমর্থন এবং ভবিষ্যত প্রজন্মকে গর্ব ও উদ্দেশ্যের সাথে এই পেশা গ্রহণের জন্য অনুপ্রাণিত করার একটি প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করে। আন্তর্জাতিক নার্সেস কাউন্সিল (ICN) কর্তৃক ঘোষিত আন্তর্জাতিক নার্সেস দিবস ২০২৫ এর আনুষ্ঠানিক প্রতিপাদ্য হল, 'আমাদের নার্সেস। আমাদের ভবিষ্যৎ। নার্সদের যত্ন নেওয়া অর্থনীতিকে শক্তিশালী করে।' এই বছরের প্রতিপাদ্য বিষয় হল, নার্সদের নিজেদের সুস্থতা, যা প্রায়শই উপেক্ষা করা হয়, তার উপর আলোকপাত করা হয়েছে। নার্সরা অন্যদের যত্ন নেওয়ার জন্য পরিচিত হলেও, স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থাকেও তাদের যত্ন নিতে হবে। সঠিক সহায়তা ছাড়া, এমনকি সবচেয়ে দক্ষ পেশাদাররাও ক্লান্তি, বার্নআউট এবং মানসিক চাপের সম্মুখীন হতে পারেন। যখন নার্সদের মূল্য দেওয়া হয়, সুরক্ষিত করা হয় এবং সমর্থন দেওয়া হয়, তখন তারা আরও ভালো সেবা প্রদান করতে পারে। একটি সুস্থ নার্সিং কর্মীশক্তি শক্তিশালী হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকর সম্প্রদায় এবং আরও স্থিতিশীল অর্থনীতির দিকে পরিচালিত করে। বিশ্বজুড়ে হাসপাতাল, নীতিনির্ধারক এবং জনসাধারণকে নার্সদের চাহিদাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার আহ্বান জানায়, কেবল রোগীর যত্ন উন্নত করার জন্যই নয়, ভবিষ্যতে স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থার উন্নতি নিশ্চিত করার জন্যও। নার্সরা প্রায়শই রোগীকে প্রথমে অভ্যর্থনা জানান এবং তাদের সুস্থ্য করে শেষ বিদায় জানান। তাদের কাজ ওষুধ দেওয়া বা জীবনীশক্তি পরীক্ষা করার চেয়েও অনেক বেশি বিস্তৃত, কারণ তারা নিরাময় প্রক্রিয়ার প্রতিটি ধাপে অপরিহার্য। তাদের শান্ত উপস্থিতি এবং অবিচল হাত অনিশ্চিত মুহূর্তে রোগীদের আত্মবিশ্বাস এনে দেয়। অনেক রোগীর ক্ষেত্রে, কেবল চিকিৎসাই স্থায়ী ছাপ ফেলে না, বরং ঝুঁকিপূর্ণ মুহূর্তে তাদের যত্ন নেওয়া নার্সদের দয়া এবং উপস্থিতিও গুরুত্বপূর্ণ। নার্সিং চিকিৎসার রুটিনের অঙ্গ, এই সেবা প্রায়শই ব্যথার সময় স্থির হাত, অস্ত্রোপচারের আগে আশ্বস্তকারী কণ্ঠস্বর, অথবা আরোগ্যের পথে মৃদু উৎসাহ। রোগীরা প্রায়শই নার্সদের সাথে তাদের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন সান্ত্বনা, বোধগম্যতা, ধৈর্যশীলতা এবং বিশ্বাসযোগ্য শব্দ ব্যবহার করে। অস্ত্রোপচার থেকে সেরে ওঠা একজন বয়স্ক ব্যক্তি হোক বা নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে থাকা শিশুর দেখাশোনা করা একজন বাবা-মা, একজন সহানুভূতিশীল নার্সের উপস্থিতি প্রশান্তি এবং আশার অনুভূতি নিয়ে আসে। যখন নার্সিং যত্ন সঠিকভাবে করা হয়, তখন এটি কেবল শরীরকে সুস্থ করে তোলে না, এটি আত্মাকে উন্নীত করে। স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা যত জটিল হচ্ছে, নার্সদের ভূমিকা ততই প্রসারিত হচ্ছে, যার জন্য কেবল ক্লিনিকাল দক্ষতাই নয়, নেতৃত্ব, অভিযোজন যোগ্যতা এবং মানসিক স্থিতিস্থাপকতারও প্রয়োজন। আগামী বছরগুলিতে মানসম্পন্ন সেবা নিশ্চিত করার জন্য নার্সিং কর্মীবাহিনীতে বিনিয়োগ অপরিহার্য। নার্সরা কেবল যত্নশীলই নন, তারা ক্লিনিক্যাল টিমের অবিচ্ছেদ্য সদস্য, যারা নিশ্চিত করে যে প্রতিটি রোগী সময়মত, সম্মানজনক এবং ব্যাপক যত্ন পান। তাদের নিষ্ঠা কেবল দৈনন্দিন রুটিনেই নয়, বরং তারা যেভাবে রোগীর চাহিদাগুলি অনুমান করে, দুর্দশার সময় সান্ত্বনা প্রদান করে এবং ক্লিনিক্যাল নির্ভুলতার সর্বোচ্চ মান বজায় রাখে তাতেও তাদের নিষ্ঠা দৃশ্যমান। নিয়মিত দক্ষতা বৃদ্ধির প্রোগ্রাম, কর্মশালা এবং হাতে-কলমে সেশন নিশ্চিত করে যে নার্সরা সর্বশেষ ক্লিনিকাল অনুশীলন এবং প্রযুক্তি সম্পর্কে আপডেট থাকে। নার্সদের ক্রিটিক্যাল কেয়ার, জরুরি অবস্থা, অপারেশন থিয়েটার, মাতৃত্ব এবং শিশু বিশেষজ্ঞের মতো নির্দিষ্ট বিভাগের জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, যা আরও মনোযোগী এবং কার্যকর যত্ন প্রদানের সুযোগ করে দেয়। আন্তর্জাতিক নার্স দিবস দর্শন সহানুভূতি, স্পষ্ট যোগাযোগ এবং সাংস্কৃতিক সংবেদনশীলতার উপর জোর দেয়, যা রোগীদের এবং তাদের পরিবারের জন্য আস্থা এবং সান্ত্বনাকে শক্তিশালী করে। অস্ত্রোপচারে সহায়তা করা হোক বা অসুস্থতা থেকে শিশুকে পুনরুদ্ধারে সহায়তা করা, হাসপাতালে ক্লিনিকাল দক্ষতা এবং মানসিক বুদ্ধিমত্তায় তারা হাসপাতালের নিরাময় পরিবেশের স্তম্ভ হয়ে উঠেছেন। নার্সিং হল স্বাস্থ্যসেবার নীরব শক্তিগুলির মধ্যে একটি, যা করুণা, দক্ষতা এবং অক্লান্ত নিষ্ঠার উপর নির্মিত। জরুরি সেবা পরিচালনা করা হোক বা সান্ত্বনার কথা বলা হোক, নার্সরা মানবতাকে আরোগ্যের দিকে নিয়ে আসে। তাদের ভূমিকা কেবল চিকিৎসা করা নয়, বরং রোগীদের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ মুহূর্তে শোনা, সমর্থন করা এবং তাদের পাশে দাঁড়ানো। আন্তর্জাতিক নার্স দিবসে, আমরা তাদের নিঃস্বার্থ সেবা এবং প্রতিটি হাসপাতালের ওয়ার্ড এবং ক্লিনিকের করিডোরে তাদের স্থায়ী প্রভাবকে সম্মান জানাই। ভারতবর্ষের প্রতিটি রাজ্যে পালিত হয় নার্স দিবস। নবি মুম্বাই মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন-এর নার্স কর্মীরা শপথ গ্রহণ করেন এই দিনে। এই শপথটি 'নাইটিঙ্গেল অঙ্গীকার' নামে পরিচিত, যা ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের সম্মানে নামকরণ করা হয়েছে। ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের জন্মবার্ষিকীতে আন্তর্জাতিক নার্স দিবস পালিত হয়। নাইটিঙ্গেলকে আধুনিক নার্সিংয়ের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। থানের হাসপাতালে নার্সরা নাইটিঙ্গেলকে শ্রদ্ধা জানান। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি প্রতি বছর আন্তর্জাতিক নার্স দিবস উপলক্ষে নার্সদের প্রতি শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। মোদি বলেছেন, 'আন্তর্জাতিক নার্স দিবস হল ,আমাদের পৃথিবীকে সুস্থ রাখতে দিন রাত কাজ করে চলা নার্সদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানোর একটি বিশেষ দিন। কোভিড-১৯ কে পরাস্ত করার লক্ষ্যে অসামান্য কাজ করে গিয়েছেন নার্সরা। আমরা নার্স এবং তাদের পরিবারের প্রতি চির কৃতজ্ঞ। ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে, আমাদের কঠোর পরিশ্রমী নার্সিং কর্মীরা অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছেন। আজ, আমরা নার্সদের কল্যাণে কাজ করার বিষয়ে আমাদের প্রতিশ্রুতি পুনরায় স্মরণ করছি এবং সেবাকর্মীদের যাতে কোনও অভাব না হয় সেজন্য এই ক্ষেত্রে আরও সুযোগ তৈরির বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করছি।' মোদির সাথে ১৪০ কোটি ভারতবাসী আন্তর্জাতিক নার্স দিবসে প্রতিটি নার্সকে শ্রদ্ধা জানায়। সামগ্রিকভাবে নার্সিং অনুশীলনে সহানুভূতি এবং সমতার গুরুত্বকে তুলে ধরে, যার লক্ষ্য সকলকে মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা। প্রতিটি নার্সকে সারা জীবন ধরে প্রতিদিন শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতা নিবেদন করলেই আন্তর্জাতিক নার্স দিবসের উদ্দেশ্য সফল হবে।

এসআইআর আতঙ্ক?

শ্বশুরবাড়িতে বিষপান করে 'আত্মহত্যার চেষ্টা' যুবকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: এসআইআর-এর আতঙ্কে শ্বশুরবাড়িতে বিষপান করে আত্মহত্যার চেষ্টা চালালো এক যুবক। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার রাতে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার তুলসীহাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের বসতপুর গ্রামে। রাতে অসুস্থ ওই যুবককে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করানো হয়, চাঁচোল সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে। এই ঘটনার পর অসুস্থ যুবককে দেখতে চাঁচোল হাসপাতালে যান হরিশ্চন্দ্রপুরের বিধায়ক তথা রাজ্যের সংখ্যালঘু উন্নয়ন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী তাজমুল হোসেন। তিনি বলেন, 'নির্বাচন কমিশন এবং কেন্দ্রের মোদি সরকারের হঠকারিতার সিদ্ধান্তের কারণেই রাজ্যের একাধিক জায়গায় এরকম আত্মহত্যার ঘটনা ঘটছে। এব্যাপারে এখনো পর্যন্ত কেন্দ্র সরকার বা নির্বাচন কমিশনের কোনও রকম সমবেদনাও জানাতে দেখা যায় নি। তাই আমরা এইসব ঘটনার প্রতিবাদ জানাচ্ছি।' এদিন মন্ত্রীর পক্ষ থেকে অসুস্থ এই যুবকের পরিবারকে আশ্বস্ত করা হয়।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, অসুস্থ যুবকের নাম রাজেশ আলি (২৬)। তাঁর বাড়ি মহেন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের নাজিরপুর গ্রামে। ১৬৫ নম্বর বুথে ভোটার রয়েছেন রাজেশ। তাঁর বাবার নাম আদিল মহম্মদ। দীর্ঘদিন ধরে এই নামেই ভোটার তালিকায় ছিল বলে অসুস্থ ওই যুবকের পরিবারের দাবি। কিন্তু এসআইআর চালু হওয়ার প্রাক্কালে ভোটারের তালিকা নতুন করে বার করতে

গিয়ে দেখতে পান রাজেশ আলির বাবার নাম রাজেশ মহম্মদ রয়েছে। এই ভুলের জন্যই নাম করে আতঙ্ক ছড়ায় ওই যুবকের মধ্যে। পেশায় দিনমজুর রাজেশ এই পরিস্থিতিতে কি করবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। তার ওপর গ্রামের একাংশ বন্ধুদের টিটকারিতে রীতিমতো ভয়ে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলেন ওই যুবক। এদিন নাজিরপুর গ্রামের নিজের বাড়ি থেকে দুই কিলোমিটার দূরে বসতপুর এলাকায় কাজ করতে গিয়েছিলেন রাজেশ। আচমকা সেখানে কীটনাশক খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা চালায় বলে অভিযোগ।

আহত যুবকের দাদা তফিজুল ইসলাম বলেন, 'আমাদের ভোটার কার্ডে নাম সব ঠিকই রয়েছে। কিন্তু অদ্ভুতভাবে রাজেশের বাবার নামের জায়গায় আদিল মহম্মদ না হয়ে রাজেশ মহম্মদ হয়ে গিয়েছে। এটা জানার পর থেকেই আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল রাজেশ। বিশেষ করে গ্রামের কিছু মানুষ ওকে আরও বেশি করে ভয় দেখাচ্ছিলো। বলা হচ্ছিল ভোটার কার্ড ভুল থাকলে নাকি ওকে দেশ থেকে তাড়িয়ে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দিবে। এরকম আতঙ্কে এদিন কাজ করতে গিয়ে সকলের অলক্ষ্যেই বিষ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা চালায়। ভোটার তালিকায় এই ভুলের জন্য প্রশাসনের কাছে অভিযোগ জানানো হয়েছে।' যদিও এপ্রসঙ্গে তৃণমূলের জেলার সহ সভাপতি প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'নির্বাচন কমিশন এবং কেন্দ্রীয় সরকার চূড়ান্ত অসংবেদনশীল এসআইআর নিয়ে আতঙ্কে মানুষ আত্মহত্যা করছেন। রাজ্যের একাধিক জায়গায় এমন ঘটনা ঘটেছে। তারপরেও টনক নড়ে নি কেন্দ্র সরকার বা নির্বাচন কমিশনের। এজন্য আমরা ধিক্কার জানাচ্ছি।' বিজেপি জেলা সাধারণ সম্পাদক অভিষেক সিংহানিয়া বলেন, 'তৃণমূলের মন্ত্রী বা সহ-সভাপতির, নির্বাচন কমিশন সংক্রান্ত বিষয় সম্পর্কে কিছু জানা নেই। ফলে যেখানে সেখানে বিভ্রান্তিকর মন্তব্য করে মানুষকে আতঙ্কিত করে তুলছেন।'

বিজেপির বিএলএ-২'কে মারধরের অভিযোগ মিনাখাঁয়

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: বিএলও-এর সঙ্গে থাকা বিজেপির বিএলএ-২'কে হুমকি দিয়ে মারধর করে সরিয়ে দিল দুষ্কৃতীরা। বিজেপির বিএলএ-২ প্রদীপ কুমার দাসের দাবি, তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা তাকে মারধর করে প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে বিএলও-এর সঙ্গ থেকে সড়িয়ে দিয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে মিনাখার আটপুকুর পঞ্চায়েতের ১২৫ নম্বর বুথ এলাকায়। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী বিএলও-এর সাথে রাজনৈতিক দলের বিএলএ-২'রা থাকবে। নিয়মমাফিক বিএলও-এর সাথে তৃণমূল এবং বিজেপির বিএলএ-২ রা বাড়ি বাড়ি যাচ্ছিল। অভিযোগ, হঠাৎই কিছু তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতী এসে বিজেপির বিএলএ-২ প্রদীপ কুমার দাসকে

মারধর করে। এমনকি তাঁকে প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে সেখান থেকে সরিয়ে দেয়। তাঁকে বিএলও-এর সঙ্গে একদমই যাওয়া নিষেধ করে দিয়েছে। যদিও এই বিষয়ে বিএলও বলেন, 'আমি কিছু জানি না, আমার সামনে কিছু হয়নি।' প্রদীপ কুমার দাসের দাবি, 'যে ভাবে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হচ্ছে, তাতে কাজ করা যাচ্ছে না। প্রশাসনের কাছে দাবি থাকবে যেন সুস্থভাবে কাজ করার জন্য যথাযথ প্রোটেকশন দেওয়া হয়।' এই ঘটনায় বিজেপির রাজ্য মুখপাত্র দীপঙ্কর সরকার বলেন, 'এটা তৃণমূলের চক্রান্ত। সঠিকভাবে কাজ করতে না দেওয়ার চেষ্টা তৃণমূলের। আমরা নির্বাচন কমিশনকে জানাবো এবং আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য আবেদন করব।' অন্যদিকে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে মিনাখাঁ ব্লক সভাপতি তাজ উদ্দিন মোল্লা বলেন, 'এটা গণতান্ত্রিক দেশ। এখানে এরকম কিছু হয় না। যে অভিযোগটা উঠছে মনে হয় সত্যি না। তবু আমরা দেখব, যদি এরকম হয় আমরা দলগত আলোচনা করে ব্যবস্থা নেব।'

ফরাক্কা এনটিপিসি'র ৫১তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন

নিজস্ব প্রতিবেদন, ফারাক্কা: ৭ ই নভেম্বর ফারাক্কা এনটিপিসি'র ৫১তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন করা হল। জাতিকে শক্তিশালী করার ৫০ বছর পূর্তি উৎসব পালিত হল ফারাক্কার এনটিপিসি চত্ত্বরে। ভারতের পাওয়ার সেক্টর সংস্থার পাঁচ দশকের অবদানকে স্মরণ করা হয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। অনুষ্ঠানটি প্রশাসনিক ভবন চত্বরে অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রকল্পের প্রধান দেবব্রত কর। সমাবেশে ভাষণ দিতে গিয়ে, এইচওপি ফারাক্কা এনটিপিসি ফারাক্কার ধারাবাহিক কর্মক্ষমতার প্রশংসা করেন এবং কর্মীদের শক্তি সেক্টরে এনটিপিসি-এর নেতৃত্বকে শক্তিশালী করার জন্য নিষ্ঠা ও উদ্ভাবনের সঙ্গে কাজ চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান। পরে, সিএমডি (কর্পোরেট সেন্টার) থেকে লাইভ টেলিকাস্টের মাধ্যমে কর্মচারিদের সম্বোধন করেন।

সুন্দরবনে জাল পাসপোর্ট-কাণ্ডে গ্রেপ্তার আরও ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: সুন্দরবনে জাল পাসপোর্ট কাণ্ডে গাইঘাটা থেকে গ্রেপ্তার মূলপাণ্ডা। ধৃতের নাম চিরঞ্জিত ঘোষ। ফলে ধৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো দুই। বিদেশে কাজের প্রলোভন দেখিয়ে একাধিক মানুষের থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা প্রতারণার অভিযোগ। অভিযুক্তের বাড়ি থেকে উদ্ধার একাধিক পাসপোর্ট। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে মোবাইল ফোন, কম্পিউটার, নথিপত্র। একাধিক ব্যক্তির পাসপোর্ট তৈরি করার নাম মোবাইল ফোনে আপলোড করা হয়েছে। বিদেশে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার নাম করে একাধিক মানুষের কাছ থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগেই গ্রেপ্তার মূলচক্রি। উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার হিঙ্গলগঞ্জ থানার হিঙ্গলগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের কুলের মাঠ এলাকার বাসিন্দা আব্দুল হামিদ গাজী। সে দীর্ঘদিন ধরে কলকাতা সহ বসিরহাট, বারাসাত, হিঙ্গলগঞ্জ ও হাসনাবাদ-সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষকে বিদেশে কাজের লোভ দেখিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করেছে। দুবাই, অস্ট্রেলিয়া ও সিঙ্গাপুর-সহ একাধিক জায়গায় কাজের প্রলোভন দেখিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছে তার বিরুদ্ধে। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে হিঙ্গলগঞ্জ থানার পুলিশ ৪৮ ঘণ্টা আগে আব্দুল হামিদ গাজীকে গ্রেপ্তার করে।

ব্যবসায়ীর বাড়িতে চুরি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: বাড়ি ফাঁকা থাকার সুবাদে এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে চুরি করে চম্পট দিলো চোরের দল। বিষয়টি নিয়ে থানার দারস্থ পরিবারের লোকেরা। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট থানার অন্তর্গত বড় রঘুনাথপুর এলাকার ঘটনা। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে বালুরঘাট থানার তরফে।

জানা গিয়েছে, রঘুনাথপুর এলাকার বাসিন্দা অরূপ কুণ্ডুর বাড়িতে এই চুরির ঘটনাটি ঘটে। জেলার ঐতিহ্যবাহী বোল্লা পুজো উপলক্ষে শুরু হওয়া মেলায় দোকান নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে পরিবারের লোকেরা। অভিযোগ, শনিবার ভোররাতে বাড়িতে কেউ না থাকার সুবাদে বাড়িতে ঘটে চুরির ঘটনা। চোরের দল নগদ অর্থ-সহ সোনার গয়না নিয়ে চম্পট দিয়েছে বলেই জানিয়েছেন পরিবারে লোকেরা। প্রতিবেশীদের কাছ থেকে চুরির ঘটনাটি জানতে পেরে এদিন সকালে বাড়িতে এসে চুরির ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করেন পরিবারের লোকেরা। পরবর্তীতে বিষয়টি নিয়ে বালুরঘাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করলে পরিদর্শনে আসে বালুরঘাট থানার পুলিশ।

বাইক বাহিনীর দাপট, প্রাণ গেল প্রৌঢ়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাদুড়িয়া: এলাকায় বাইক বাহিনীর দাপটে প্রাণ গেল মহানন্দ বিশ্বাস নামে এক প্রৌঢ়ের। ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ গ্রামবাসীর। গ্রেপ্তার ১। মৃত মহানন্দ বিশ্বাসের বাড়ি বাদুড়িয়ার যদুরহাটি উত্তর গ্রাম পঞ্চায়েতের পঞ্জি এলাকায়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, নসিমপুর, শেরপুর-বিভিন্ন এলাকা থেকে একদল যুবক পাশেই জঙ্গলপুর হাই স্কুল শুরু ও শেষের সময় এবং সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ সাইলেন্সার বিহীন বাইক দ্রুত গতিতে চালিয়। বিকট শব্দে এলাকায় দাপাদাপি করে। বাঁধা দিলে দাদাগিরি করে বলে অভিযোগ।

তালগ্রামে কন্যাশিশু হত্যার চেষ্টা, মানবিক মুখ ঝাড়গ্রাম জেলাশাসকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: ঝাড়গ্রামের বেলিয়াবেড়া থানার তালগ্রাম গ্রামে কন্যা শিশু হত্যার চেষ্টার ঘটনায় নড়েচড়ে বসেছে সমগ্র জেলা প্রশাসন। অমানবিকতার অন্ধকারে আলো জ্বালাতে শনিবার সকালে নিজে উপস্থিত হলেন ঝাড়গ্রামের জেলা শাসক আকাঙ্খা ভাস্কর। তাঁর সঙ্গে ছিলেন ঝাড়গ্রাম মহকুমার শাসক অনিন্দিতা রায় চৌধুরী-সহ প্রশাসনের একাধিক আধিকারিক।

শুধু দপ্তরের সীমায় আবদ্ধ নন, মাঠে নেমে মানুষের পাশে দাঁড়ান তিনি। তালগ্রামের সাধারণ মানুষের চোখে তাই শনিবার দেখা গেল এক ভিন্ন চিত্র, 'দপ্তরের জেলাশাসক' নয়, 'মানবিক আকাঙ্খা ভাস্কর'। এদিন ঝাড়গ্রাম জেলা প্রশাসনের নির্দেশে গোপীবল্লভপুর-২ ব্লক প্রশাসন ও পঞ্চায়েত সমিতির যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় এক সচেতনতা শিবির। উপস্থিত ছিলেন শতাধিক মহিলা, কন্যাশ্রী ও গ্রামবাসীরা। মঞ্চে অভিনীত নাটকে ফুটে ওঠে বাল্যবিবাহ, কিশোরী গর্ভাবস্থা ও কন্যা শিশু হত্যার মতো সামাজিক অপরাধের কু-ফল। জেলাশাসক মাটিতে বসে নাটক দেখেন, কন্যাশ্রী ও মহিলাদের পাশে বসে তাঁদের সঙ্গে কথা বলেন। প্রশাসনের অন্যান্য আধিকারিকরাও মিশে যান গ্রামবাসীদের ভিড়ে। জেলা শাসকের পাশে দাঁড়িয়ে গ্রামের মহিলারা বললেন, 'আজ আমাদের কথা কেউ শুনছে, সেটাই সবচেয়ে বড় সাহস।' সচেতনতা শিবিরে নাটক শেষে আকাঙ্খা ভাস্কর পা রাখেন গ্রামে। বাড়ি বাড়ি গিয়ে দেখেন মানুষ কীভাবে জীবনধারণ করছে, কী চাই তাঁদের জীবনে। শোনেন অভাবের গল্প, লেখেন উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি। তাঁর চোখেমুখে ছিল প্রশাসনের দৃঢ়তা, হৃদয়ে ছিল এক মায়ের মমতা। ঝাড়গ্রামের জেলাশাসক বলেন, আকাঙ্খা ভাস্কর বলেন, 'আমরা আজ এসেছি শুধু প্রশাসনের প্রতিনিধি হিসেবে নয়, সমাজের সহযাত্রী হিসেবে। এই গ্রামের মেয়েরা অনেক সচেতন, তাঁদের সাহসই আমাদের অনুপ্রেরণা। আশা করি, এমন হৃদয়বিদারক ঘটনা আর কখনও ঘটবে না। প্রতিটি কন্যা শিশুই আমাদের ভবিষ্যৎ, তাঁদের সুরক্ষা নিশ্চিত করাই আমাদের কর্তব্য।' এদিনের সচেতনতা শিবিরে উপস্থিত ছিলেন, জেলা পুলিশের ডিএসপি (হেডকোয়ার্টার) সমীর অধিকারী, গোপীবল্লভপুর-২ ব্লকের ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক রাহুল বিশ্বাস, গোপীবল্লভপুর বিধানসভার বিধায়ক ডা. খগেন্দ্রনাথ মাহাতো, নয়াগ্রাম বিধানসভার বিধায়ক দুলাল মুর্মু, বেলিয়াবেড়া থানার ওসি নিলু মণ্ডল, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শর্বরী অধিকারী, পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ টিঙ্কু পাল ও সমাজসেবী স্বপন পাত্র সকলেই ছিলেন এদিনের কর্মসূচিতে। স্থানীয় বাসিন্দাদের কথায়, 'এই প্রথম কোনও জেলা শাসক আমাদের গ্রামের মাটিতে এসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটালেন, আমাদের কথা মন দিয়ে শুনলেন। তিনি শুধু অফিসার নন, এক মানবিক মানুষ।' উল্লেখ্য, গত শনিবার তালগ্রামে মাত্র আট দিনের এক কন্যা শিশুকে দুধে কিটনাশক মিশিয়ে খাওয়ানোর অভিযোগ ওঠে শিশুটির ঠাকুমার বিরুদ্ধে। রাতেই পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে। সেই হৃদয়বিদারক ঘটনার পরই জেলা প্রশাসনের এই সরাসরি তৎপরতা প্রমাণ করল। আকাঙ্খা ভাস্করের নেতৃত্বে ঝাড়গ্রাম জেলা প্রশাসন কেবল কর্তৃত্বের নয়, মানবিকতারও প্রতীক।

শিশুর জীবনরক্ষায় বোন ম্যারো ট্রান্সপ্ল্যান্টে জরুরি ৪০ লক্ষ টাকা, অসহায় পরিবার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: শরীরে রক্ত তৈরি হয় না। জীবন রক্ষায় বোন ম্যারো ট্রান্স প্ল্যান্ট জরুরি, প্রয়োজন ৪০ লক্ষ টাকা। এই অবস্থায় গঙ্গাজলঘাটির ভাড়াডিহি গ্রামের আঁখি মাজি নামে এক শিশুর শুধুমাত্র অর্থের অভাবে জীবন সংশয় দেখা দিয়েছে। সকলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানে ছোট্ট আঁখি জীবন ফিরে পেতে পারে, এমনটাই তাঁর পরিবার সূত্রে জানানো হয়েছে।

একটি বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত আঁখি-র বাবা মিঠু মাজি বলেন, 'মেয়ের যখন মাত্র ছ'মাস বয়স তখন জ্বরে আক্রান্ত হয়। বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ, কলকাতার ইনস্টিটিউট অব চাইল্ড হেল্‌থ ঘুরে চেন্নাইয়ের অ্যাপেলো হাসপাতালে চিকিৎসাধীন সে। ডায়মণ্ড-ব্ল্যাকফ্যান অ্যানিমিয়ায় আক্রান্ত মেয়ের শরীরে রক্ত তৈরি না হওয়ায় এই অবস্থায় মেয়েকে সুস্থ করে তুলতে অতি দ্রুত বোন ম্যারো ট্রান্সপ্ল্যান্ট জরুরি। খরচ ৪০ লক্ষ টাকা। আর ওই বিপুল পরিমান টাকা তাদের পক্ষে জোগাড় করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। এই অবস্থায় মেয়ের জীবন রক্ষার্থে সকলের কাছে আর্থিক সাহায্যের কাতর আবেদন জানিয়েছেন তিনি ও তাঁর স্ত্রী।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD
পরিশিষ্ট - ৪ রুল ৮(১)
দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
ধরমতলা স্ট্রিট শাখা
৫, সি আর এভিনিউ, কলকাতা - ৭০০০৭২

যেহেতু
নিম্নস্বাক্ষরকারী অনুমোদিত অফিসার **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক,** ২০০২ সালের (২০০২ এর ৫৪) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **১১.০৮.২০২৫** তারিখে **ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতা : (১) শ্রী আনন্দ কুমার আগরওয়াল,** ঠিকানা পুষ্পালয় অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং ৩০১, বিবেকানন্দ কলোনি, পো - পানিহাটি, কলকাতা - ৭০০১১৪ **(২) শ্রী ভাস্কর আগরওয়াল,** ঠিকানা পুষ্পালয় অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং ৩০১, বিবেকানন্দ কলোনি, পো - পানিহাটি, কলকাতা - ৭০০১১৪। **(৩) শ্রীমতী মঞ্জু আগরওয়াল,** ঠিকানা পুষ্পালয় অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং ৩০১, বিবেকানন্দ কলোনি, পো - পানিহাটি, কলকাতা - ৭০০১১৪। নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৪৮,০৩,৬০৩.০০ টাকা** (আটচল্লিশ লাখ তিন হাজার ছশো তিন টাকা) **১১.০৮.২০২৫** অনুযায়ী নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করা হয়েছে।
ঋণগ্রহীতা/ঋণগ্রহীতার আইনি উত্তরাধিকারীগণ বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **৭ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে।**
ঋণগ্রহীতা/ঋণগ্রহীতার আইনি উত্তরাধিকারীকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, ধরমতলা স্ট্রিট শাখার** নিকট বকেয়া **৪৮,৯৯,৯৩৮.০০ টাকা** (আটচল্লিশ লাখ নিরানব্বই হাজার নশো আটত্রিশ টাকা) **০৭.১১.২০২৫** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ সহ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।"

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
বন্ধকদত্ত সম্পদ : বসবাসের ফ্ল্যাট নং ৩০১, চতুর্থতলে, পরিমাপ ২১৩৪ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি এবং অবিভক্ত জমির যথাযথ ভাগ অংশ জমি ৩ কাঠা ১১ ছটাক ২৩ বর্গফুট কমবেশি ভবন সম্পত্তি সংশ্লিষ্ট সকল সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সহ, ৪ বেড রুম, ১ ডাইনিং তথা হলরুম, ৩ বাথ তথা প্রিভি, ১ ডব্লুসি এক কিচেন, ২ ব্যালকনি, ২ প্যাসেজ মার্বেল মেঝে ভবনের নাম পুষ্পালয়, প্রেমিসেস নং ৬৭, বিবেকানন্দ কলোনি, হোল্ডিং নং ৭৩, থানা : খড়দহ,পো : পানিহাটি, কলকাতা - ৭০০১১৪, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা।
সম্পত্তির তপশিল : অবিভক্ত যথাযথ অংশ জমি ৩ কাঠা ১১ ছটাক ২৩ বর্গফুট কমবেশি মৌজা : পানিহাটি,জেএল নং ১০, ইপি নং ২৩, এসপি নং ৩৪, সিএস এবং আরএস প্লট নং ১৪০৯(অংশ, খতিয়ান নং ৩৩৬৮, প্রেমিসেস নং ৬৭, বিবেকানন্দ কলোনি,থানা : খড়দহ,পো : পানিহাটি, কলকাতা- ৭০০১১৪। জেলা :উত্তর ২৪ পরগনা, হোল্ডিং নং ৬৬, বর্তমানে ৭৩, ওয়ার্ড নং ৪, পানিহাটি পুরসভা অধীন, সাব রেজিস্ট্রেশন অফিস সোদপুর, উত্তর ২৪ পরগনা, এবং **চৌহদ্দি :** উত্তরে : শ্রীমতি ঝুমা সাহা এর ভবন, দক্ষিণে : শ্রী পঙ্কজ কুমার সাহা এর ভবন, পূর্বে : ১৮ ফুট চওড়া বিবেকানন্দ কলোনি রোড, পশ্চিমে : শ্রী তপন চ্যাটার্জির ভবন।

তারিখ : ০৭.১১.২০২৫/স্থান : কলকাতা — অনুমোদিত অফিসার/ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
আউরুন ফার্নিশিংস ম্যান-ট্রা প্রাইভেট লিমিটেড (লিকুইডেশনে)
CIN : U17299WB2005PTC103259
লিকুইডেটর : উমেশ পোদ্দার
(রেজি. নং IBBI/IPA-001/IP-P01912/2019-2020/12962)
আউরুন ফার্নিশিংস ম্যান-ট্রা প্রাইভেট লিমিটেড (কর্পোরেট ডেটর দেউলিয়াগ্রস্ত) এর নিম্নস্বাক্ষরকারী লিকুইডেটর হিসেবে মহামান্য এনসিএলটি, কলকাতা বেঞ্চ কর্তৃক নিযুক্ত উল্লেখ্য নির্দেশ তারিখ ১৮.০৮.২০২৩, কর্পোরেট ডেটরের (২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড অধীনে সম্পদের বিক্রি) লিকুইডেশন এস্টেটের অংশ হিসেবে নিম্নোক্ত অস্থাবর এবং স্থাবর সম্পত্তি ই-নিলাম মাধ্যমে ''যেখানে যেমন আছে ভিত্তিতে'', ''যা আছে ভিত্তিতে'', ''যেমন আছে ভিত্তিতে'' এবং ''পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত'' বিক্রি করতে আগ্রহী। ব্যাঙ্কনেট প্রদত্ত ই-নিলাম পরিষেবা মাধ্যমে নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক বিক্রি করা হবে: নন পারফর্মিং অ্যাসেটের (এনপিএ) বিক্রি ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক এর ইনিলাম পোর্টাল মাধ্যমে।

নিলামের তারিখ	০৯.১২.২০২৫	
বায়না জমা দাখিলের শেষ তারিখ	০৪.১২.২০২৫	
টেন্ডার নথি দাখিলের শেষ তারিখ	৩০১১.২০২৫	
সম্পদের বিবরণ	**সংরক্ষিত মূল্য**	**বায়না জমা দাখিল**
অ্যাসেট লট : ১ : ইউনিট নং ৩০১, তিনতলা, ব্লক সি এসডিএফ ভবন প্রেমিসেস নং ১৯, ক্যানাল সাউথ রোড, ওয়ার্ড নং ৫৭, বরো নং ৭, কলকাতা পৌর সংস্থা, থানা : প্রগতি ময়দান এর গুদাম বিক্রি।	**১,৫৭,৯৭,৭৯৯ টাকা** (এক কোটি সাতান্ন লাখ সাতানব্বই হাজার সাতশো নিরানব্বই টাকা)	**১৫,৮০,০০০ টাকা** (পনেরো লাখ আশি হাজার টাকা)

ক. কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম ''যেখানে যেমন আছে'', ''যেখানে যা আছে'', ''যেমন অবস্থায় আছে'' এবং ''কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত' কোন প্রতিনিধিত্ব, ওয়ারেন্টি বা ক্ষতিপূরণ ছাড়াই অনুষ্ঠিত হবে এবং ''অনলাইনে'' পরিচালিত হবে।
খ. এই বিজ্ঞপ্তিটি বিক্রয় প্রক্রিয়া স্মারকের সাথে একত্রে পঠিত হবে যাতে সম্পদের বিবরণ, অনলাইন ই-নিলাম বিড ফর্ম, ঘোষণা এবং আন্ডারটেকিং ফর্ম, ই-নিলামের সাধারণ নিয়ম ও শর্তাবলী রয়েছে যা ব্যাঙ্কনেট-এ উপলব্ধ অ-কার্যকর সম্পদ (এনপিএ) বিক্রির জন্য ভারতীয় ব্যাংকগুলির জন্য ই-নিলাম পোর্টাল। আরও বিস্তারিত জানার জন্য, অনুগ্রহ করে aawr6750@rediffmail.com-এ একটি ই-মেইল পাঠান।
***ডিসক্লেমার :** বিজ্ঞাপনটি দরদাতাদের স্বার্থ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে এবং লিকুইডেটরের পক্ষ থেকে কোনও ধরণের বাধ্যতামূলক বাধ্যবাধকতা তৈরি করে না। লিকুইডেটর এই আমন্ত্রণপত্রটি সংশোধন এবং/অথবা বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করেন, যার মধ্যে যেকোনো সময়সীমা বা প্রক্রিয়া অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এখানে, যেকোনো সময় এবং যেকোনো কারণে, কারণ দর্শানো ছাড়াই। উপরোক্ত সময়সীমা সহ আমন্ত্রণপত্রে এই ধরনের যেকোনো সংশোধনী অবহিত করা হবে।

স্বা/-
উমেশ পোদ্দার
রেজি. নং - IBBI/IPA-001/IP-P01912/2019-2020/12962
রেজিস্টার্ড অফিস :
২, লালবাজার স্ট্রিট, ৩য় তল
রুম ২০১-২০৩, কলকাতা - ৭০০০০১
ইমেল : capoddarumesh@gmail.com
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ০৯.১১.২০২৫

SAHARA HOUSINGFINA CORPORATION LIMITED
CIN : L18100WB1991PLC099782
Regd. & Corp. Office : 46, Dr. Sundari Mohan Avenue, Kolkata - 700 014
Ph : +913322890148/6708
E-mail : info.saharahousingfina@gmail.com/ info.saharahousingfina@sahara.in
Website : www.saharahousingfina.com

NOTICE

Notice is hereby given pursuant to Regulations 29 and 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on **Friday, November 14, 2025** to consider and approve, inter-alia, the Un-audited Financial Results of the company for the quarter ended September 30, 2025. This information is also available on the website of the company at www.saharahousingfina.com and on the website of the BSE Ltd. at www.bseindia.com.

For Sahara Housingfina Corporation Ltd.
Sd/-
(D. J. Bagchi)
CEO, Company Secretary & Compliance Officer
Place : Kolkata
Date : 08.11.2025

SBI
স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল
জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
ফোন - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২, ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in
ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত - নাম - তপন কুমার রায়, ই-মেল আইডি -sbi.15196@sbi.co.in মোবাইল - ০৮০০১২০৭৮১১

স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) অধীনে স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে।
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** এবং **'যেখানে যা আছে', 'যেখানে যেমন আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে'** ভিত্তিতে বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে নিম্নোক্ত তারিখ মোতাবেক।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় - তারিখ - ১০.১২.২০২৫
নিলামের সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রতিটি অসীমামিয়ত ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ

ক্রম নং	ইউনিট/ঋণগ্রহীতা/ জামিনদাতাগণের নাম	বিক্রয়দত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি ১০ শতাংশ গ) ডাক বর্ধিত পরিমাণ
১	**ঋণগ্রহীতা :** **ক) শ্রীমতি কল্পনা দাস** স্বামী প্রয়াত বাসুদেব দাস, **ব্যক্তিগত জামিনদাতা :** **শ্রী আশিস দাস** (পিতা প্রয়াত বাসুদেব দাস) বন্ধকদাতা তথা জামিনদাতা **উভয়ের ঠিকানা :** গ্রাম : হরিপুর, পো :অক্ষয়নগর, থানা : কাকদ্বীপ, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭৪৩৩৪৭।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ এরিয়া ০৮ শতক, তৌজি নং ২৭৩২, মৌজা : কাকদ্বীপ, জেএল নং ৩৯, সাবেক খতিয়ান নং ২, আরএস খতিয়ান নং ৫০১, এলআর খতিয়ান নং ৩৫৭৮, সাবেক দাগ নং ৪৩৩/৪৩১, হাল দাগ নং ৭৩০/৮৯৪, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, **উল্লেখ্য দলিল নং ১-১২৫ -১৯৯৩** সালের, তারিখ ০৮.০১.১৯৯৩। রেজিস্ট্রিকৃত এসআরপি কাকদ্বীপ সমীপে (বুক নং ১, ভল্যুম নং ২, পৃষ্ঠা ২৩১-২৩৪) **সম্পত্তি আশিস দাসের নামে। সম্পত্তির চৌহদ্দি (দলিল অনুযায়ী) :** উত্তরে : কার্তিক দাসের জমি, দক্ষিণে : বাসুদেব দাসের জমি, পূর্বে : বসবাসের জমি দাগ নং ৭৩০/৮৯৪, পশ্চিমে : পাথওয়ে। **সম্পত্তি প্রতীকী দখলীকৃত।**	**৭৬,৯৬,৭৮৯.০০ টাকা (ছিয়াত্তর লাখ ছিয়ানব্বই হাজার সাতশ উননব্বই টাকা) ১৬.০৭.২০২৪ অনুযায়ী এবং ১৭.০৭.২০২৪ থেকে** পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ বকেয়া	ক) ১৪,৪৬,০০০.০০ টাকা খ) ১,৪৪,৬০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা যোগাযোগের ব্যক্তি ৮০০১২০৭৮১১ ৭০১৯২২৩৬৯৬ **পর্যবেক্ষণের তারিখ ০৩.১২.২০২৫**
২	**ঋণগ্রহীতা :** **প্রয়াত বাসুদেব দাস, আইনি উত্তরাধিকারীগণ/ জামিনদাতা কর্তৃক প্রতিনিধিত্বকারী** **ক) শ্রীমতি কল্পনা দাস** (স্ত্রী এবং প্রয়াত বাসুদেব দাসের আইনি উত্তরাধিকারী এবং ব্যক্তিগত জামিনদাতা), **খ) শ্রী আশিস দাস** (পুত্র এবং প্রয়াত বাসুদেব দাসের আইনি উত্তরাধিকারী) **গ) শ্রী দেবাশিস দাস** (পুত্র এবং প্রয়াত বাসুদেব দাসের আইনি উত্তরাধিকারী) **সকলের ঠিকানা :** গ্রাম : হরিপুর, পো :অক্ষয়নগর, থানা : কাকদ্বীপ, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭৪৩৩৪৭। **ঘ) শ্রীমতি অনিমা দাস** (তপন দাসের স্ত্রী এবং কন্যা এবং প্রয়াত বাসুদেব দাসের আইনি উত্তরাধিকারী) **ঠিকানা :** গ্রাম এবং পোস্ট অফিস : শিবকালীনগর, থানা : কাকদ্বীপ, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭৪৩৩৪৭।	১. সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি এবং তদস্থিত পাকা নির্মাণ পরিমাপ আনুমানিক ৭ ডেসিমেল, অবস্থিত মৌজা : কাকদ্বীপ, জেএল নং ৩৯, তৌজি নং ২৭৩২, সাবেক দাগ নং ৪৩১ এবং ৪৩৩, আরএস দাগ নং ৭৩৭/৮৯৪, খতিয়ান নং ৫০১, থানা : কাকদ্বীপ, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, রেজিস্ট্রিকৃত **উল্লেখ্য দলিল নং ১-২৫৭৮-১৯৯৬ সালের, সম্পত্তি প্রয়াত বাসুদেব দাসের নামে।** ২) সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি এবং তদস্থিত পাকা নির্মাণ পরিমাপ আনুমানিক ৫.৫ ডেসিমেল, অবস্থিত মৌজা : কাকদ্বীপ, জেএল নং ৩৯, তৌজি নং ২৭৩২, সাবেক দাগ নং ৫১৭ এবং হাল দাগ নং ৭৩৭, খতিয়ান নং ৫১৬, থানা : কাকদ্বীপ, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, **রেজিস্ট্রিকৃত উল্লেখ্য দলিল নং ১-১২০-১৯৯৩ সালের, সম্পত্তি প্রয়াত বাসুদেব দাসের নামে।** ৩) সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি এবং তদস্থিত পাকা নির্মাণ পরিমাপ আনুমানিক ৬ ডেসিমেল অবস্থিত মৌজা : কাকদ্বীপ, জেএল নং ৩৯, তৌজি নং ২৭৩২, সাবেক দাগ নং ৫১৭ এবং হাল দাগ নং ৭৩৭, খতিয়ান নং ৫১৬, থানা : কাকদ্বীপ, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, **রেজিস্ট্রিকৃত উল্লেখ্য দলিল নং ১-১২২-১৯৯৩ সালের, সম্পত্তি প্রয়াত বাসুদেব দাসের নামে।** ৪) সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি এবং তদস্থিত পাকা নির্মাণ পরিমাপ আনুমানিক ৫.৫ ডেসিমেল, অবস্থিত মৌজা : কাকদ্বীপ, জেএল নং ৩৯, তৌজি নং ২৭৩২, সাবেক দাগ নং ৫১৭ এবং হাল দাগ নং ৭৩৭, খতিয়ান নং ৫১৬, থানা : কাকদ্বীপ, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, **রেজিস্ট্রিকৃত উল্লেখ্য দলিল নং ১-১২১-১৯৯৩ সালের, সম্পত্তি প্রয়াত বাসুদেব দাসের নামে।** **সম্পত্তি প্রতীকী দখলীকৃত।**	**১,০৬,২২,১০৬.৯২ টাকা (এক কোটি ছয় লাখ বাইশ হাজার একশ ছয় টাকা এবং বিরানব্বই পয়সা) ১৬.০৭.২০২৪ অনুযায়ী এবং ১৭.০৭.২০২৪ থেকে** পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ বকেয়া	ক) ৪৮,৬২,০০০.০০ টাকা খ) ৪,৮৬,২০০.০০ টাকা গ) ২৫,০০০.০০ টাকা যোগাযোগের ব্যক্তি ৮০০১২০৭৮১১ ৭০১৯২২৩৬৯৬ **পর্যবেক্ষণের তারিখ ০৩.১২.২০২৫**

দ্রষ্টব্য ১ : ইচ্ছুক ক্রেতাগণ যৌথ ডাক ১ এবং ২ অধীনে সম্পত্তির এককভাবে ডাক দেবেন এবং ক্রম নং ১ বা ২ পৃথকভাবে গৃহীত হবে না
দ্রষ্টব্য ২ : ২১.১০.২০২৫ তারিখে ইস্যুকৃত বিক্রয় নোটিশ প্রত্যাহার করা হল এবং স্বত্ব দখলের পর স্বচ্ছ নোটিশ জারি করা হল।
ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com বা যোগাযোগ করুন ৮২৯১২২০২২০ নম্বরে

ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পূর্বে আগ্রহী ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে উক্ত ওয়েবসাইটে সংযুক্ত নিয়ম এবং শর্তাদি অনুধাবন করতে

তারিখ : ০৯.১১.২০২৫
স্থান : কলকাতা
কোনও অসুবিধার ক্ষেত্রে ইংরাজি মাধ্যম প্রাধান্য পাবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

AXIS BANK
অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিঃ
অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি. এ.সি. মার্কেট বিল্ডিং, ১ শেক্সপীয়ার সরণী, ৩য় ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০৭১
সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮(১) সঙ্গে পঠিত পরিশিষ্ট-৪ অনুযায়ী)

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.-এর অনুমোদিত অফিসার স্বরূপ সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস রুল ৩ সংস্থান অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে উক্ত নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে চুক্তির হার অনুযায়ী সুদ, জরিমানা সুদ, চার্জ, শুল্ক ইত্যাদি সহ ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির নিম্নোক্ত তারিখ অনুযায়ী নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক স্বত্ব দখলীকৃত হয়েছে।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির কোনরূপ লেনদেন না করতে এবং কোনরূপ লেনদেন অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.-এর নিকট বকেয়া, পরবর্তী সুদ, জরিমানা সুদ, শুল্ক ইত্যাদি দাবি নোটিশের তারিখ থেকে আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আদায় দিয়ে উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ঋণগ্রহীতাগণ / জামিনদাতাগণের নাম ও ঠিকানা	ক. বর্তমান তারিখে বকেয়া খ. দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ. দখলের তারিখ (স্বত্ব)
শ্রী আনসার খান	ক) **১৯,৪৮,৯৯৩.৬৮ টাকা** (উনিশ লাখ আটচল্লিশ হাজার নশো তিরানব্বই টাকা এবং আটষট্টি পয়সা) লোন এ/সি নং ********** ৯৩১৫ অধীন ১৯.০৪.২০২১ অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ০১.১১.২০২০ পর্যন্ত সুদ সহ) এবং **৩৭,০০২.১৩ টাকা** (সাঁয়ত্রিশ হাজার দুই টাকা এবং তেরো পয়সা) লোন এ/সি নং ********** ৯৩৩১ অধীন ১৯.০৪.২০২১ অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ০১.০৭.২০২০ পর্যন্ত সুদ সহ) বকেয়া খ) ১৯.০৪.২০২১ গ) ০৬.১১.২০২৫

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ আনুমানিক ১০ ডেসিমেল, অবস্থিত মৌজা : কালুরভেড়ি, জেএল নং ৭৪, এলআর খতিয়ান নং ৯২৬, প্লট নং ২৮৬, থানা : ভগবানপুর,জেলা : পূর্ব মেদিনীপুর, এবং তদস্থিত ভবন নির্মিত সংশ্লিষ্ট জমিতে।

ঋণগ্রহীতাগণ / জামিনদাতাগণের নাম ও ঠিকানা	ক. বর্তমান তারিখে বকেয়া খ. দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ. দখলের তারিখ (স্বত্ব)
শ্রীমতি লতিতা শ্রী মুর্তি স্বামী শ্রী ভেঙ্কটেশ চৌধুরী, ১১৪৪ মাদুরদহ কৃষ্ণ অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং ১, হোসেনপুর, কলকাতা- ৭০০১০৭। **আরও ঠিকানা : প্রেমিসেস নং ১৫২৫, মাদুরদহ, কলকাতা -৭০০১০৭,** **আরও ঠিকানা : ইনস্টিটিউট অব প্রফেশনাল স্টাডিজ, ৩৫৬/১, বড়খোলা, কলকাতা- ৭০০০৯৯।**	ক) **২,৩১,৩১,৪৮৬ টাকা (দুই কোটি একত্রিশ লাখ একত্রিশ হাজার চারশ ছিয়াশি টাকা)** লোন এ/সি নং ********** ৪৮৩৯ অধীন ২২.০৮.২০২৫ অনুযায়ী খ) ২২.০৮.২০২৫ গ) ০৬.১১.২০২৫

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
জমির বিবরণ
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ দায়মুক্ত বাস্তু জমি আনুমানিক এরিয়া ৩ কাঠা ৪ ছটাক ২৭ বর্গফুট জমি ,তৌজি নং ২৯৯৮, সিএস দাগ নং ৪১১, আরএস দাগ নং ৪১৭ (নতুন), জেএল নং ১২, মৌজা : মাদুরদহ, সিএস খতিয়ান নং ১৫৯, আরএস খতিয়ান নং ১৫৩/১, টালিগঞ্জ থানা বর্তমানে তিলজলা থানা অধীন, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, সাব রেজিস্ট্রার ,আলিপুর, বর্তমানে অতিরিক্ত সাব রেজিস্ট্রার শিয়ালদহ, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, সংখ্যায়িত প্রেমিসেস নং ১৫২৫, মাদুরদহ, কলকাতা- ৭০০১০৭, **চৌহদ্দি : উত্তরে :** ২০ ফুট চওড়া সড়ক; **দক্ষিণে :** স্কিম প্লট নং পি-২/১/৩০; **পূর্বে :** স্কিম প্লট নং পি-২/১/২৭; **পশ্চিমে :** স্কিম প্লট নং পি-২/১/২৫।
ভবনের বিবরণ
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ দায়মুক্ত বাস্তু জমি আনুমানিক এরিয়া ৩ কাঠা ৪ ছটাক ২৭ বর্গফুট কমবেশি একতলা এবং ৩ তলা ভবন বসবাসের জন্য ঢাকা এরিয়া আনুমানিক ৪৯০০ বর্গফুট ,লিফট এর জন্য নির্মাণ অবস্থিত তৌজি নং ২৯৯৮, সিএস দাগ নং ৪১১, আরএস দাগ নং ৪১৭ (নতুন), জেএল নং ১২, মৌজা : মাদুরদহ, সিএস খতিয়ান নং ১৫৯, আরএস খতিয়ান নং ১৫৩/১, টালিগঞ্জ থানা বর্তমানে তিলজলা থানা অধীন, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, সাব রেজিস্ট্রার, আলিপুর, বর্তমানে অতিরিক্ত সাব রেজিস্ট্রার শিয়ালদহ, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, সংখ্যায়িত প্রেমিসেস নং ১৫২৫, মাদুরদহ, কলকাতা- ৭০০১০৭, সম্পত্তি লতিতা শ্রী মুর্তি এর নামে।

তারিখ : ০৯.১১.২০২৫
স্থান : পশ্চিমবঙ্গ
স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিঃ

কল্যাণপুরে তৃণমূল বুথ সভাপতির বাড়ি থেকে এসআইআর-এর ফর্ম বিলির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: কালনা কল্যাণপুর পঞ্চায়েতের জিউধরা এলাকায় তৃণমূলের বুথ সভাপতির বাড়ি থেকে চাটাই পেতে বসে এসআইআর-এর ফর্ম বিলির অভিযোগ। এলাকাবাসীর আপত্তিতে বুথ সভাপতির বাড়ির পাশে চাটাই পেতে ফের ফর্ম বিলি করার কাজ চলে। ঘটনাকে ঘিরে শুরু হয় রাজনৈতিক তরজা।

পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনা দুই ব্লকের কল্যাণপুর পঞ্চায়েতের ১৭২ নম্বর বুথে সরকারি নির্দেশিকা উপেক্ষা করে রাস্তার ধারে বসে এসআইআর-এর ফর্ম বিতরণের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের বুথ সভাপতি আরতি মিত্র ও সংশ্লিষ্ট বিএলও। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী, ভোটার তালিকা সংশোধনের জন্য বিএলও-দের প্রতিটি বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে ফর্ম বিতরণ ও সংগ্রহ করার কথা। কিন্তু শুক্রবার সন্ধ্যায় দেখা যায়, কল্যাণপুরের ওই বুথে রাস্তার ধারে চাটাই পেতে ফর্ম বিলি করছেন তৃণমূলের বুথ সভাপতি ও বিএলও একসঙ্গে। রাত বাড়তেই ফর্ম নিতে ভিড় জমে এলাকাবাসীদের। যদিও তিনি স্বীকার করেছেন, যে সেখান থেকেই ফর্ম বিতরণ ও ফোনে তথ্য যাচাইয়ের কাজ করছিলেন। ফর্ম নিতে আসা একাধিক এলাকার মানুষ অভিযোগ করে বলেন, বাড়িতে বিএলও আসেননি, তাই বাধ্য হয়ে এখানে এসে ফর্ম নিতে হয়েছে। বুথ সভাপতি আরতি মিত্র জানান, 'মানুষের সুবিধার জন্যই আমরা প্রতিটি পাড়া ধরে এক জায়গায় সবাইকে ডেকে ফর্ম পূরণের কাজ করছি।' যদিও তিনি স্বীকার করেন, এই পদ্ধতি সরকারি নির্দেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

বনগাঁর চেয়ারম্যানকে পদত্যাগের নির্দেশ জেলা তৃণমূলের সভাপতির

টিটব বিশ্বাস বনগাঁ: আগামী সাত দিনের মধ্যে বনগাঁ পৌরসভার চেয়ারম্যান গোপাল শেঠকে পদত্যাগ করবার নির্দেশ দিয়ে চিঠি পাঠালেন বনগাঁ জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস। বনগাঁ পৌরসভার চেয়ারম্যান গোপাল শেঠকে গত ৬ নভেম্বর পদত্যাগ করার জন্য দলীয় নির্দেশ আসা সত্ত্বেও তিনি এখনো পর্যন্ত পদত্যাগ করেননি। শনিবার বনগাঁ পৌরসভার ১৭ জন কাউন্সিলরকে নিয়ে বনগাঁ জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের কার্যালয় একটি বৈঠক হয়। সেখানে ১৭ জন কাউন্সিলর দলীয় নির্দেশকে মান্যতা দেবে বলে জানিয়েছেন। এই বিষয়ে বনগাঁ জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস সাংবাদিক সম্মেলন করে জানিয়েছেন, 'গোপাল শেঠকে চিঠি পাঠানো হচ্ছে, সেই চিঠিতে লেখা হয়েছে।'

বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, 'গত ৬ নভেম্বর বনগাঁ পৌরসভার পদ থেকে পদত্যাগের দলীয় নির্দেশ প্রদান করা সত্ত্বেও ৮ নভেম্বর হয়ে গেলেও গোপাল শেঠ পদত্যাগ করেননি। তাঁকে অবগত করা হয়েছে আগামী সাত দিনের মধ্যে অর্থাৎ ১৫ নভেম্বরের মধ্যে পদত্যাগপত্র যথাস্থানে প্রদান করে দলীয় নির্দেশকে মান্যতা দিতে হবে তাঁকে। অন্যথায় দল তাঁর বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে বাধ্য থাকবে।' এই নিয়ে সরাসরি কোনও প্রতিক্রিয়া দিতে চাননি বনগাঁ পুরসভার চেয়ারম্যান গোপাল শেঠ। কিন্তু মৌখিকভাবে জানিয়েছেন, 'দলের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে আমি কোনও প্রতিক্রিয়া দেবো না।' এই বিষয়ে বনগাঁ পৌরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপি কাউন্সিলর দেবদাস মণ্ডল জানিয়েছেন, এটা তাদের দলের অভ্যন্তরীণ বিষয় এটা নিয়ে আমি কিছু বলবো না। কিন্তু ২২টা ওয়ার্ডের মানুষ পৌরসভার পরিষেবা থেকে যদি বঞ্চিত হয় তাহলে আন্দোলন থেমে থাকবে না।

এসআইআর নিয়ে বিস্ফোরক মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: 'আমি বিজেপির খাই না, পরি-ও না। দোগলাপন কথা বলিও না।' এসআইআর নিয়ে সাংবাদিক বৈঠক থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে এমনটাই মন্তব্য করলেন সিদ্দিকিল্লা চৌধুরী। শনিবার বর্ধমান প্রেস কর্নারে সাংবাদিক বৈঠক করেন সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী। তিনি বলেন, 'কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের অন্তর্ভুক্ত বিএলও, এসআইআর-এর ফর্ম বাড়ি বাড়ি ঠিকমতো পৌঁছাতে পারছেন না, অবিলম্বে তিন দফা এবং এলাকা ভিত্তিক তারিখ ও সময় ঠিক করুন। যে কোন এলাকা ভিজিট করবেন। সাধারণ মানুষ এসআইআর নিয়ে বিভ্রান্তে ভুগছেন। তবে কে, কাকে তারায় সেদিকে নজর তো থাকবেই।'

দীর্ঘদিন পর জুট মিল খুললেও শ্রমিক অসন্তোষে ফের গেটে ঝুলল নোটিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, রানিগঞ্জ: ১৪ বছর বন্ধ পড়ে থাকা রানিগঞ্জের মঙ্গলপুর শিল্প তালুকে হুগলি জুট মিল কয়েক মাস খুলতে না খুলতেই, এবার সেই কারখানা গেটে ঝুলল নোটিশ। কয়েকজন শ্রমিক নিয়ে পুনরায় চালু হওয়া ওই জুট মিল কর্তৃপক্ষ, কারণ হিসেবে তুলে ধরল শ্রমিক অসন্তোষের কথা।

গত ২০২৪ সালের ১ ডিসেম্বর এই কারখানাটি অন্য মালিকের কাছে হস্তান্তর করা হয়। আর তার পরবর্তীতে খোলার নোটিশ পড়ে। সেই নোটিশের ভিত্তিতে পুরনো হুগলি জুট মিলের শ্রমিকেরা কাজের জন্য আবেদন করেন। এরপর বিভিন্ন থেকে স্পিনিং করার কাজ করতে মেশিন চালানো হয়। যার মধ্যে এখনো পর্যন্ত ৫৫ জন শ্রমিকের বায়োমেট্রিক অ্যাটেনডেন্স চালু করেছে মিল কর্তৃপক্ষ। এছাড়াও প্রায় ১২৫ জন শ্রমিক সেখানে কাজ করলেও তাদের কোনও নির্ধারিত মজুরি নেই, নেই কোনও উপস্থিতি জাহির করার জন্য বায়োমেট্রিক পদ্ধতি। যদিও এখনো জুট মিলের দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগকে চালু করার বিষয় লক্ষ্য করা যায়নি, যা হল তাঁত ও ফিনিশিং হাউস। অভিযোগ এ নিয়ে গত সপ্তাহে কোম্পানি পুরনো শ্রমিকদের নিয়োগ করার জন্য নামের তালিকা সহ তাদের কাজের জন্য তুলে ধরে, জুট মিলের গেটে। সেই পুরনো শ্রমিকদের বিস্তারিত তথ্য লেখা দেওয়া বিষয়গুলি সাঁটিয়ে দেয়, এরপর সেই নামের তালিকা দেখে বহু শ্রমিক কাজে যোগ দিতে গেলেও তাদের ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে বলেই দাবি। শনিবার এই সকল বিষয়-সহ বেশ কিছু অভিযোগ নিয়ে শ্রমিকরা বিক্ষোভ শুরু করে, যেখানে তারা দাবি করেন, প্রতিটি শ্রমিককেই নির্দিষ্ট বায়োমেট্রিক পদ্ধতি দ্বারা উপস্থিতি দেখিয়ে কারখানায় প্রবেশ করাতে হবে। আর তারই সঙ্গে ১০ ঘণ্টা কাজের পরিবর্তে ৮ ঘণ্টা কাজ করানোর দাবি করলেন তাঁরা। একইভাবে তাদের অন্য সকল জুটমিলের মত ওয়ার্কারদের জন্য নির্ধারিত ৪৮৫ টাকা ন্যূনতম মজুরি-সহ সামাজিক সুরক্ষা প্রদানের দাবি তোলেন। এ নিয়ে তারা রানিগঞ্জের মঙ্গলপুর শিল্পতালুকে অবস্থিত সেই জুট মিলে কাজ না করেই প্রতিবাদ জানান, একই সাথে এ বিষয়ে তারা বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের কাছে এই অচল অবস্থা কাটিয়ে তোলার দাবি জানান।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD

এসএমই ফিনান্স শাখা, কলকাতা
৭, রেড ক্রস প্লেস
কলকাতা - ৭০০ ০০১

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট-৪-এ [রুল ৮ (৬) এবং ৬ (২) এর বন্দোবস্থ দেখুন]

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮ (৬) ও ৬ (২) এর অনুবিধির অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ)/এবং জামিনদার(গণ) কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি(গুলি) সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে, যার **প্রতীকী দখল ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, এসএমই ফিনান্স শাখা, কলকাতা (সুরক্ষিত পাওনাদার)** এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে যা **১০.১২.২০২৫** তারিখে বিক্রি করা হবে **"যেখানে যেমন আছে", " যা আছে তা আছে"** এবং **"সেখানে যা কিছু আছে"** ভিত্তিতে বকেয়া রাশি **৩,৩১,১১,৭৯২.৭৯ টাকা** (তিন কোটি একত্রিশ লক্ষ এগারো হাজার সাতশত বিরানব্বই টাকা এবং ঊনআশি পয়সা মাত্র) **৩১.১০.২০২৫ অনুযায়ী** এবং ০১.১১.২০২৫ থেকে কার্যকর তার উপর অতিরিক্ত সুদ/চার্জ ও খরচ সহ পুনরুদ্ধারের জন্য যা **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, এসএমই ফিনান্স শাখা, কলকাতা (সুরক্ষিত পাওনাদার)** এর পাওনা আছে **ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা: শ্রী কবিরুল ইসলাম,** ফ্ল্যাট নং ২এ, ২য় ফ্লোর, প্রেমিসেস নং ৫জি, গোবরা রোড, থানা বেনিয়াপুকুর, ওয়ার্ড নং ৫৯, কলকাতা, পিন - ৭০০ ০১৪, **মেসার্স ডিজিটাল সান সোলার, স্বত্বাধিকারী: কবিরুল ইসলাম,** রুম নং ৩০১বি, ৩য় ফ্লোর, ডায়মন্ড হেরিটেজ বিল্ডিং, ১৬, স্ট্র্যান্ড রোড, কলকাতা, পিন-৭০০ ০০১, **জামিনদার: মিসেস তানিয়া বানু,** স্বামী- জনাব কবিরুল ইসলাম, মার্লিন আইল্যান্ড, ১৯এ, ১৯তম ফ্লোর, টাওয়ার-২, পিকনিক গার্ডেন, কুষ্টিয়া রোড, তিলজলা, কুষ্টিয়া বাস স্টপ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা, পিন - ৭০০ ০৩৯- এর থেকে।
ই-অকশন মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ে আনার উদ্দেশ্যে করা সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে:

ক্র নং	ক) অ্যাকাউন্ট / ঋণগ্রহীতা(গণ) / জামিনদার(গণ) / বন্ধকদাতা(গণের) নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তি(সমূহের) বিশদ বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পরিমান	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) সম্পত্তি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১.	**ক) ঋণগ্রহীতা / বন্ধকদাতা:** **জনাব কবিরুল ইসলাম** ফ্ল্যাট নং ২এ, ২য় ফ্লোর, প্রেমিসেস নং ৫জি, গোবরা রোড। থানা - বেনিয়াপুকুর, ওয়ার্ড নং ৫৯, কলকাতা - ৭০০ ০১৪। **এছাড়াও-** ফ্ল্যাট নং ১সি, ১ম ফ্লোর, প্রেমিসেস নং ৫জি, গোবরা রোড। থানা - বেনিয়াপুকুর, ওয়ার্ড নং ৫৯, কলকাতা - ৭০০ ০১৪। **এছাড়াও-** ফ্ল্যাট নং ১এ, ১ম ফ্লোর, প্রেমিসেস নং ৫জি, গোবরা রোড। থানা - বেনিয়াপুকুর, ওয়ার্ড নং ৫৯, কলকাতা - ৭০০ ০১৪। **এছাড়াও-** ফ্ল্যাট নং ২সি, ২য় ফ্লোর, প্রেমিসেস নং ৫জি, গোবরা রোড। থানা - বেনিয়াপুকুর, ওয়ার্ড নং ৫৯, কলকাতা - ৭০০ ০১৪। **এছাড়াও-** ফ্ল্যাট নং ২বি, ২য় ফ্লোর, প্রেমিসেস নং ৫জি, গোবরা রোড। থানা - বেনিয়াপুকুর, ওয়ার্ড নং ৫৯, কলকাতা - ৭০০ ০১৪। **এছাড়াও-** মার্লিন আইল্যান্ড, ১৯এ, ১৯তম ফ্লোর, টাওয়ার - ২, পিকনিক গার্ডেন, কুষ্টিয়া রোড, তিলজলা, কুষ্টিয়া বাস স্টপ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা, পিন - ৭০০ ০৩৯। **মেসার্স ডিজিটাল সান সোলার** **স্বত্বাধিকারী - কবিরুল ইসলাম** রুম নং ৩০১বি, ৩য় ফ্লোর, ডায়মন্ড হেরিটেজ বিল্ডিং, ১৬, স্ট্র্যান্ড রোড, কলকাতা, পিন - ৭০০ ০০১। **জামিনদার: মিসেস তানিয়া বানু** স্বামী- শ্রী কবিরুল ইসলাম, মার্লিন আইল্যান্ড, ১৯এ, ১৯তম ফ্লোর, টাওয়ার- ২, পিকনিক গার্ডেন, কুষ্টিয়া রোড, তিলজলা, কুষ্টিয়া বাস স্টপ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা, পিন - ৭০০ ০৩৯। **খ) এসএমই ফিনান্স শাখা, কলকাতা**	**সম্পত্তি-১:** সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল জমি, যার পরিমাপ প্রায় ৬ কাঠা (কিছু কম বা বেশি), এবং তার সাথে জি+৪ তলা ভবনের ২য় ফ্লোরে অবস্থিত ফ্ল্যাট নং ২এ নামে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট। এটির সুপার বিল্ট আপ এলাকা সহ পরিমাপ প্রায় ১,১০০ বর্গফুট (কিছু কম বা বেশি)। ফ্ল্যাটটিতে ৩টি বেডরুম, ১টি ডাইনিং-কাম-ড্রইং রুম, ১টি রান্নাঘর, ২টি বারান্দা এবং ২টি বাথ-কাম-শৌচাগার রয়েছে। এছাড়াও ১টি কার পার্কিং স্থান, যার পরিমাপ ১২০ বর্গফুট, তা গ্রাউন্ড ফ্লোরে অবস্থিত। অবস্থান- পৌরসভা প্রেমিসেস নং ৫জি, গোবরা রোড, পোস্ট অফিস - এন্টালী, থানা - বেনিয়াপুকুর, এ.ডি.এস.আর.ও শিয়ালদহ-এর অধীনে, কলকাতা - ৭০০ ০১৪, কলকাতা পৌরসংস্থা-র বোরো - ৭, ওয়ার্ড নং ৫৯-এর মধ্যে। অ্যাসেসি নং ১১-০৫৯-০৯-০০২৪-২। সেইসঙ্গে সাধারণ অধিকার, সুবিধা, স্বাচ্ছন্দ্য, স্বত্বাধিকার এবং বিশেষাধিকার রয়েছে। **ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি-** উত্তর দিকে- খোলা আকাশ। দক্ষিণ দিকে- আংশিক ফ্ল্যাট নং ২বি এবং আংশিক সিঁড়ি ও লিফট। পূর্ব দিকে- খোলা আকাশ। পশ্চিম দিকে- খোলা আকাশ। **সম্পত্তি-২:** সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল জমি, যার পরিমাপ প্রায় ৬ কাঠা (কিছু কম বা বেশি), এবং তার সাথে জি+৪ তলা ভবনের ১ম ফ্লোরে অবস্থিত ফ্ল্যাট নং ১সি নামে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট। এটির সুপার বিল্ট আপ এলাকা সহ পরিমাপ প্রায় ৭৬০ বর্গফুট (কিছু কম বা বেশি)। ফ্ল্যাটটিতে ২টি বেডরুম, ১টি ডাইনিং-কাম-ড্রইং রুম, ১টি রান্নাঘর, ১টি বারান্দা এবং ২টি বাথ-কাম-শৌচাগার রয়েছে। সেইসঙ্গে জমিতে অবিভক্ত আনুপাতিক অংশীদারিত্ব এবং এই ফ্ল্যাট সংক্রান্ত সমস্ত স্বত্ব, অধিকার ও স্বার্থ রয়েছে। অবস্থান- পৌরসভা প্রেমিসেস নং ৫জি, গোবরা রোড, পোস্ট অফিস - এন্টালী, থানা - বেনিয়াপুকুর, এ.ডি.এস.আর.ও শিয়ালদহ-এর অধীনে, কলকাতা - ৭০০ ০১৪, কলকাতা পৌরসংস্থা-র বোরো - ৭, ওয়ার্ড নং ৫৯-এর মধ্যে। অ্যাসেসি নং ১১-০৫৯-০৯-০০২৪-২। সেইসঙ্গে সাধারণ অধিকার, সুবিধা, স্বাচ্ছন্দ্য, স্বত্বাধিকার এবং বিশেষাধিকার রয়েছে। **ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি-** উত্তর দিকে- ফ্ল্যাট নং ১এ এবং সিঁড়ি ও লিফট। দক্ষিণ দিকে- খোলা আকাশ। পূর্ব দিকে- ফ্ল্যাট নং ১বি। পশ্চিম দিকে- খোলা আকাশ। **সম্পত্তি-৩:** সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল জমি, যার পরিমাপ প্রায় ৬ কাঠা (কিছু কম বা বেশি), এবং তার সাথে জি+৪ তলা ভবনের ১ম ফ্লোরে অবস্থিত ফ্ল্যাট নং ১এ নামে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট। এটির সুপার বিল্ট আপ এলাকা সহ পরিমাপ প্রায় ১,১০০ বর্গফুট (কিছু কম বা বেশি)। ফ্ল্যাটটিতে ৩টি বেডরুম, ১টি ডাইনিং-কাম-ড্রইং রুম, ১টি রান্নাঘর, ২টি বারান্দা এবং ২টি বাথ-কাম-শৌচাগার রয়েছে। এছাড়াও ১টি কার পার্কিং স্থান, যার পরিমাপ ১২০ বর্গফুট, তা গ্রাউন্ড ফ্লোরে অবস্থিত। অবস্থান- পৌরসভা প্রেমিসেস নং ৫জি, গোবরা রোড, পোস্ট অফিস - এন্টালী, থানা- বেনিয়াপুকুর, এ.ডি.এস.আর.ও শিয়ালদহ-এর অধীনে, কলকাতা-৭০০০১৪, কলকাতা পৌরসংস্থা-র বোরো - ৭, ওয়ার্ড নং ৫৯-এর মধ্যে। অ্যাসেসি নং ১১-০৫৯-০৯-০০২৪-২। সেইসঙ্গে সাধারণ অধিকার, সুবিধা, স্বাচ্ছন্দ্য, স্বত্বাধিকার এবং বিশেষাধিকার রয়েছে। **ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি-** উত্তর দিকে- খোলা আকাশ। দক্ষিণ দিকে- আংশিক ফ্ল্যাট নং ১বি এবং আংশিক সিঁড়ি ও লিফট। পূর্ব দিকে- খোলা আকাশ। পশ্চিম দিকে- খোলা আকাশ। **সম্পত্তি-৪:** সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল জমি, যার পরিমাপ প্রায় ৬ কাঠা (কিছু কম বা বেশি), এবং তার সাথে জি+৪ তলা ভবনের ২য় ফ্লোরে অবস্থিত ফ্ল্যাট নং ২সি নামে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট। এটির সুপার বিল্ট আপ এলাকা সহ পরিমাপ প্রায় ৭৬০ বর্গফুট (কিছু কম বা বেশি)। ফ্ল্যাটটিতে ২টি বেডরুম, ১টি ডাইনিং-কাম-ড্রইং রুম, ১টি রান্নাঘর, ১টি বারান্দা এবং ২টি বাথ-কাম-শৌচাগার রয়েছে। সেইসঙ্গে জমিতে অবিভক্ত আনুপাতিক অংশীদারিত্ব এবং এই ফ্ল্যাট সংক্রান্ত সমস্ত স্বত্ব, অধিকার ও স্বার্থ রয়েছে। অবস্থান- পৌরসভা প্রেমিসেস নং ৫জি, গোবরা রোড, পোস্ট অফিস - এন্টালী, থানা - বেনিয়াপুকুর, এ.ডি.এস.আর.ও শিয়ালদহ-এর অধীনে, কলকাতা - ৭০০ ০১৪, কলকাতা পৌরসংস্থা-র বোরো - ৭, ওয়ার্ড নং ৫৯-এর মধ্যে। অ্যাসেসি নং ১১-০৫৯-০৯-০০২৪-২। সেইসঙ্গে সাধারণ অধিকার, সুবিধা, স্বাচ্ছন্দ্য, স্বত্বাধিকার এবং বিশেষাধিকার রয়েছে। **ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি-** উত্তর দিকে- আংশিক ফ্ল্যাট নং ২বি এবং আংশিক সিঁড়ি ও লিফট। দক্ষিণ দিকে- খোলা আকাশ। পূর্ব দিকে- ফ্ল্যাট নং ২বি আংশিক খোলা আকাশ। পশ্চিম দিকে- খোলা আকাশ। **সম্পত্তি-৫:** সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল জমি, যার পরিমাপ প্রায় ৬ কাঠা (কিছু কম বা বেশি), এবং তার সাথে জি+৪ তলা ভবনের ২য় ফ্লোরে অবস্থিত ফ্ল্যাট নং ২বি নামে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট। এটির সুপার বিল্ট আপ এলাকা সহ পরিমাপ প্রায় ১,২০০ বর্গফুট (কিছু কম বা বেশি)। ফ্ল্যাটটিতে ৩টি বেডরুম, ১টি ডাইনিং-কাম-ড্রইং রুম, ১টি রান্নাঘর, ২টি বারান্দা এবং ২টি বাথ-কাম-শৌচাগার রয়েছে ২য় ফ্লোরে। এছাড়াও ১টি কার পার্কিং স্থান, যার পরিমাপ ১২০ বর্গফুট। সেইসঙ্গে জমিতে অবিভক্ত আনুপাতিক অংশীদারিত্ব এবং এই ফ্ল্যাট সংক্রান্ত সমস্ত স্বত্ব, অধিকার ও স্বার্থ রয়েছে। অবস্থান- পৌরসভা প্রেমিসেস নং ৫জি, গোবরা রোড, পোস্ট অফিস - এন্টালী, থানা - বেনিয়াপুকুর, এ.ডি.এস.আর.ও শিয়ালদহ-এর অধীনে, কলকাতা - ৭০০ ০১৪, কলকাতা পৌরসংস্থা-র বোরো-৭, ওয়ার্ড নং ৫৯-এর মধ্যে। অ্যাসেসি নং ১১-০৫৯-০৯-০০২৪-২। সেইসঙ্গে সাধারণ অধিকার, সুবিধা, স্বাচ্ছন্দ্য, স্বত্বাধিকার এবং বিশেষাধিকার রয়েছে। **ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি-** উত্তর দিকে- ফ্ল্যাট নং ২এ। দক্ষিণ দিকে- খোলা আকাশ। পূর্ব দিকে- খোলা আকাশ। পশ্চিম দিকে- আংশিক ফ্ল্যাট নং ২সি এবং আংশিক সিঁড়ি ও লিফট। **ভবনের চৌহদ্দি:** উত্তর দিকে- প্রেমিসেস নং ৫এ, গোবরা রোড, কলকাতা - ৭০০ ০১৪। দক্ষিণ দিকে- ২০ ফুট চওড়া রাস্তা অর্থাৎ গোবরা রোড, কলকাতা - ৭০০ ০১৪। পূর্ব দিকে- সাধারণ পথ এবং তারপরে প্রেমিসেস নং ৫সি, গোবরা রোড, কলকাতা। পশ্চিম দিকে- প্রেমিসেস নং ৪ই, গোবরা রোড, কলকাতা - ৭০০ ০১৪।	**৩,৩১,১১,৭৯২.৭৯ টাকা** (তিন কোটি একত্রিশ লক্ষ এগারো হাজার সাতশত বিরানব্বই টাকা এবং ঊনআশি পয়সা মাত্র) **৩১/১০/২০২৫ তারিখ অনুযায়ী** এবং এর উপর **০১.১১.২০২৫** তারিখ থেকে কার্যকর পরবর্তী সুদ, খরচ, অন্যান্য চার্জ ও ব্যয়াদি সহ।	**সম্পত্তি - ১** **ক) ৭৩,৯৫,০০০.০০ টাকা (*)** (তিয়াত্তর লক্ষ পঁচানব্বই হাজার টাকা মাত্র) **খ) ৭,৩৯,৫০০.০০ টাকা** (সাত লক্ষ উনচল্লিশ হাজার পাঁচশত টাকা মাত্র) **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) IDIB30584743345A** **ঙ) ব্যাঙ্কের জানা নেই** **চ) প্রতীকী দখল** **সম্পত্তি - ২** **ক) ৫৪,০৯,০০০.০০ টাকা (*)** (চুয়ান্ন লক্ষ নয় হাজার টাকা মাত্র) **খ) ৫,৪০,৯০০.০০ টাকা** (পাঁচ লক্ষ চল্লিশ হাজার নয়শত টাকা মাত্র) **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) IDIB30584743345B** **ঙ) ব্যাঙ্কের জানা নেই** **চ) প্রতীকী দখল** **সম্পত্তি - ৩** **ক) ৭৩,৯৫,০০০.০০ টাকা (*)** (তিয়াত্তর লক্ষ পঁচানব্বই হাজার টাকা মাত্র) **খ) ৭,৩৯,৫০০.০০ টাকা** (সাত লক্ষ উনচল্লিশ হাজার পাঁচশত টাকা মাত্র) **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) IDIB30584743345C** **ঙ) ব্যাঙ্কের জানা নেই** **চ) প্রতীকী দখল** **সম্পত্তি - ৪** **ক) ৫৪,০৯,০০০.০০ টাকা (*)** (চুয়ান্ন লক্ষ নয় হাজার টাকা মাত্র) **খ) ৫,৪০,৯০০.০০ টাকা** (পাঁচ লক্ষ চল্লিশ হাজার নয়শত টাকা মাত্র) **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) IDIB30584743345D** **ঙ) ব্যাঙ্কের জানা নেই** **চ) প্রতীকী দখল** **সম্পত্তি - ৫** **ক) ৮০,৬৬,০০০.০০ টাকা (*)** (আশি লক্ষ ছিষট্টি হাজার টাকা মাত্র) **খ) ৮,০৬,৬০০.০০ টাকা** (আট লক্ষ ছয় হাজার ছয়শত টাকা মাত্র) **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) IDIB30584743345E** **ঙ) ব্যাঙ্কের জানা নেই** **চ) প্রতীকী দখল**

(*) বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের উপরে হতে হবে

পরিদর্শনের তারিখ : ১০.১১.২০২৫ থেকে ০৯.১২.২০২৫ সময়: সকাল ১০.০০ টা থেকে বিকাল ৫.০০ টা
ই-অকশনের তারিখ এবং সময়: তারিখ : ১০.১২.২০২৫, সময়: সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকাল ৫.০০ টা
ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম : https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** -এর পোর্টাল ওয়েবসাইট **(https://baanknet.com)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ -এর হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০, ইমেইল আইডি- support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীদের হেল্প ডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্প লাইন নম্বরে যোগাযোগ করুন।রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে - **support.BAANKNET@psballiance.com** -এ ইমেল করুন। সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন: **https://baanknet.com** এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, **অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন, হেল্পডেস্ক নং : ৮২৯১২ ২০২২০।**
দরদাতাদের https://baanknet.com ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য: এই বিজ্ঞপ্তিটি ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ) -এরও প্রতি

তারিখ: ৩১.১০.২০২৫
স্থান : কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস : কলকাতা দক্ষিণ
১৪ ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল,
কলকাতা - ৭০০০০১

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় নিমিত্ত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট - IV-A [দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬) এবং ৯(১)]

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ স্থাবর/অস্থাবর সম্পদের জন্য ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্টর অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং ৯(১) সংস্থান অধীনে

এতদ্বারা জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা (গণ) এবং জামিনদারদের (গণ) বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, নিচে বর্ণিত স্থাবর, স্থাবর / অস্থাবর সম্পত্তি, যা বন্ধককৃত / সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে চার্জ করা হয়েছে, যার ভৌত দখল ভারতীয় ব্যাংকের অনুমোদিত কর্মকর্তা (সুরক্ষিত পাওনাদার) কর্তৃক গৃহীত হয়েছে, **২৫.১১.২০২৫ (ক্রম নং ১ থেকে ৩ এর জন্য) এবং ১০.১২.২০২৫ (ক্রম নং ৪ এর জন্য) তারিখে 'যেমন আছে যেখানে আছে', 'যা আছে যেমন আছে' এবং 'যা আছে সেখানে যা আছে'** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে, নীচে উল্লেখিত ঋণগ্রহীতা (গণ) / জামিনদার (গণ) থেকে ভারতীয় ব্যাংকের (সুরক্ষিত পাওনাদার) প্রতিটি অ্যাকাউন্টের বিপরীতে নীচে উল্লেখিত পরিমাণ আদায়ের জন্য।
ই-নিলাম মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে আনা সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে তালিকাভুক্ত করা হল :

ক্রম নং.	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদাতা(গণ)/বন্ধকদাতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১	**ক) ঋণগ্রহীতা :** **মেসার্স অম্বিকা সিডস অ্যান্ড ফার্ম,** **স্বত্বাধিকারী : শ্রী সোমনাথ রাজ,** গ্রাম মোহনপুর, পো : অর‍্যাপাড়া, থানা : নোদাখালি, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩৩৭৭। **ঋণগ্রহীতা, জামিনদাতা এবং বন্ধকদাতা : শ্রী সোমনাথ রাজ** পিতা শ্রী বিশ্বনাথ রাজ, গ্রাম মোহনপুর, পো : অর‍্যাপাড়া, থানা : নোদাখালি, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩৩৭৭। **জামিনদাতা : শ্রীমতি প্রিয়াঙ্কা রাজ,** স্বামী শ্রী সোমনাথ রাজ, গ্রাম মোহনপুর, পো : অর‍্যাপাড়া, থানা : নোদাখালি, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩৩৭৭। **জামিনদাতা : শ্রীমতি পদ্মা রাজ,** স্বামী শ্রী বিশ্বনাথ রাজ,গ্রাম মোহনপুর, পো : অর‍্যাপাড়া, থানা : নোদাখালি, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩৩৭৭। **খ) ঠাকুরপুকুর শাখা।**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন নির্মিত জমির পরিমাপ কমবেশি ৬.৬০ শতক,অবস্থিত মৌজা : বারোয়া গ্রাম, পরগনা : মাগুরা,জেএল নং ১০৭, তৌজি নং ১১৫, এলআর খতিয়ান নং ৪৯২,এলআর দাগ নং ৭৭৭, নস্করপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা : নোদাখালি,জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ২, পৃষ্ঠা ৪৫৫৪ থেকে ৪৫৬৫, বিক্রয় দলিল নং ০০৭১৫-২০১৫ সালের, রেজিস্ট্রিকৃত এইডএসআর বজ বজ,তারিখ ১৩.০৩.২০১৫, সম্পত্তি শ্রী সোমনাথ রাজ , পিতা প্রয়াত বিশ্বনাথ রাজ, চৌহদ্দি : উত্তরে : শালি জমি সোমনাথ রাজের; দক্ষিণে : সতক ভূষণ রাজের শালি জমি;পূর্বে: সোমনাথ রাজের পুকুর; পশ্চিমে : সোমনাথ রাজের ডাঙ্গা জমি। সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন নির্মিত জমির পরিমাপ কমবেশি ২৮ শতক অবস্থিত মৌজা : বারোয়া গ্রাম,পরগনা : মাগুরা,জেএল নং ১০৭, তৌজি নং ১১৫, সাবেক খতিয়ান নং ১৭১, এলআর দাগ নং ৭৭৬, ৭৭৭, নস্করপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা : নোদাখালি, জেলা: দক্ষিণ ২৪ পরগনা,নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ২, পৃষ্ঠা ২৯২৬ থেকে ২৯৩৯, দলিল নং ০০৫৬৮ -২০১৪ সালের,রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর বজ বজ, তারিখ ২৮.০২.২০১৪, সম্পত্তি শ্রী সোমনাথ রাজ, পিতা প্রয়াত বিশ্বনাথ রাজ এর নামে। চৌহদ্দি : উত্তরে : সোমনাথ রাজ এর শালি জমি, দক্ষিণে : যতোন প্রামাণিক এর জমি, পূর্বে : পুকুর, পশ্চিমে : অলোক মন্ডলের বাস্তু জমি।	**১,৪৫,১৫,৭৭০.০০ টাকা (এক কোটি পঁয়তাল্লিশ লাখ পনের হাজার সাতশ সত্তর টাকা) ১৪.১১.২০২২ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় সহ	ক) **৫৪,২৫,০০০.০০ টাকা** (চুয়ান্ন লাখ পঁচিশ হাজার টাকা) খ) **৫,৪২,৫০০.০০ টাকা** (পাঁচ লাখ বিয়াল্লিশ হাজার পাঁচশ টাকা) গ) **১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা) ঘ) **IDIB50331761900** ঙ) **ব্যাঙ্কের জ্ঞাত নয়** চ) **প্রতীকী দখলীকৃত**
২	**ক) ঋণগ্রহীতা : মেসার্স দেবস,** **স্বত্বাধিকারী : শ্রীমতি বুলবুল দেব,** ইউনিট ঠিকানা : পি-৪৩, রায়পুর জিসিটি, এসএইচ-১১, কলকাতা -৭০০০৮৪, **আরও ঠিকানা :** বি/২৪/এ, লক্ষ্মী নারায়ণ কলোনি, গড়িয়া, কলকাতা- ৭০০০৪৭। **ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতা :** **শ্রীমতী বুলবুল দেব, স্বত্বাধিকারী মেসার্স দেব** বি/২৪/এ, লক্ষ্মী নারায়ণ কলোনি, গড়িয়া, কলকাতা- ৭০০০৪৭। **আরও ঠিকানা :** আরতি ভিলা, ফ্ল্যাট নং বি, ৪র্থতল, প্রেমিসেস নং আরএন-১০, রঘুনাথপুর, থানা বাগুইআটি, কলকাতা -৭০০০৫৯। **জমিনদাতা : শ্রী অমিতাভ দেব,** বি/২৪/এ, লক্ষ্মী নারায়ণ কলোনি, গড়িয়া, কলকাতা- ৭০০০৪৭। **আরও ঠিকানা :** আরতি ভিলা, ফ্ল্যাট নং বি, ৪র্থতল, প্রেমিসেস নং আরএন-১০, রঘুনাথপুর, থানা বাগুইআটি, কলকাতা -৭০০০৫৯। **ঋণগ্রহীতা : লক্ষ্মী স্পাইসেস** **স্বত্বাধিকারী : শ্রীমতি বুলবুল দেব,** বি/২৪/এ, লক্ষ্মী নারায়ণ কলোনি, গড়িয়া, কলকাতা- ৭০০০৪৭। **খ) রানিকুঠী/ গোলপার্ক শাখা।**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং বি, পরিমাপ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৬৪০ বর্গফুট কমবেশি ,দুই বেড রুম,এক লিভিং তথা ডাইনিং স্পেস,এক কিচেন, দুই টয়লেট, এক ব্যালকনি এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ লিফট এবং পরিষেবা সুবিধা ভোগ দখলের অধিকার সহ ৪র্থতলে , লট সি, প্রেমিসেস নং আরএন-১০, আরতি ভিলা নির্মিত জমির পরিমাপ আনুমানিক কমবেশি ৩ কাঠা অবস্থিত মৌজা : রঘুনাথপুর, পরগনা : কলিকাতা, জেএল নং ৮, আরএস নং ১৩৪, তৌজি নং ৩০২৭, সিএস দাগ নং ২২ (অংশ), হাল দাগ নং ২১, খতিয়ান নং ১৪৫, হোল্ডিং নং এএস- ১৭/১৮,ওয়ার্ড নং ১৭, সংশ্লিষ্ট বিধাননগর পুরসভা অধীন (পূর্বতন রাজারহাট-গোপালপুর পুরসভা) থানা : বাগুইআটি, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, রেজিস্ট্রিকৃত উল্লেখ্য পার্টিশন দলিল তারিখ ০৩.০৪.২০১৭ রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর রাজারহাট এবং নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৫২৩-২০১৭, পৃষ্ঠা ৭৩৫৯৭ থেকে ৭৩৫৬২১, দলিল নং ১৫২৩০২৬৩৫-২০১৭ সালের। চৌহদ্দি : উত্তরে : সরস্বতী সরকারের জমি; দক্ষিণে : ১৬ ফুট ৬ ইঞ্চি চওড়া পুরসভা সড়ক,পূর্বে : ৬ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ,পশ্চিমে : অন্যান্যর জমি।	**৬০,৪২,৮৮৬.০০ টাকা (ষাট লাখ বিয়াল্লিশ হাজার আটশ ছিয়াশি টাকা) ১৬.০৩.২০২৪ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং অন্যান্য চার্জ সহ	ক) **১৯,২৫,০০০.০০ টাকা (*)** (উনিশ লাখ পঁচিশ হাজার টাকা) খ) **১,৯৩,০০০.০০ টাকা** (এক লাখ তিরানব্বই হাজার টাকা) গ) **১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা) ঘ) **IDIB50406049794** ঙ) **ব্যাঙ্কের জ্ঞাত নয়** চ) **প্রতীকী দখলীকৃত**
৩	**ক) ঋণগ্রহীতা : মেসার্স কুট্টি ড্রাগ সেন্টার,** **স্বত্বাধিকারী : শ্রীমতি মধুমিতা দত্ত,** গ্রাম : তালডাঙ্গা, পো উস্তি,থানা : ডায়মন্ড হারবার, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩৩৭৫। **আরও ঠিকানা :** ফ্ল্যাট নং ২এ, শান্তিনিকেতন,প্রেমিসেস নং ৫৬, ব্যানার্জি পাড়া রোড, কলকাতা পৌর সংস্থা ওয়ার্ড নং ১২৭, থানা : ঠাকুরপুকুর,কলকাতা - ৭০০০৬১। **শ্রী মানস দত্ত (জামিনদাতা এ/সি - মেসার্স কুট্টি ড্রাগ সেন্টারের জন্য)** গ্রাম : তালডাঙ্গা, পো উস্তি,থানা : ডায়মন্ড হারবার, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩৩৭৫। **আরও ঠিকানা :** ফ্ল্যাট নং ২এ, শান্তিনিকেতন,প্রেমিসেস নং ৫৬, ব্যানার্জি পাড়া রোড, কলকাতা পৌর সংস্থা ওয়ার্ড নং ১২৭, থানা : ঠাকুরপুকুর,কলকাতা - ৭০০০৬১। **শ্রী গৌতম দত্ত (জামিনদাতা এ/সি মেসার্স কুট্টি ড্রাগ সেন্টারের জন্য)** গ্রাম : তালডাঙ্গা, পো উস্তি,থানা : ডায়মন্ড হারবার, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩৩৭৫। **আরও ঠিকানা :** ফ্ল্যাট নং ২এ, শান্তিনিকেতন,প্রেমিসেস নং ৫৬, ব্যানার্জি পাড়া রোড, কলকাতা পৌর সংস্থা ওয়ার্ড নং ১২৭, থানা : ঠাকুরপুকুর,কলকাতা - ৭০০০৬১। **শ্রীমতি মধুমিতা দত্ত (স্বত্বাধিকারী এবং জামিনদাতা এ/সি মেসার্স কুট্টি ড্রাগ সেন্টার) (ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা এইচবিএল এ/সি -শ্রীমতি মধুমিতা দত্তর জন্য)** স্বামী শ্রী মানস দত্ত, গ্রাম : উত্তর দেওয়্যারাক, পূর্ব পাড়া,পো : কুলেশ্বর, থানা : ডায়মন্ড হারবার,জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন ৭৪৩৩৭৫। **আরও ঠিকানা :** শ্রীমতি মদুমিতা দত্ত , স্বামী শ্রী মানস দত্ত,ফ্ল্যাট নং ২এ, শান্তিনিকেতন,প্রেমিসেস নং ৫৬, ব্যানার্জি পাড়া রোড, কলকাতা পৌর সংস্থা ওয়ার্ড নং ১২৭, থানা : ঠাকুরপুকুর,কলকাতা - ৭০০০৬১। **খ) উস্তি শাখা।**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ এক বসবাসের ফ্ল্যাট নং ২এ, উত্তর পূর্ব কোনে, তিনতলায় পরিমাপ ৭০১ বর্গফুট কমবেশি সুপার বিল্ট আপ এরিয়া নির্মিত জমির পরিমাপ ৬ কাঠা ২ ছটাক ৭ বর্গফুট কমবেশি , ২ বেড রুম,১ ডাইনিং/ড্রইং তথা কিচেন, ১ বাথ এবং প্রিভি, ১ ডব্লুসি এবং ১ বারান্দা এবং এক ঢাকা সিমেন্টের মেঝে কার পার্কিং স্পেস একতলায় পরিমাপ ১২০ বর্গফুট, কমবেশি, সমুদয় ফিটিংস এবং ফিক্সচার অবস্থিত মৌজা : সরশুনা, জেএল নং ১৭, আরএস নং ৪৮৬, দাগ নং ১২৫৩ এবং ১২৫৫, খতিয়ান নং ১১৭৮, প্রেমিসেস নং ৫৬, ব্যানার্জি পাড়া রোড,কলকাতা পৌর সংস্থা ওয়ার্ড নং ১২৭, থানা : ঠাকুরপুকুর, বর্তমানে সরশুনা, কলকাতা -৭০০০৬১, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৯০১-২০১৮, পৃষ্ঠা ২২০৮৭৮ থেকে ২২০৯২৭, দলিল নং ১৯১০৫৩২১-২০১৮ সালের, রেজিস্ট্রিকৃত অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার অব অ্যাসিওরেন্স অফিস -এ আর এ -১, কলকাতা, সমীপে, সম্পত্তি শ্রীমতি মধুমিতা দত্ত,স্বামী শ্রী মানস দত্ত এর নামে। সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : ১৬ ফুট চওড়া কেএমসি রোড, দক্ষিণে : প্রেমিসেস নং ৯, ব্যানার্জি পাড়া রোড, পূর্বে : ১৬ ফুট চওড়া কেএমসি রোড,পশ্চিমে : প্রেমিসেস নং ৭৩/১, ব্যানার্জি পাড়া রোড।	**৬০,৯০,৫৫৯.০০ টাকা (ষাট লাখ নব্বই হাজার পাঁচশ উনষাট টাকা) ১৮.০৮.২০২৩ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং অন্যান্য চার্জ সহ	ক) **২১,০৯,০০০.০০ টাকা (*)** (একুশ লাখ নয় হাজার টাকা) খ) **২,১০,৯০০.০০ টাকা** (দুই লাখ দশ হাজার নশো টাকা) গ) **১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা) ঘ) **IDIB50450407500A** ঙ) **ব্যাঙ্কের জ্ঞাত নয়** চ) **প্রতীকী দখলীকৃত**

(*) সংরক্ষিত মূল্যের উপরে বিক্রয় মূল্য হতে হবে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ২৫.১১.২০২৫, সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম https://baanknet.com

ক্রম নং.	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদাতা(গণ)/বন্ধকদাতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
৪	**ক) ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/জামিনদাতা :** **শ্রী শোভন পান্ডা,** পিতা মনোরঞ্জন পান্ডা, গ্রাম এবং পো : রুদ্রনগর, থানা : সাগর, রুদ্রনগর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন,জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন ৭৪৩৩৭৩। **জামিনদাতা এবং বন্ধকদাতা : শ্রীমতি জয়ন্তী পান্ডা,** স্বামী শ্রী শোভন পান্ডা, গ্রাম এবং পো : রুদ্রনগর, থানা : সাগর,রুদ্রনগর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন,জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন ৭৪৩৩৭৩। **খ) কাকদ্বীপ শাখা**	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত জমি এবং ভবন দান দলিল নং ১৩৭৪ তারিখ ২২.০৭.২০০৯ এবং দান দলিল নং ১৩৮৩ তারিখ ১২.০৭.২০০১, মৌজা : রুদ্রনগর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, আরএস দাগ নং ২৬৪৩, এলআর প্লট নং ৪১৮৫,তৌজি নং ৩০২৩, আরএস খতিয়ান নং ৫৯, এলআর খতিয়ান নং ১২০৯, ৪৯৯, ৮৮৪, বর্তমান ৩৩২২, এডিএসআর সাগর, জমির এরিয়া ১০ ডেসিমেল, সম্পত্তি শোভন পান্ডা, পিতা মনোরঞ্জন পান্ডা এর নামে, থানা সাগর, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩৩৫৬। চৌহদ্দি : উত্তরে : শোভন পান্ডা এর সম্পত্তি, দক্ষিণে : চিত্তরঞ্জন পান্ডা এর সম্পত্তি, পূর্বে : প্লট নং ২৬৪০,পশ্চিমে : প্লট নং ২৬৪৪।	**৩৪,৮৯,৮৪১.০০ টাকা (চৌত্রিশ লাখ উননব্বই হাজার আটশ একচল্লিশ টাকা) ২৪.০৮.২০১৬ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং অন্যান্য চার্জ সহ	ক) **২৩,৫৮,০০০.০০ টাকা (*)** (তেইশ লাখ আটান্ন হাজার টাকা) খ) **২,৩৫,৮০০.০০ টাকা** (দুই লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার আটশ টাকা) গ) **১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা) ঘ) **IDIB50148292662** ঙ) **ব্যাঙ্কের জ্ঞাত নয়** চ) **প্রতীকী দখলীকৃত**

(*) সংরক্ষিত মূল্যের উপরে বিক্রয় মূল্য হতে হবে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ১০.১২.২০২৫, সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম https://baanknet.com

যোগাযোগের বিস্তারিত : ৮১০০০ ০২০২১

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি.**-এর ওয়েবসাইট **https://baanknet.com** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০ ইমেল আইডি : support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীর হেল্পলাইন নম্বরে। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য মেল করুন **support.BAANKNET@psballiance.com**
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তথাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন **https://baanknet.com** এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে **যোগাযোগ নং ৮২৯১২২০২২০**-এ যোগাযোগ করুন।
দরদাতাদের https://baanknet.com-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ - ০৩.১০.২০২৫, স্থান- কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

আগামী ৫ বছরে এনডিএ সরকার সীমাঞ্চলের প্রতিটি অবৈধ কার্যকলাপ নির্মূল করবে: শাহ

পূর্ণিয়া, ৮ নভেম্বর: আগামী ৫ বছরে বিজেপি ও এনডিএ সরকার সীমাঞ্চলের প্রতিটি অবৈধ কার্যকলাপ নির্মূল করবে। জোর দিয়ে বললেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। শনিবার বিহারের পূর্ণিয়ায় এক নির্বাচনী প্রচারে অমিত শাহ বলেন, 'অনুপ্রবেশকারীদের বহিষ্কার করা উচিত কি উচিত নয়? রাহুল বাবা এবং লালুর ছেলে তঅনুপ্রবেশকারীদের বাঁচাওদ যাত্রা শুরু করেছেন। তাঁরা চান সীমাঞ্চল অনুপ্রবেশকারীদের দুর্গে পরিণত হোক। কিন্তু, আমরা কেবল সীমাঞ্চল থেকে নয়, সমগ্র বিহার থেকে প্রতিটি অনুপ্রবেশকারীকে বহিষ্কার করার জন্য কাজ করব।'

অমিত শাহ বলেন, 'তারা আমাদের যুবকদের চাকরি কেড়ে নেয়। তারা আমাদের দরিদ্রদের রেশন কেড়ে নেয় এবং দেশকে অনিরাপদ করে তোলে। আমরা কেবল অনুপ্রবেশকারীদের বহিষ্কার করব না, বরং তাদের তৈরি দখলও ভেঙে ফেলা হবে। এখানকার সমস্ত অবৈধ ব্যবসা লালুর শাসনকালে শুরু হয়েছিল এবং অনুপ্রবেশকারীদের দ্বারা সম্প্রসারিত হয়েছিল। আগামী পাঁচ বছরে, ভারতীয় জনতা পার্টি এবং এনডিএ সরকার সীমাঞ্চলের প্রতিটি অবৈধ কার্যকলাপকে উপড়ে ফেলবে।'

এনডিএ সকলকে সমান ও পর্যাপ্ত প্রতিনিধিত্ব দেয়: রাজনাথ সিং

রোহতাস, ৮ নভেম্বর (হি.স.): বিহারে নির্বাচনী প্রচারে রাহুল গান্ধীর তীব্র সমালোচনা করলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। তিনি বলেন, এনডিএ সকলকে সমান ও পর্যাপ্ত প্রতিনিধিত্ব দেয়। শনিবার বিহারের রোহতাসে নির্বাচনী প্রচারে রাজনাথ সিং বলেন, 'যদি রাহুল গান্ধি মনে করেন, বিহারের জনগণের ভোট চুরি হচ্ছে, তাহলে তিনি কেন নির্বাচন কমিশনে লিখিত অভিযোগ করেন না? আমি তাকে আরও জিজ্ঞাসা করতে চাই, সত্য কথা বলে কি রাজনীতি করা যায় না? সফল রাজনৈতিক ক্যারিয়ার গড়ার জন্য কি মিথ্যা বলা গুরুত্বপূর্ণ? যদি রাহুল গান্ধি পিছিয়ে পড়া শ্রেণি এবং দলিতদের নিয়ে এতটাই চিন্তিত হন, তাহলে তিনি নিজেই বিরোধী দলের নেতা কেন হলেন? কেন তিনি তার দলের একজন পিছিয়ে পড়া নেতাকে সুযোগ দেননি? এবং তারপর তিনি সামাজিক ন্যায়বিচারের পক্ষে কথা বলেন। এনডিএ সকলকে সমান এবং পর্যাপ্ত প্রতিনিধিত্ব দেয়।'

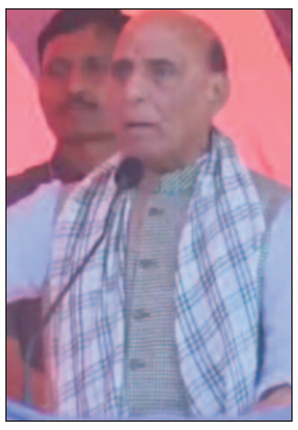

টাকা নিন, কিন্তু ভোট দেবেন না, বিহারের জনগণকে পরামর্শ প্রিয়াঙ্কার

ভাগলপুর, ৮ নভেম্বর: বিহারের জনগণকে অদ্ভুত পরামর্শ দিলেন কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরা। তিনি বলেন, বিজেপির লোকজনের কাছ থেকে টাকা নিন, কিন্তু ভোট দেবেন না।

শনিবার ভাগলপুরে এক নির্বাচনী জনসভায় প্রিয়াঙ্কা বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী মোদী মনে করেন, তিনি মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে এবং ১০,০০০ টাকা দিয়ে আপনাদের ভোট পেতে পারেন। বিহারে গত ২০ বছর ধরে তাঁদের সরকার আছে, এবং তারা মহিলাদের জন্য কিছুই করেনি। তারা নিরাপত্তাও দিতে পারেনি। মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধ তিনগুণ বেড়েছে। তারা আপনাদের ১০,০০০ টাকা দিয়ে ঘুষ দেওয়ার চেষ্টা করছে। টাকা নাও, কিন্তু তাদের ভোট দিও না।'

এদিনই বিহারের কাটিহারে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রিয়াঙ্কা বলেন, 'জনগণ পরিবর্তন চায়। আমি সব সভায় লক্ষ্য করেছি এবং জনগণ আমার চেয়ে বেশি কথা বলছে। জনগণ পরিবর্তন চায়, তারা ক্লান্ত এবং হতাশ। মনোযোগ অন্যদিকে সরানোর মতো কিছুই কাজ করছে না। জনগণ সকল দলকে তাদের ভবিষ্যৎ এবং অগ্রগতি নিয়ে কথা বলতে বলছে।'

আদবানিকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা হিমন্ত বিশ্বশর্মার

গুয়াহাটি, ৮ নভেম্বর: ভারতীয় রাজনীতির অন্যতম প্রথমসারির ব্যক্তিত্ব তথা বিজেপির প্রবীণ নেতা ভারতরত্ন লালকৃষ্ণ আদবানিকে তাঁর জন্মদিনে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা।

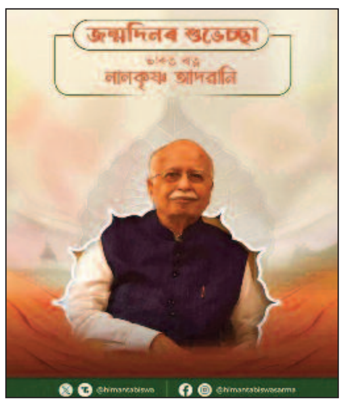

নিজের অফিশিয়াল সামাজিক মাধ্যম এক্স হ্যান্ডলে বিজেপির প্রবীণ নেতাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ড. শর্মা লিখেছেন, 'আদবানিজি আমাদের সকলের পথপ্রদর্শক এবং প্রেরণা। অক্লান্ত পরিশ্রম এবং উৎকৃষ্ট সাংগঠনিক দক্ষতার মাধ্যমে তিনি ভারতীয় জনতা পার্টিকে নতুন শিখরে নিয়ে গেছেন। তিনি সর্বদা দলীয় কার্যকর্তাদের অনুপ্রাণিত করে আসছেন।' শর্মা লিখেছেন, 'আডবাণী-জির অবদান, দলের প্রতিষ্ঠা থেকে জনসেবার মাধ্যমে সরকার গঠন পর্যন্ত অতুলনীয় এবং অবিস্মরণীয়। আদবানিজির দীর্ঘায়ু এবং সুস্বাস্থ্যের জন্য মা কামাখ্যা এবং মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শংকরদেবের শ্রীচরণে প্রার্থনা জানাই।'

হাঙ্গেরিকে রাশিয়ান তেলের নিষেধাজ্ঞা থেকে বিশেষ ছাড়ের ইঙ্গিত ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন, ৮ নভেম্বর: প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প হাঙ্গেরিকে রাশিয়ান তেলের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা থেকে এক বছরের জন্য বিশেষ ছাড় দেওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছেন। শুক্রবার (ভারতীয় সময় অনুসারে শনিবার) হাঙ্গেরিয়ার প্রধানমন্ত্রী ভিক্টর অরবানের হোয়াইট হাউস সফরের সময় এই ঘোষণা করেন। ট্রাম্প বলেছেন, হাঙ্গেরি সমুদ্রবিহীন দেশ হওয়ায় বিকল্প তেল খুঁজে পাওয়া কঠিন। হোয়াইট হাউস পরে নিশ্চিত করেছে, ছাড়টি সীমিত সময়ের জন্য প্রযোজ্য। অরবান দীর্ঘদিন ধরে রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখেছেন। তিনি এটিকে রাজনৈতিক নয়, বরং বাস্তব সমস্যা হিসেবে দেখছেন। এদিন ট্রাম্প ও ভিক্টর ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়েও আলোচনা করেছেন, যেখানে ট্রাম্প মনে করেন, অরবান,পুতিনের সম্পর্ক শান্তি আনার ক্ষেত্রে সহায়ক হতে পারে। বিশ্লেষকদের মতে, এই পদক্ষেপ জ্বালানি নিরাপত্তা, কূটনীতি ও আন্তর্জাতিক চাপের মধ্যে জটিল ভারসাম্য প্রতিফলিত করছে।

একদিন ময়দান

বেটন কাপের উদ্বোধনে সুজিত বসু, লিয়েন্ডার পেজ, গুরবক্স সিং প্রমুখ।

দল বাড়ছে মহিলা ক্রিকেট বিশ্বকাপে

দুবাই, ৮ নভেম্বর: উইমেন'স ওয়ানডে বিশ্বকাপে দলসংখ্যা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে আইসিসি। ২০২৯ সালে পরবর্তী আসরে অংশ নেবে ১০ দল। ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ন্তা সংস্থা আইসিসি শুক্রবার এক বিবৃতিতে ঘোষণা করেছে। ভারতে সম্প্রতি শেষ হওয়া বিশ্বকাপ-সহ গত সাতটি আসর হয়েছে ৮ দলের। এই আসরে দর্শক উপস্থিতি স্পর্শ করেছে নতুন উচ্চতা। গোটা আসরে প্রায় তিন লাখ দর্শক স্টেডিয়ামে খেলা দেখেছে, যা মহিলা ক্রিকেট ইভেন্টে টুর্নামেন্টে দর্শক উপস্থিতির আগের রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে। টেলিভিশন দর্শকেরও রেকর্ড হয়েছে এবার। এই বিশ্বকাপের সাফল্যে উজ্জীবিত হয়ে পরবর্তী আসরে দলসংখ্যা আরও দু'টি বাড়াতে সম্মত হয়েছে আইসিসি বোর্ড তরফে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে।

বৃষ্টিতে বাতিল শেষ টি ২০, অজিদের বিরুদ্ধে সিরিজ জয় ভারতের!

নিজস্ব প্রতিবেদন: অস্ট্রেলিয়ায় সচরাচর এমন আবহাওয়া দেখা যায় না। কিন্তু এবার ইংল্যান্ডের মতো ক্ষণে ক্ষণে বৃষ্টি, সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ;সব মিলিয়ে রীতিমতো অস্বাভাবিক পরিস্থিতি তৈরি হয় ব্রিসবেনে। তার জেরেই বাতিল হয়ে যায় গাব্বায় অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া পঞ্চম টি-২০ ম্যাচটি। ফলে পাঁচ ম্যাচের সিরিজটি ২-১ ব্যবধানে জিতে নেয় ভারত। ওয়ানডে সিরিজে হারের মধুর প্রতিশোধও নিয়ে ফেলে টিম ইন্ডিয়া। উল্লেখ্য, সিরিজের প্রথম ম্যাচটিও বৃষ্টির কারণে পরিত্যক্ত হয়েছিল। ব্রিসবেনের ম্যাচের সূচনা হয় নির্ধারিত সময়েই। টসে হেরে ভারতকে প্রথমে ব্যাট করতে পাঠায় অস্ট্রেলিয়া। ভারতীয় দলে একটিমাত্র পরিবর্তন আনা হয়;তিলক বর্মাকে বিশ্রাম দিয়ে জায়গা দেওয়া হয় রিঙ্কু সিংকে। তবে এর বাইরে আর কোনও পরিবর্তন করা হয়নি। ব্যাট হাতে শুরুটা ছিল দুর্দান্ত। বৃষ্টিতে খেলা বন্ধ হওয়ার আগে পর্যন্ত ৪ ওভার ৫ বলেই বিনা উইকেটে ৫২ রান তুলে ফেলে ভারত। শুভমান গিল এবং যশস্বী জয়সওয়াল শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ব্যাটিং করেন। খারাপ আবহাওয়া খেলার আনন্দে জল ঢেলে দেয়।

জগমোহন ডালমিয়া স্মারক বক্তৃতা দেবেন গাভাসকর

কলকাতা, ৮ নভেম্বর (হি.স.): ১৩ নভেম্বর কলকাতায় জগমোহন ডালমিয়া স্মারক বক্তৃতা দেবেন ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক সুনীল গাভাস্কার। ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল (সিএবি) সভাপতি সৌরভ গাঙ্গুলি বলেছেন অনুষ্ঠানের মূল বক্তা হবেন গাভাস্কার। ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যে প্রথম টেস্ট ম্যাচটি আইকনিক ইডেন গার্ডেনে অনুষ্ঠিত হবে। এই অনুষ্ঠানটিকে বিশেষ করে তুলতে, সিএবি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যা ২০১৯ সাল থেকে অনুষ্ঠিত হতে পারেনি। কিছু ক্রিকেট তারকাদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে, তবে বিসিসিআইয়ের আধিকারিকরাও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারেন বলে সম্ভাবনা রয়েছে, যা ২০১৫ সালে প্রয়াত সিএবি, বিসিসিআই এবং আইসিসির প্রাক্তন প্রধান ডালমিয়ার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। উল্লেখ,এর আগে জল্পনা ছিল যে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন প্রশাসক ডঃ আলী বাচার বক্তৃতার শিরোনাম হতে পারেন, তবে, অভিজ্ঞ প্রশাসকের স্বাস্থ্যগত সমস্যার কারণে তিনি আসতে পারছেন না।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
৯৮৩১৯১৯৭৯১

BONGAON MUNICIPALITY

Construction of various work in different booths, in ward no.-05, within Bongaon Municipality, under AMADER PARA AMADER SAMADHAN scheme.

Tender reference:
NIT-217/BM/2025-26/APAS/A,
NIT-217/BM/2025-26/APAS/B,
NIT-217/BM/2025-26/APAS/C,
NIT-217/BM/2025-26/APAS/D
Date: 08.11.2025

1. Last date of receiving application documents- **18.11.2025 at 12 P.M.** 2. Last date of purchasing tender documents- **22.11.2025 at 4 P.M.** 3. Date for dropping of tender documents- **25.11.2025 at 3 P.M.** 4. Date for Opening of tender document- **25.11.2025 at 4 P.M.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.

Sd/- **Chairman**
Bongaon Municipality.

BONGAON MUNICIPALITY

Installation of Highmast in Ward No. - 8 within Bongaon Municipality under the scheme of "AMADER PARA AMADER SAMADHAN(APAS)".

Tender reference:
WBMAD/NIeT/216/BM/2025-26/APAS
Date: 08.11.2025
Tender ID- 2025_MAD_942605_1, 2025_MAD_942605_2, 2025_MAD_942605_3, 2025_MAD_942605_4

Bid Submission Start date- **08.11.2025 at 18:55.** 1. Prebid meeting date- **20.11.2025 at 14:00.** 2. End date- **02.12.2025 at 10:00.** 3. Bid opening date- **04.12.2025 at 10.00.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.

Sd/- **Chairman**
Bongaon Municipality.

BONGAON MUNICIPALITY

Installation of LED Light in Ward No.-22 within Bongaon Municipality under the scheme of "AMADER PARA AMADER SAMADHAN(APAS)".

Tender reference:
WBMAD/NIeT/215/BM/2025-26/APAS
Date: 08.11.2025
Tender ID: 2025_MAD_942583_1

Bid Submission Start date- **08.11.2025 at 18:55.** 1. Prebid meeting date- **20.11.2025 at 14:00.** 2. End date- **02.12.2025 at 10:00.** 3. Bid opening date- **04.12.2025 at 10.00.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.

Sd/- **Chairman**
Bongaon Municipality.

BONGAON MUNICIPALITY

Installation of 12.5 Mtr. High Mast with 200Watt LED Flood Lights Near Lalpole Tin mathar mor Booth no-230 & Ward No.21 within Bongaon Municipality Under the Scheme of "AMADER PARA AMADER SAMADHAN (APAS)".

Tender reference:
WBMAD/NIeT/214/BM/2025-26/APAS
Date: 08.11.2025
Tender ID: 2025_MAD_942572_1

Bid Submission Start date- **08.11.2025 at 18:55.** 1. Prebid meeting date- **20.11.2025 at 14:00.** 2. End date- **02.12.2025 at 10:00.** 3. Bid opening date- **04.12.2025 at 10.00.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.

Sd/- **Chairman**
Bongaon Municipality.

SOMASPUR-I GRAM PANCHAYAT

NOTICE INVITING e-TENDER, Published Date: 07-11-2025

e-Tenders are being invited from eligible contractors vide following ID

	Tender ID	Bid Submission Closing Date
1	2025_ZPHD_942199_1	22-11-2025 10:00 AM
2	2025_ZPHD_942199_2	28-11-2025 11:00AM

For details visit website **https//wbtenders.gov.in**
For any other query please visit the office of undersigned in working hours.

Sd/-
Pradhan
Somaspur-I Gram Panchayat.

আশুতোষ এন্টারপ্রাইজেস লিমিটেড

CIN: L51109WB1981PLC034037
রেজিস্টার্ড অফিস : ট্রিনিটি প্লাজা, ৪র্থ তল, ৮৪/১এ, তপসিয়া রোড (দক্ষিণ), কলকাতা-৭০০০৪৬
ফোন নং : ৪০৫৫-৬৮০০, ইমেল: asutosh@asutosh.co.in

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত তিন মাস ও অর্ধবর্ষের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল

(লাখ টাকায়)

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			অর্ধ বর্ষ সমাপ্ত		বর্ষ সমাপ্ত
	৩০.০৯.২০২৫	৩০.০৬.২০২৫	৩০.০৯.২০২৪	৩০.০৯.২০২৫	৩০.০৯.২০২৪	৩১.০৩.২০২৫
	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত
কার্যাদি থেকে মোট আয়	-	-	-	-	-	-
নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য কর ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পূর্ব	৩৮৪.৮৫	(৪.৪৩)	৩৮৫.৬০	৩৮০.৪২	৩৭৯.০৩	৩৮১.০৬
নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য কর পূর্ব (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা কর পরবর্তী)	৩৮৪.৮৫	(৪.৪৩)	৩৮৫.৬০	৩৮০.৪২	৩৭৯.০৩	৩৮১.০৬
নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা কর পরবর্তী)	২৮৮.৮৫	(৪.৪৩)	২৭৯.১৩	২৮৪.৪২	২৭২.৫৬	৩১২.৫৯
বর্তমান সময়ের মোট আয় (এই সময়ের (কর পরবর্তী) লাভ/(ক্ষতি) এবং অন্যান্য আয় (কর পরবর্তী))	২৮৮.৮৫	(৪.৪৩)	২৭৯.১৩	২৮৪.৪২	২৭২.৫৬	৩১২.৫৯
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	২২৪.১০	২২৪.১০	২২৪.১০	২২৪.১০	২২৪.১০	২২৪.১০
অন্যান্য ইক্যুইটি	-	-	-	-	-	২,০৭৩.৯১
মৌলিক ও মিশ্রিত শেয়ার প্রতি আয় (১০/- টাকা প্রতিটি)	১২.৮৯	(০.২০)	১২.৪৬	১২.৬৯	১২.১৬	১৩.৯৫

দ্রষ্টব্য : সেবি (এলওডিআর)-র রেগুলেশন, ২০১৫ সালের রেগুলেশন ৩৩ অধীনে সংভার বিনিময় কেন্দ্রে ফাইল করা অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ উপরোক্তটি। সংভার বিনিময় কেন্দ্রের ওয়েবসাইট সমূহ (www.bseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.asutosh.co.in) -এ ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট পাওয়া যাবে এবং নিচে দেওয়া কিউআর কোডটি স্ক্যান করেও এটি দেখা যাবে:

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ০৮ নভেম্বর, ২০২৫

পরিচালন পর্ষদের পক্ষে
স্বা/-
ভি. এন. আগরওয়াল
ডিরেক্টর

রিলায়েন্স জুট মিল (ইন্টারন্যাশনাল) লিমিটেড

CIN : L17125WB1996PLC081382
রেজিস্টার্ড অফিস: ১৩/সি, কাশীনাথ মল্লিক লেন, ২য় তল, কলকাতা- ৭০০০৭৩
ই-মেল: **financeho@reliancejute.com** • ওয়েবসাইট: **www.reliancejute.com**

৩০.০৯.২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধবর্ষের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ (টাকা লাখে)

ক্র নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২৫	অর্ধ বর্ষ সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২৫	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২৪
		(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)
১.	কার্যাদি থেকে মোট আয় (নিট)	১৫,৩৭৭.৩০	২৭,৪৪৩.৮০	৭,২৪৫.২৪
২.	সময়কালের জন্য নিট লাভ / (ক্ষতি) (কর এবং ব্যতিক্রমী দফাদি পূর্ববর্তী)	১৬২.১৯	২৬২.২১	(৪৩১.৬৯)
৩.	সময়কালের জন্য কর পূর্ববর্তী নিট লাভ/ (ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী দফাদি পরবর্তী)	১৬২.১৯	২৬২.২১	(৪৩১.৬৯)
৪.	সময়কালের জন্য কর পরবর্তী নিট লাভ/ (ক্ষতি)	১৬২.১৯	২৬২.২১	(৪৩১.৬৯)
৫.	চুকিয়ে দেওয়া ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (ফেস ভ্যালু ১০/- টাকা)	২৫৮.৯৫	২৫৮.৯৫	২৫৮.৯৫
৬.	মোট ব্যাপক আয় এবং অন্যান্য ব্যাপক আয়	১৬২.১৯	২৬২.২১	(৪৩১.৬৯)
৭.	অন্যান্য ইক্যুইটি যা নিরীক্ষিত ব্যালান্সসীটে প্রদর্শিত			
৮.	সাধারণ শেয়ার প্রতি রোজগার (প্রতিটি ১০/- টাকা) (চলতি ও অচলতি কার্যক্রমের জন্য) মূল ও মিশ্রিত (টাকা):	৬.২৬	১০.১৩	(১৬.৬৭)

দ্রষ্টব্য:
১) উপরেরটি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধবর্ষের আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারসংক্ষেপ যা স্টক এক্সচেঞ্জ সমূহে ফাইল করা হয়েছে, সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস্ অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫-র রেগুলেশন ৩৩ অধীনে। ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধবর্ষের আর্থিক ফলাফলের পূর্ণ ফর্ম্যাট পাওয়া যাবে আমাদের ওয়েবসাইট **www.reliancejute.com** এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট **www.cse-india.com** -এ।

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ০৮ নভেম্বর, ২০২৫

পরিচালন পর্ষদের পক্ষে
সুরেন্দ্র কুমার আগরওয়াল
চেয়ারম্যান

বেঙ্গল স্টিল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

CIN: L70109WB1947PLC015087
রেজিস্টার্ড অফিস : ট্রিনিটি প্লাজা, ৪র্থ তল, ৮৪/১এ, তপসিয়া রোড (দক্ষিণ), কলকাতা-৭০০০৪৬
ফোন নং : (০৩৩) ৪০৫৫-৬৮০০, ইমেল: bengalsteel@bengalsteel.co.in

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত তিন মাস ও অর্ধবর্ষের স্ট্যান্ডঅ্যালোন এবং কনসোলিডেটেড অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল

(লাখ টাকায়)

বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন						কনসোলিডেটেড					
	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			অর্ধ বর্ষ সমাপ্ত		বর্ষ সমাপ্ত	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			অর্ধ বর্ষ সমাপ্ত		বর্ষ সমাপ্ত
	৩০.০৯.২০২৫	৩০.০৬.২০২৫	৩০.০৯.২০২৪	৩০.০৯.২০২৫	৩০.০৯.২০২৪	৩১.০৩.২০২৫	৩০.০৯.২০২৫	৩০.০৬.২০২৫	৩০.০৯.২০২৪	৩০.০৯.২০২৫	৩০.০৯.২০২৪	৩১.০৩.২০২৫
	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত
কার্যাদি থেকে মোট আয়	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	৩০.০০	২৭.০০	৫৭.০০	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	৩০.০০	২৭.০০	৫৭.০০
নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য কর ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পূর্ব	৭.৯০	৬.৬০	৯.১১	১৪.৫০	০.২০	২১.২৬	৭.৯০	৬.৪৮	৯.০৭	১৪.৩৮	(০.০৬)	২০.৮৮
নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য কর পূর্ব (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা কর পরবর্তী)	৭.৯০	৬.৬০	৯.১১	১৪.৫০	০.২০	২১.২৬	৭.৯০	৬.৪৮	৯.০৭	১৪.৩৮	(০.০৬)	২০.৮৮
নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা কর পরবর্তী)	৬.৬৬	৫.৫৭	৯.০৬	১২.২৩	০.১৫	১৭.৯১	৬.৬৬	৫.৪৫	৯.০২	১২.১১	(০.১১)	১৭.৫৩
বর্তমান সময়ের মোট আয় (এই সময়ের (কর পরবর্তী) লাভ/(ক্ষতি) এবং অন্যান্য আয় (কর পরবর্তী))	৬.৬৬	৫.৫৭	৯.০৬	১২.২৩	০.১৫	১৭.৯১	৬.৬৬	৫.৪৫	৯.০২	১২.১১	(০.১১)	১৭.৫৩
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৪৯০.০০	৪৯০.০০	৪৯০.০০	৪৯০.০০	৪৯০.০০	৪৯০.০০	৪৯০.০০	৪৯০.০০	৪৯০.০০	৪৯০.০০	৪৯০.০০	৪৯০.০০
অন্যান্য ইক্যুইটি	-	-	-	-	-	৫১৫.৯৫	-	-	-	-	-	৫১০.৮৫
মৌলিক ও মিশ্রিত শেয়ার প্রতি আয় (১০/- টাকা প্রতিটি)	০.১৪	০.১১	০.১৮	০.২৫	০.০০	০.৩৭	০.১৪	০.১১	০.১৮	০.২৫	(০.০০)	০.৩৬

দ্রষ্টব্য সেবি (এলওডিআর)-র রেগুলেশন, ২০১৫ সালের রেগুলেশন ৩৩ অধীনে সংভার বিনিময় কেন্দ্রে ফাইল করা স্ট্যান্ডঅ্যালোন এবং কনসোলিডেটেড অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ উপরোক্তটি। সংভার বিনিময় কেন্দ্রের ওয়েবসাইট সমূহ (www.bseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.bengalsteel.co.in) -এ ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট পাওয়া যাবে এবং নিচে দেওয়া কিউআর কোডটি স্ক্যান করেও এটি দেখা যাবে:

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ০৮ নভেম্বর, ২০২৫

পরিচালন পর্ষদের পক্ষে
স্বা/-
ভি. এন. আগরওয়াল
ডিরেক্টর

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন
নবপত্রিকা
রবিবার ● ৯ নভেম্বর ২০২৫ ● পেজ ৮

শ্রদ্ধায় ও ভালোবাসায় জওহরলাল ও রবীন্দ্রনাথ

শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম হচ্ছে ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে অপরদিকে পন্ডিত জহরলাল নেহেরু র জন্ম হচ্ছে ১৮৮৯ সালে অর্থাৎ গাণিতিক নিয়মে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জহরলাল এর থেকে প্রায় ২৮ বছরের বড়। জহরলাল নেহেরু কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় ট্রিনিটি কলেজের পরিবেশ বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা শুরু করেন। এরপর তিনি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিষয় নিয়ে অধ্যয়ন করেন। অপরদিকে আমরা সবাই জানি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়া সেইভাবে নেই বললেই চলে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন বিশ্ব বিখ্যাত কবি সাহিত্যিক। তাঁর কবিতার সমস্ত বই, নাটকের সমস্ত বই, উপন্যাসের সমস্ত বই পড়ে শেষ করা এক দুরূহ বিষয়। অপর দিকে জহরলাল নেহেরু ছিলেন প্রধানত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, তাসত্ত্বেও তাঁর তিনটি বই খুবই উল্লেখযোগ্য। তিনটি বইতে ইতিহাস ও রাজনীতি বিষয়ই প্রাধান্য লাভ করেছে। ওই তিনটি বই হল ইংরেজিতে লেখা, যার বঙ্গানুবাদ করলে হয়-আত্মজীবনী, বিশ্ব ইতিহাসের কিছু চিত্র, এবং ভারত আবিষ্কার।ইংল্যান্ডে জহরলাল নেহেরু লেখাপড়া শিখে ১৯১২ সালে ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করেন। কংগ্রেসের বাকিপুর সম্মেলনে যোগ দিয়ে জহরলাল নেহেরু হতাশ হয়েছিলেন কারণ সেই সময় কংগ্রেসের আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করে তার ঠিক পছন্দ সই হয় নি। ঠিক এক বছর পর অর্থাৎ ১৯১৩ সালের কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গীতাঞ্জলি কাব্যগ্রন্থ লিখে নোবেল পুরস্কার অর্জন করেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শুধুমাত্র প্রথম ভারতীয় নন , তিনি প্রথম এশিয়াবাসী হিসেবে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার সমগ্র দেশবাসীর কাছে অত্যন্ত গৌরবের ও উচ্ছ্বাসের বিষয় হলেও জহরলাল নেহেরু কবিগুরুর এই নোবেল প্রাপ্তিতে কতটা উৎসাহিত হয়েছিলেন তা প্রশ্ন থেকেই যায়। যদিও দি ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়া নামক বিখ্যাত গ্রন্থে জহরলাল নেহেরু, বঙ্গভঙ্গ জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনার পরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বদেশ প্রেমের কথা উল্লেখ থাকলেও ১৯১৯ সাল পর্যন্ত জহরলালের চিন্তায় রবীন্দ্রনাথের স্থান কতটুকু ছিল তা প্রশ্নের বিষয়।

১৯৩৪ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাথে জহরলাল এর প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল। জহরলাল সে কথা উল্লেখ করেছেন 'কলকাতা হইতে আমরা কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দর্শন করিবার জন্য শান্তিনিকেতনে আসিলাম তাহাকে দেখলে সর্বদাই আনন্দ হয়। এত নিকটে আসিয়া তাহাকে না দেখিয়া মন সরিল না। আমি পূর্বে আরো দুইবার শান্তিনিকেতনে আসিয়াছি। কমলার পক্ষে এই প্রথম। তিনি বিশেষভাবে স্থানটি দেখিতে আসিলেন কেননা আমাদের কন্যাকে এখানে রাখার সংকল্প করিয়াছিলাম। ইন্দিরা শীঘ্রই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিবে, কাজেই তাহার ভবিষ্যৎ শিক্ষা লইয়া আমরা চিন্তিত ছিলাম। তাহার সরকারি বা অর্ধ সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে যোগ দেওয়ার আমি সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলাম, কেননা ঐগুলো আমি আদৌ পছন্দ করি না। ইহার চারিদিকে ব্যাপিয়া প্রভুত্বপ্রবন পীড়াদায়ক সরকারি আবহাওয়ার পরিমণ্ডল অবশ্যই অতীতেও ইহা হইতে অনেকের শ্রেষ্ঠ নরনারীর উদ্ভব হইয়াছে এবং আরও হইবে। অল্প সংখ্যক ব্যক্তির কথা ছাড়িয়া দিলে যৌবনের সুকুমার বৃত্তিগুলি নির্জীব ও দমন করিবার অভিযোগ হইতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি অব্যাহতি পাইতে পারেনা'। যদিও জহরলাল নেহেরু, এর আগে ১৯২০ সালে শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন। কিন্তু তখন রবীন্দ্রনাথ বিদেশে ছিলেন, তাই তাঁর সাথে দেখা হয়নি। যদিও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম শতবার্ষিকীতে জহরলাল নেহেরু উল্লেখ করেছেন 'রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার প্রথম বা দ্বিতীয় বা তৃতীয়বারের সাক্ষাতের কথা মনেই পড়ে না। আমার শুধু স্পষ্ট মনে পড়ে, আমি তাঁর কাছে গিয়েছিলাম'। জহরলাল নেহেরু ঐ প্রবন্ধের আরেকটি অংশে লিখেছেন 'আমার প্রথম শান্তিনিকেতন দর্শনের কথা মনে আছে। গান্ধীর সঙ্গে আমি সেখানে প্রথম যাই সেটা বোধহয় ১৯২১ সাল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতি আমার তীব্র আকর্ষণ ছিল বটে, কিন্তু আজো আমি এ কথা ভেবেই বিরক্ত বোধ করি যে গান্ধী কর্তৃক আরব্ধ আন্দোলনের কোন কোন দিকে তিনি বিরূপ আলোচনা করেছিলেন। তখন আমার মনে হয়েছিল যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সামনে গান্ধী একাই প্রতিস্পর্ধা ছুড়ে দিয়েছেন এবং প্রত্যেক ভারতবাসীর অবশ্য কর্তব্য সেই মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেওয়া। মূলত আমি এখন মনে করি যে ১৯২১ সালের পরিস্থিতিতে আমি সঠিকভাবে চিন্তাই করেছিলাম। কিন্তু যতই আমি রবীন্দ্রনাথের সেই সময়কার লেখাগুলো পড়েছি যতই সেগুলো পরবর্তীকালে বোঝবার চেষ্টা করেছি, ততই আমি সেগুলোর সঙ্গে মনের মিল খুজে পেয়েছি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সত্যের আহ্বান এবং নবীন ভারত সাপ্তাহিক পত্রিকায় গান্ধীর উত্তর মহাপ্রহরী সেখানে ছিল বিস্ময়কর রচনা এবং আমি বলব এখনো তেমনি বিস্ময়কর। এ দুটি রচনা সত্যের দুটি ভিন্ন রূপকে প্রকাশ করেছিল এবং কোন রূপকেও উপেক্ষা করা যায় না।'

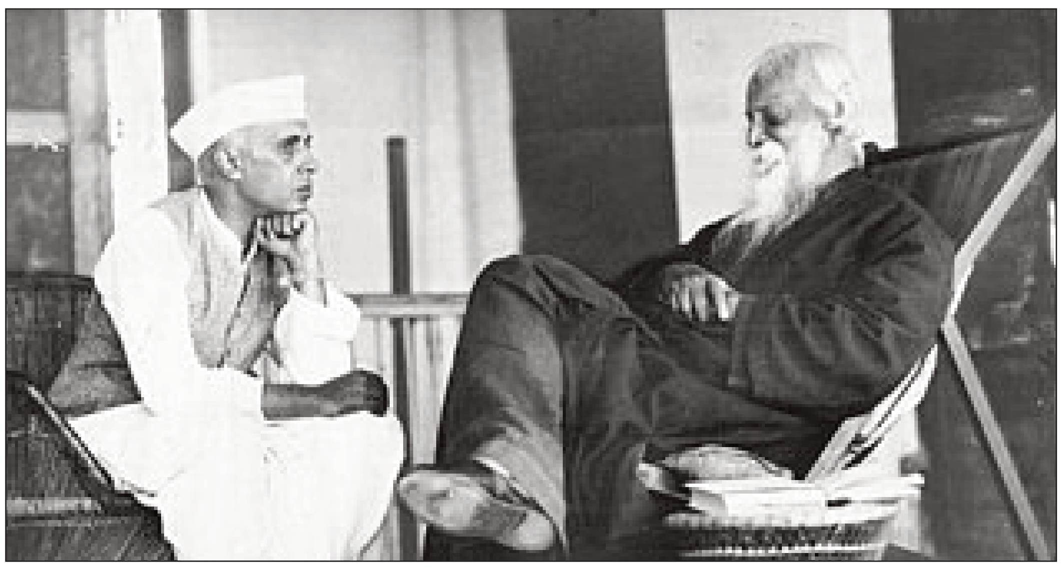

১৯৩৪ সালে জানুয়ারি মাসে জহরলাল ও কমলা নেহরু একসাথে শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তখন তাদের সম্ভাষণ করেছিলেন বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করে যেটি জহরলাল নেহেরুর খুবই ভালো লেগেছিল। পরবর্তীকালে তিনি শান্তিনিকেতনের অনিল চন্দ্রকে চিঠি লিখে জানান ওই বৈদিক মন্ত্রটির ইংরেজি অনুবাদ করে দিতে। ১৯৩৪ সালে ভয়াবহ ভূমিকম্প হয় গান্ধীজি এই ভূমিকম্পের কারণ সম্পর্কে বলেন হরিজন জাতির উপর অত্যাচারের জন্য এই ভূমিকম্প। রবীন্দ্রনাথ ভূমিকম্পের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রদান করলেন। এই বিতর্কে জহরলাল নেহেরু, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকেই সমর্থন জানালেন। এই সময়ে জহরলাল নেহেরুকে ব্রিটিশ পুলিশ গ্রেপ্তার করেন। জহরলালের পত্নী অসুস্থ হলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উত্তরপ্রদেশের গভর্নর কে চিঠি লিখে জানান যেন জহরলাল নেহরুকে কারাগার থেকে মুক্তি দেওয়া হয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও জহরলাল নেহেরু বন্ধুত্ব সুদৃঢ় হয় যখন জহরলাল কন্যা ইন্দিরা গান্ধী শান্তিনিকেতনে পাঠ গ্রহণ করতে আসেন। তার সাথে আসেন সীমান্ত গান্ধীর ছেলে আব্দুল গনি খান। ইন্দিরা গান্ধী ও আব্দুল গনি শান্তিনিকেতনের সমস্ত মানুষের অল্প দিনের মধ্যে মন জয় করে ফেলেন। শান্তিনিকেতনে প্রত্নতত্ত্ববিদ সি এল কাবারি বক্তৃতা প্রদান করতে আসলে কাবারির চালচলন শান্তিনিকেতনের ছাত্র-ছাত্রীদের অপছন্দ হয়। তাই কাবারির বিরুদ্ধে ছাত্র-ছাত্রীদের অপছন্দতায় নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ইন্দিরা গান্ধী ও আব্দুল গনি। এরপর কমলা নেহেরু গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন ফলে ইন্দিরা গান্ধী শান্তিনিকেতন ছেড়ে সপরিবারে জার্মানিতে যান কমলা নেহেরুর চিকিৎসার জন্য। কিন্তু ১৯৩৬ সালের ২৮ শে ফেব্রুয়ারি কমলা নেহেরু পরলোক গমন করেন। রবীন্দ্রনাথ জহরলাল নেহেরুকে সান্ত্বনা দেন। পরে ১৯৩৬ সালের ৮ মার্চ শান্তিনিকেতনে কমলা নেহেরুর স্মরণে এক স্মরণ সভার আয়োজন করেন। কবিগুরু বক্তৃতায় বলেন 'আজ কমলা নেহেরুর মৃত্যু দিনের কথা বিশেষভাবে স্মরণ করবার জন্য আমরা আশ্রমবাসীরা মন্দিরে সমবেত। একদিন তাঁর স্বামী যখন কারাগারে যখন তার দেহের উপরে মরণান্তিক রোগের ছায়া ঘনায়িত, সেই সময় তিনি তার কন্যা ইন্দিরাকে নিয়ে আমাদের আশ্রমে এসেছিলেন। আমাদের সৌভাগ্য এই যে সেই দুঃসময় তাঁর কন্যাকে আশ্রমে গ্রহণ করে কিছুদিনের জন্য তাদের নিরুদ্বিগ্ন করতে পেরেছিলেন। সেই দিনের কথা আজ মনে পড়ছে-সেই তার প্রশান্ত গভীর অবিচলিত ধৈর্যের মুক্তি ভেসে উঠছে চোখের সামনে। সাধারণত শোক প্রকাশের জন্য যেসব সভা আহুত হয়ে থাকে সেখানে অধিকাংশ সময় অনুষ্ঠানের অঙ্গ রূপেই অতুক্তি দ্বারা বাক্যকে অলংকৃত করতে হয়। আর যার কথা স্মরণ করার জন্য আমরা সবাই মিলেছি, তাঁকে শোকের মায়া বা মৃত্যুর ছায়া দিয়ে গড়ে তোলবার দরকার নেই। তাঁর চরিত্রের দীপ্তি সহজেই আত্মপ্রকাশ করেছে, কারো কারো ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়নি। বস্তুত এই যে নারী যিনি চিরজীবন আপন স্তব্ধতার মধ্যে সমাহিত থেকে পরম দুঃখ নীরবে বহন করেছেন, তার পরিচয় দীপ্তি কেমন করে যে আজ স্বতই সমস্ত ভারতের ব্যক্ত হলো সে কথা চিন্তা করে মন বিস্মৃত হয়। আধুনিককালে কোন রমণীকে জানিনে যিনি মৃত্যুকে অতিক্রম করে অনতিকালের মধ্যে সমস্ত দেশের সম্মুখে এমন অমৃত মূর্তিতে আবির্ভূত হতে পেরেছেন।... আজ এই আমাদের বলবার যে আমরা লাভ করলুম এই বীরাঙ্গনাকে আমাদের ইতিহাসের বেদীতে। আধুনিক কালের চলমান পটের উপর যিনি নিত্য কালের চিত্র রেখে গেলেন। তাঁকে হারিয়েছি এমন অশুভ কথা আজ সত্য হতে পারে না'।

১৯৩৬ সালে জহরলাল নেহেরু, কমলা নেহরুকে উৎসর্গীকৃত একটি গ্রন্থ রচনা করেন। বিখ্যাত গ্রন্থটির নাম হল 'আত্মচরিত'। জহরলাল নেহেরুর গ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথকে পাঠান। আত্মজীবনী গ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তিনিকেতনের শ্যামলীতে বসে পাঠ করেছিলেন। পুস্তকটি পাঠ করার পর রবীন্দ্রনাথ জহরলাল নেহেরুকে লেখেন 'আমি তোমার সাফল্যে গর্বিত এবং গভীরভাবে প্রভাবিত। সমস্ত পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণীর মধ্য দিয়ে বয়ে গেছে এক গভীর মানবিকতার স্রোত যা ঘটনার জটিলতাকে ছাড়িয়ে গেছে। এবং নিয়ে গেছে এমন এক ব্যক্তির দিকে, যিনি তার কর্মকাণ্ডের চেয়েও মহৎ এবং তাঁর চতুস্পার্শ্বের চেয়েও সত্য' প্রত্যুত্তরে জওহরলাল লিখলেন 'এটা কি বলার প্রয়োজন আছে যেভাবে দিল খোলা ভাষায় আপনি প্রশংসা করেছেন তার জন্য আমি গর্বিত এবং কৃতজ্ঞ ? অনেক বন্ধু প্রশংসা বাক্য ব্যয় করেছেন, কেউ কেউ সমালোচনা। কিন্তু আপনি যা লিখেছেন তা সরাসরি আমার হৃদয়ে প্রবেশ করেছে, উল্লসিত হয়েছি এবং আমাকে শক্তি যুগিয়েছে। আপনার আশীর্বাদ এবং শুভেচ্ছার জোরে আমি মনে করি সারা বিশ্বের বিরোধিতারও মুখোমুখি হতে পারি। বোঝা অনেক হালকা হয়ে গেছে এবং পথও হয়েছে মসৃণ...।' 'ভারতীয় ব্যক্তি স্বাধীনতা সংঘ' প্রতিষ্ঠার জন্য সমর্থন চেয়ে জহরলাল নেহেরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে একটি চিঠি লেখেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাতে সম্মতি প্রদান করেন। সঙ্গের সভাপতি হতে রাজি হয়ে ২৮ জুলাই রবীন্দ্রনাথ জহরলাল কে লিখলেন -'যে কাজে আমার পূর্ণ সহানুভূতি আছে সে কাজে আমার নাম যদি কোন সাহায্যে আসে, তাহলে নিশ্চয় তুমি তা পাবে।'

১৯৩৭ সালের শান্তিনিকেতনের চীনা ভবনের উদ্বোধনের জন্য জহরলালকে রবীন্দ্রনাথ আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। কিন্তু জহরলাল অসুস্থতার জন্য আসতে না পারলেও ইন্দিরা গান্ধীকে দিয়ে নিজের হাতে একটি ভাষণ পত্র পাঠিয়েছিলেন। এরপর বরাহনগরে প্রশান্ত মহলানবীসের বাড়িতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অসুস্থ হয়ে পড়লে, জহরলাল নেহেরু কবিকে দেখতে আসেন। ১৯৩৯ সালে রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে শান্তিনিকেতনের নতুন হিন্দি ভবনের দ্বার উদঘাটন করেন জহরলাল নেহেরু।

আসলে জহরলাল নেহেরুর সাথে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কে গভীরতা হয় ১৯৩৪ সাল থেকে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গান্ধীজীর চরকাকে ঠিক মানতে পারেননি। আবার জহরলাল নেহেরু তার আত্মজীবনীতে লিখেছেন-গান্ধীর কতগুলি উক্তিও আমার কানে বাজিত। তিনি প্রথমেই রাম রাজ ও সত্য যুগ ফিরাইয়া আনিবার কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ইহা নিবারণ করিবার শক্তি আমার ছিল না।' পারিবারিক বন্ধনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাথে জহরলাল নেহেরু আবদ্ধ হয়েছিলেন। জহরলাল নেহেরু মাতৃহারা হলে, সবার প্রথম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে টেলিগ্রাম করে জানান 'my mother died early this morning' উত্তরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের টেলিগ্রাম করে জানান-my deepest sympathies. জহরলাল নেহেরু, একাধিকবার উল্লেখ করেছেন তাঁর আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠেছিল রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে।'

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রাশিয়ার চিঠি প্রকাশের পর থেকে ইংরেজ মহলে একটি চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। এ সম্পর্কে জহরলাল আত্মচরিতে লেখেন 'কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রাশিয়া দেখিয়া ফিরিয়া আসিবার পথ রাশিয়া সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লেখেন। ঐ প্রবন্ধটি প্রকাশ করার জন্য বাংলা গভর্মেন্ট মডার্ন রিভিউ পত্রিকাকে সাবধান করিয়া দিয়েছিলেন। পার্লামেন্টের সহকারী ভারত সচিব আমাদের সংবাদ দিয়েছিলেন যে ঐ প্রবন্ধে ভারতের ব্রিটিশ শাসনের সাফল্য গুলি সম্পর্কে বিখ্যাত প্রচার করা হয় নি বলিয়াই ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়েছিল '১৯৪১ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যু হয়। জহরলাল নেহেরু তখন দেরাদুন জেলে কারারুদ্ধ। জেলখানার ভেতরে বসেই তিনি লেখেন 'পৃথিবীর নানা অংশে আমি অনেক মহান মানুষের সংস্পর্শে এসেছি। আমার কোন সন্দেহ নেই যে এঁদের মধ্যে মহত্তম যে দুজনের সংস্পর্শে আসার সৌভাগ্য হয়েছে সেই দুজন হলেন গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ। গত ২৫ বছরের পৃথিবীর ইতিহাসে এই দুজনকে আমি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ বলে মনে করি'।

পরিশেষে বলা যায় যে জহরলাল নেহেরু ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পরস্পর পরস্পরকে শ্রদ্ধা ও ভালবাসায় আবদ্ধ করেছিলেন। জহরলাল নেহেরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখাকে খুবই শ্রদ্ধা করতেন। জহরলাল নেহেরু তাঁর আত্মজীবনীতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উল্লেখ একাধিকবার করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ৭০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত 'দি গোল্ডেন বুক অফ টেগোর' নামক গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধা জানিয়ে জহরলাল নেহেরু অসাধারণ একটি রচনা লিখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবদ্দশায় জহরলাল নেহেরু শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলেন ৫ বার। আর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুর পর জহরলাল নেহেরু শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলেন ১০ বার। জহরলাল নেহেরু জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের আদর্শ শান্তিনিকেতনে সুষ্ঠুভাবে প্রতিষ্ঠার জন্য সচেষ্ট ছিলেন। শান্তিনিকেতনকে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় মর্যাদা প্রদান করা হয়। নেহেরুর কাছে শান্তিনিকেতন ছিল একটি স্বপ্ন রাজ্য। শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে জওহরলাল নেহেরু লিখেছেন 'যখনই এখানে আসি আমার সাহস বাড়ে আমি পুনরুজ্জীবিত হই। আজও আমার কানে আসে গুরুদেবের কণ্ঠস্বর। তাঁর বাণী প্রতিধ্বনিত হয় আমার মনে। আমি তাতেই উৎসাহিত হই এবং এখান থেকে ফিরে যাই। আশা করি যেমন আমি এসেছিলাম তার চেয়ে একটু উন্নত হয়ে ফিরছি'। জহরলাল নেহেরু আরো বলেছেন 'শান্তিনিকেতন হচ্ছে আমার কাছে নিঃস্ব মরুস্থলীর মধ্যে এক মরুদ্যান। জহরলাল নেহেরু শান্তিনিকেতনকে এত শ্রদ্ধা ও ভালবাসতেন যে তিনি ছোট ইন্দিরাকে নিয়ে শান্তিনিকেতনের পৌষ মেলায় নাগরদোলায় আরোহন করেছিলেন।' পূর্বেই উল্লেখ করেছি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রাশিয়া থেকে ফিরে লিখেছিলেন 'রাশিয়ার চিঠি' অপরদিকে জহরলাল নেহেরু, রাশিয়া সফর সেরে এসে লিখলেন 'সোভিয়েত রাশিয়া'। রবীন্দ্রনাথ কবি ও সাহিত্যিক, অপরদিকে জহরলাল নেহেরু প্রধানত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। যদিও জহরলাল তিনটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

বিহার ভোটযুদ্ধে 'গরুর গাড়ি' থেকে হেলিকপ্টার পর্যন্ত: রাজনীতির প্রচারে সময়ের রঙ বদলের গল্প

পটনা, ৮ নভেম্বর: একসময় গ্রামীণ অঞ্চলে রাস্তা না পৌঁছনোয় প্রার্থীরা গরুর গাড়ি চড়ে ভোট প্রচারে বেরোতেন। স্বাধীন ভারতের প্রথম দিকের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ সিং, এরপর লালু প্রসাদ যাদব, উপেন্দ্র বর্মা কিংবা কর্পূরী ঠাকুর;অথবা বহু স্থানীয় প্রার্থী;সবাই কখনও না কখনও গরুর গাড়িকে নিজের প্রচারের বাহন করেছিলেন। সেই সময় প্রার্থীর কাঁধে থাকত গামছা, আর ব্যাগে সামান্য সত্তু, লেবু, নামক আর ভাজা ছোলা;এটাই ছিল রাস্তাঘাটের রসদ।

পঞ্চাশ থেকে আশির দশক পর্যন্ত গরুর গাড়ি ছিল প্রচারের প্রধান মাধ্যম। গ্রামের মানুষরা তখন প্রার্থীদের কাছ থেকে মাটি ছোঁয়া ভাষণ শুনতেন, ব্যানার বা মাইকও ছিল সামান্য। প্রচারের খরচও ছিল সামান্য;খাবার আর গাড়িওয়ালার মজুরি মিলে দিনে চল্লিশ টাকার বেশি লাগত না। নেতারা গ্রামের মাটিতে রাত কাটাতেন, গরুর গাড়িতেই দড়ি পেতে ঘুমোতেন, স্থানীয়দের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক গড়ে তুলতেন।

গয়ায় করমোনি গ্রামের বাসিন্দা মুঙ্গেশ্বর যাদবের গরুর গাড়িতে একসময় চড়েছিলেন লালু প্রসাদ যাদব নিজে। তাঁর ছেলে শিবকুমার আজও সেই গাড়ি চালান। তিনি বলেন, তাঁর বাবা চল্লিশের দশক থেকে নব্বই পর্যন্ত প্রচারে গরুর গাড়ি চালিয়েছেন, প্রায় পঞ্চাশ কিলোমিটার পর্যন্ত যেতেন গাড়ি নিয়ে। এলাকাবাসীর চোখে তখন গরুর গাড়ি মানে প্রার্থীর আদর্শ ও জনসংযোগের পথ।

সত্তরের দশকে কর্পূরী ঠাকুরের একটা ঘটনা এখনো কিংবদন্তি। প্রশাসন যখন সভার অনুমতি দেয়নি, তিনি বাজারের মাঠে গরুর গাড়ির উপর দড়ি পেতে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। একইভাবে, বারাচট্টির প্রথম বিধায়ক জগেশ্বর প্রসাদও সাইকেল ও গরুর গাড়ি মিলিয়েই প্রচার চালাতেন, দিনে দিনে গ্রাম ঘুরে মানুষকে বোঝাতেন নিজের ভাবনা। বৃদ্ধ ভোটারদের কথায়;সেই সময় প্রার্থীদের মধ্যে ছিল আন্তরিকতা, আর মানুষের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের মনোভাব।আধুনিক প্রচারের ঝাঁ চকচকে রূপএখন সেই গরুর গাড়ি বদলে গেছে আকাশযানে। বিহার বিধানসভা নির্বাচন ২০২৫-এ প্রতিদিন হেলিকপ্টারে করে প্রচার করছেন রাজনৈতিক নেতারা। এনডিএ শিবিরে আছে প্রায় চৌদ্দটি হেলিকপ্টার; বিজেপির কাছে বারোটি, জনতা দল (ইউনাইটেড)-এর কাছে দুইটি। আরজেডি তাদের নেতা তেজস্বী যাদবের জন্য আলাদা হেলিকপ্টার রেখেছে। কংগ্রেসের নেতারাও পিছিয়ে নেই। ১০ অক্টোবর থেকে ৭ নভেম্বরের মধ্যে শুধুমাত্র উড়ান খরচেই ব্যয় হয়েছে আনুমানিক বেয়াল্লিশ কোটি টাকা। ভাড়া, পাইলট ও রক্ষণাবেক্ষণের খরচ মিলিয়ে একেকটি দলের দৈনিক ব্যয় দাঁড়াচ্ছে কয়েক কোটি। যেখানে আগে একটি গরুর গাড়ির দিনে চলতে খরচ হত মাত্র চল্লিশ টাকা, সেখানে এখন একই দিনে একটি হেলিকপ্টারের জন্য লাখ লাখ টাকা ঝরছে।

গ্রামীণ মানুষরা বলছেন, তখন গরুর গাড়ি মানে ছিল প্রার্থীর সাধারণ পরিচয়, একান্তে কথা বলার সুযোগ। আজ হেলিকপ্টার মানে দূরত্ব, প্রভুত্বের আভিজাত্য। নেতা এখন আকাশে হাত নেড়ে চলে যান, কথা বলার সময় নেই। তরুণ ভোটারদের মতে, নির্বাচনী প্রচারকে আরও মিতব্যয়ী করে সেই অর্থ জনকল্যাণে ব্যয় করা উচিত।

নব্বইয়ের দশকে নকসাল প্রভাব বিস্তার করার পর গ্রামীণ এলাকায় গরুর গাড়িতে প্রচার বন্ধ হয়ে যায়। সেই সময় ভোটবাক্সও গরুর গাড়িতে বয়ে নিয়ে যেত নিরাপত্তা বাহিনী;কারণ ল্যান্ডমাইনের ভয় ছিল প্রবল। এখন রাজ্যে সেই সময় পেরিয়ে গেছে, সড়ক ও প্রযুক্তি নতুন অধ্যায় লিখেছে।

আজও কিছু অঞ্চলে দেখা মেলে গরুর গাড়ির;বাজারে চাল, কাঠ বা ফসল পৌঁছতে এখনও ব্যবহার হয়। কিন্তু রাজনৈতিক প্রচারে তা আর দেখা যায় না। চাকচিক্যের যুগে গরুর গাড়ির সরলতা ইতিহাসের পাতায় স্থান পেয়েছে। একসময় মাটি ছুঁয়ে থাকা বিহারের রাজনীতি এখন আকাশে উড়ছে;হেলিকপ্টারের চাকা ঘুরে নতুন যুগের দিশা লিখছে।

বারাচট্টি বিধানসভা: তৃতীয় প্রজন্মের পথে তনুশ্রীর লড়াই, পারিবারিক ঐতিহ্য রয়েছে তরুণী নেত্রীর

বারাচট্টি, ৮ নভেম্বর: বিহারের গয়া জেলার বারাচট্টি বিধানসভা কেন্দ্র এখন উত্তেজনার কেন্দ্রবিন্দু। আগামী ১১ নভেম্বর দ্বিতীয় দফার ভোট হবে এই আসনে। এবার রাজনীতি আরও আকর্ষণীয় হয়েছে, কারণ এই কেন্দ্রে প্রার্থী হয়েছেন প্রয়াত সমাজসেবী এবং প্রাক্তন সাংসদ-বিধায়ক ভগবতী দেবীর নাতনি তনুশ্রী কুমারী। পাথর ভাঙা শ্রমিক থেকে রাজনীতির শীর্ষে পৌঁছানো ভগবতী দেবীর পথ ধরেই হাঁটছেন তাঁর তৃতীয় প্রজন্মের এই তরুণ নেত্রী।

ভগবতী দেবী ১৯৬৯ থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত চারবার বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছিলেন; সমাজবাদী দল, জনতা পার্টি, জনতা দল এবং পরে রাষ্ট্রীয় জনতা দল (আরজেডি)-এর টিকিটে। ১৯৯৫ সালে তিনি সংসদে পৌঁছেন এবং মহাদলিত সম্প্রদায় থেকে উঠে আসা এক ঐতিহাসিক নারী রাজনীতিক রূপে পরিচিত হন। তাঁর প্রয়াণের পর কন্যা সমতা দেবী দুবার বিধানসভায় নির্বাচিত হন। এবার সেই ধারার তৃতীয় প্রজন্ম হিসেবে ভোটের ময়দানে নামছেন তনুশ্রী।

২৬ বছরের তনুশ্রী ব্যবসায় শিক্ষায় স্নাতক, এবং একসময় রিয়েল এস্টেট কোম্পানিতে কর্মরত ছিলেন। কিন্তু পরিবারের রাজনৈতিক ঐতিহ্য আর নানির সমাজসেবার অনুপ্রেরণায় রাজনীতিতে যোগ দিয়েছেন। তিনি জনসভার মঞ্চে বলেছেন, 'নানির মতো আমিও মানুষের সার্বিক উন্নয়ন চাই। গ্রামে স্কুল নেই, রাস্তাঘাট ও নিকাশি ব্যবস্থা নাজুক, এখনও বহু মহাদলিত পরিবার জীবিকার খোঁজে রাজ্যের বাইরে চলে যায়;এই বাস্তব আমায় ভাবায়।'

তনুশ্রীর আরও দাবি, যদি মহাগঠবন্ধন ক্ষমতায় আসে, তাহলে কর্মসংস্থান এবং উন্নয়নই হবে তাঁর অগ্রাধিকার। তাঁর সসুরাল ইমামগঞ্জে, অথচ রাজনৈতিক শেকড় বারাচট্টিতেই;যেখানে ভোটারদের সঙ্গে তাঁর পরিবারের সম্পর্ক অর্ধশতাব্দী পেরিয়েছে।

এই আসনে এবার লড়াই জমে উঠেছে ত্রিমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। শাসক এনডিএ শিবিরের হয়ে মাঠে আছেন 'হাম' দলের প্রার্থী জ্যোতি দেবী মানঝি, যিনি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জিতন রাম মানঝির সমধন।

অন্যদিকে আরজেডির হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী তরুণ মুখ তনুশ্রী কুমারী, আর তৃতীয় দল হিসেবে জন সুরাজ পার্টির প্রার্থী হেমন্ত কুমার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

জ্যোতি দেবী পূর্বে দু'বার এই আসন থেকে জিতেছেন। তিনি কৃষিক্ষেত্রে কাজের জন্য রাজ্য ও বিদেশে সম্মানিত হয়েছেন। ২০২০ সালের নির্বাচনে তিনি প্রায় ৭২ হাজার ভোটে জয়ী হয়েছিলেন, যেখানে আরজেডির সমতা দেবী পেয়েছিলেন প্রায় ৬৬ হাজার ভোট। ফলে এইবার মেয়ে তনুশ্রীর সামনে শুধু রাজনীতির নয়, অতীতের পরাজয়ের প্রতিশোধ নেওয়ার চ্যালেঞ্জও রয়েছে।

ভগবতী দেবীর ছেলে বিজয় মানঝিও একসময় বিধায়ক ছিলেন, ফলে এই পরিবার বিগত কয়েক দশক ধরে সমাজবাদী রাজনীতির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ নাম। সামাজিক ন্যায় ও দরিদ্র মানুষের সভ্যতা রক্ষার প্রশ্নে আজও ভোটারদের এক বড় অংশ তাঁদের উপর আস্থা রাখে। তনুশ্রীর প্রচারে তাই অহিলার ক্ষমতায়নদ এবং অমহাদলিত সম্মান পুনরুদ্ধারদ;দুইটিই সমান গুরুত্ব পাচ্ছে।

বারাচট্টি বিধানসভা গয়া জেলার ঐতিহাসিক মগধ অঞ্চলে অবস্থিত এবং এটি সংরক্ষিত দলিত আসন। এখানকার রাজনৈতিক গুরুত্ব শুধু সমীকরণে নয়, প্রতীকীতেও প্রবল। মহাদলিত নারীর তৃতীয় প্রজন্মের নেতৃত্বে এবার ভোটাররা নতুন বার্তা শুনছেন;পরিবর্তন ও উত্তরাধিকার, দুটোই পাশাপাশি চলছে। এই নির্বাচনে নানির শ্রম, মায়ের অভিজ্ঞতা আর নিজের শিক্ষা;এই তিন মিলিয়ে তনুশ্রী কুমারীর লড়াই হয়ে উঠেছে বিহারের রাজনীতি জগতে তরুণ প্রজন্মের এক নতুন অধ্যায়।